ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণ।

শ্রীরাখালচন্দ্র তপস্বী কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

পরিশোধিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আড়িয়াদহ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা।

৬৩-৩ নং, মেছুয়াবাজার রোড,

নববিভাকর যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮১০

ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণ।

প্রথম স্তবক।

ক্ষণ কাল নিরূপণ।

১৮ অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ৩০ ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ৩০ ত্রিংশৎ কলায় এক ক্ষণ, ১২ দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত, ৩০ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র এবং ১৫ পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হয় *। দিবামানকে ১৫ পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে, দিবামুহূর্ত্ত কহে। ইহার অষ্টম মুহূর্ত্ত কুতপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে †। দিবামান বা রাত্রিমানকে চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অথবা অহোরাত্রের আট ভাগের এক ভাগকে যাম বা প্রহর কহে। যাম বা প্রহরের অর্দ্ধেককে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ বলা যায়। রাত্রির এক যাম অর্থাৎ প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ

* "অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।
তাস্তু ত্রিংশৎ ক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়াম্।
তে তু ত্রিংশদহোরাত্রঃ পক্ষাস্তে দশ পঞ্চ চ॥" ইত্যমরঃ।

† "অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা।
তত্রাষ্টম-মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ॥"
মৎস্যপুরাণ-শ্রাদ্ধকল্পে, ২২ অধ্যায়ঃ।

দিবাভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে, রাত্রি ত্রিযামা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে *।

ব্রাহ্মী ও রৌদ্র মুহূর্ত্ত নিরূপণ।

রাত্রির শেষ প্রহরকে চারি ভাগ করিলে তাহার তৃতীয় ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কহে †। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্ব যামার্দ্ধকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার প্রথম ভাগ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত রৌদ্র মুহূর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দিবামুহূর্ত্ত, দিবামানের পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই ব্রাহ্ম বা রৌদ্র মুহূর্ত্ত রাত্রির ষোড়শাংশের একাংশ হইতেছে। অতএব রাত্রিমান ৩২ দ্বাত্রিংশৎ দণ্ড ধরিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

পূর্ব্বাহ্লাদি কাল নিরূপণ।

দিবামান সমান তিন ভাগে বিভক্ত হইলে, তাহার আদি ভাগ পূর্ব্বাহ্ল, মধ্যভাগ মধ্যাহ্ন এবং শেষভাগ অপরাহ্ল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যদি দিনমান ৩০ ত্রিশ দণ্ড হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয় হইতে ১০দশ দণ্ডকাল পূর্ব্বাহ্ল। শ্রুতি আছে

---

* "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু-স্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

† "রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥" পিতামহঃ।

পশ্চিমযামশ্চতুর্থপ্রহরঃ। তত্র সূর্য্যোদয়াৎ প্রাগর্দ্ধপ্রহরে দ্বৌ মুহূর্ত্তৌ; তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ, দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।

যে, দেবকার্য্য সকল পূর্ব্বাহ্ণে মনুষ্যকার্য্য সকল মধ্যাহ্ণে এবং পিতৃকার্য্য সকল অপরাহ্ণে করিতে হইবে।

কোন কোন মতে দিবামানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পূর্ব্ব ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ কহে। এই পূর্ব্বাহ্ণ সূর্য্যোদয় হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত। যথা, স্কন্দপুরাণে কথিত আছে যে, আবর্ত্তনের পূর্ব্বভাগ পূর্ব্বাহ্ণ এবং পরভাগ অপরাহ্ণ শব্দে কথিত হয়। (আবর্ত্তন অর্থাৎ দিবসের যে সময় ছায়া পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ যে সময় সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক রেখায় গতি হয় সেই সময়।) এই কারণে প্রহর-দ্বয়াত্মক পূর্ব্বাহ্ণে অশ্বত্থ-বন্দনের বিধি হইয়াছে *।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিবামানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার মধ্যভাগকে মধ্যাহ্ন কহে। তদনুসারে উক্ত মধ্যাহ্ন দশ দণ্ডের পর দশ দণ্ড কাল। পরন্তু নিম্ন-লিখিত মতে পঞ্চধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগ, মধ্যাহ্ন শব্দে অভিহিত হয়, সুতরাং তদনুসারে এই মধ্যাহ্ন দ্বাদশ দণ্ডের পর ছয় দণ্ডকাল মাত্র †।

---

* পূর্ব্বাহ্ণঃ,—"(পুং) ত্রিধাবিভক্তদিনস্য প্রথমভাগঃ। স চ ত্রিংশদ্দণ্ড-দিনমানে সূর্য্যোদয়াবধি দশদণ্ডকালঃ। যথা পূর্ব্বাহ্ণো বৈ দেবানাং মধ্যন্দিনং মনুষ্যাণামপরাহ্ণঃ পিতৃণাম্। ইতি শ্রুতিঃ॥ সূর্য্যোদয়াবধি প্রহরদ্বয়ং দ্বিধা-বিভক্তদিনপূর্ব্বভাগঃ। যথা, স্কন্দপুরাণম্। আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্ণো হ্যপরাহ্ণ-স্ততঃ পরঃ। আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য চ্ছায়াপরিবর্ত্তনাৎ প্রাগিতি বিশেষঃ। অতএবোক্তম্। অশ্বত্থং বন্দয়েন্নিত্যং পূর্ব্বাহ্ণে প্রহরদ্বয়ে। অত ঊর্দ্ধং ন বন্দেত অশ্বত্থন্তু কদাচন।" ইতি মলমাসতত্ত্বম্। ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

† মধ্যাহ্নঃ,—"(পুং) ত্রিধা বিভক্তদিনমধ্যভাগঃ। স চ দশদণ্ডাৎ পরং দশদণ্ডরূপঃ। ইতি শ্রুত্যুক্তেঃ অমরোক্তেশ্চ। পঞ্চধাবিভক্তদিনতৃতীয়-ভাগঃ। স তু দ্বাদশদণ্ডাৎ পরং ষড়্দণ্ডাত্মকঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ত্রিধাবিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগ অপরাহ্ণ। উহা ত্রিশ দণ্ড দিনমান হইলে বিংশতি দণ্ডের পর দশ দণ্ড কাল। দ্বিধা বিভক্ত দিনের শেষ ভাগ অপরাহ্ণ অথবা পঞ্চধা বিভক্ত দিনমানের চতুর্থ ভাগ অপরাহ্ণ শব্দে অভিহিত হয়। ইহা অষ্টাদশ দণ্ডের পর ছয় দণ্ডকাল *।

দিনমানকে পাঁচভাগ করিলে এক এক ভাগ তিন মুহূর্ত্ত কাল হয়। তাহার প্রথম ভাগকে প্রাতঃ, দ্বিতীয় ভাগকে সঙ্গব, তৃতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন, চতুর্থ ভাগকে অপরাহ্ণ এবং পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ভাগকে সায়াহ্ন কহে। এই সায়াহ্নকে রাক্ষসী বেলা বলা যায়, সুতরাং এই সময়ে কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে †।

প্রাতঃকৃত্য।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করত শয্যাতে আসীন হইয়া দেবতা ও ঋষি স্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ ও তদর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তদ্‌যথা,—

---

* অপরাহ্ণঃ,—"(পুং) শেষম্ অহঃ। দিনশেষভাগঃ। বিকাল ইতি খ্যাতঃ। ইত্যমরঃ। তস্য ভেদাঃ দ্বিধাবিভক্তদিনস্য শেষভাগঃ। ত্রিধা-বিভক্তদিনস্য তৃতীয়ভাগঃ। স তু ত্রিংশদ্দণ্ডদিনমানে বিংশতিদণ্ডাৎ পরং দশদণ্ডং যাবৎ। পঞ্চধাবিভক্তদিনস্য চতুর্থভাগঃ। সতু অষ্টাদশদণ্ডাৎ পরং ষড়্‌দণ্ডং যাবৎ।" ইতি শ্রুতিস্মৃতী। ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণস্ততঃ পরম্॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বধৃতবচনম্।

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ইঁহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন। এইরূপে ব্রহ্মাদি দেবতা ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের নিকট নিজ সুপ্রভাত কামনা পূর্ব্বক গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে। তদ্‌যথা,—

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্ন-বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥"

গুরুর নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে শিরঃস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমলে দ্বিভুজ, দ্বিনয়ন, প্রসন্ন-মুখকমল, প্রশান্ত এবং সৌম্যদর্শন গুরুমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তৎপরে তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে যে, যাঁহার বাক্যরূপ অমৃত প্রয়োগে সংসার-বিষ, সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেই ইষ্টদেব স্বরূপ গুরুকে আমি প্রণাম করি। এই বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কিয়ৎকাল আত্মচিন্তা করিতে হইবে যথা ;—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

আমি দেব অর্থাৎ দ্যোতমান বিশুদ্ধ চৈতন্য; আমি অন্য অর্থাৎ চিৎস্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু বা জড়স্বরূপ নহি। সুতরাং আমি সাংসারিক শোকভাগীও নহি। আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সুতরাং আমি নিত্য ও মুক্তস্বভাব বিশিষ্ট।

তাৎপর্য্য।—অহং শব্দে কোন্ বস্তু বুঝায়, অর্থাৎ আমি কে? এই বিষয় অতি সংক্ষেপে ফলিতার্থ মাত্র কথিত

হইতেছে ;—আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধ শরীর হইতে অতিরিক্ত চৈতন্যস্বরূপ। অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই জড়ময় পঞ্চভূত হইতে উক্ত স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ-শরীর, অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া বা অজ্ঞানমাত্র। সুতরাং উহারা জড়; কিন্তু আমি চৈতন্যস্বরূপ। নিম্নে সংক্ষেপে এতদ্বিবরণ লিখিত হইতেছে, যথা,—উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেক ভূতই সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের কার্য্য মাত্র। তন্মধ্যে ক্ষিতির তামসিক অংশদ্বারা অস্থি, মাংস, নাড়ী, ত্বক্ ও রোম; জলের তামসিক অংশ দ্বারা মজ্জা, শুক্র, শোণিত, স্বেদ ও রস; তেজের তামসিক অংশ দ্বারা আলস্য, কান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা; বায়ুর তামসিক অংশ দ্বারা সঙ্কোচন, চালন, ক্ষেপণ, ধারণ ও প্রসারণ এবং আকাশের তামসিক অংশ দ্বারা লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ ও লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমুদায় জড় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত স্থূল শরীর জড় ব্যতীত আর কি হইতে পারে। আমি এতৎসমুদায়ের মধ্যে কিছুই নহি।

ঐরূপ ক্ষিত্যাদির অপঞ্চীকৃত সত্ত্বাংশ দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে যথা ;—ক্ষিতির সত্ত্বাংশ দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ দ্বারা রসনেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাংশ দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ দ্বারা স্পর্শনেন্দ্রিয় এবং আকাশের সত্ত্বাংশ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ ক্ষিত্যাদির অপঞ্চীকৃত পৃথক্ পৃথক্ রাজসিক অংশ দ্বারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; যথা,—ক্ষিতির রাজসিক অংশ দ্বারা পায়ু ইন্দ্রিয়, জলের রাজসিক অংশ দ্বারা উপস্থ, তেজের

রাজসিক অংশ দ্বারা পাদ, বায়ুর রাজসিক অংশ দ্বারা পাণি এবং আকাশের রাজসিক অংশ দ্বারা বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের রাজসিক অংশের সমষ্টি দ্বারা এক মহাপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাপ্রাণই স্থান ও কার্য্য বিশেষে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পঞ্চ প্রাণের আবার পঞ্চ উপবায়ু আছে, যথা,—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। ঐ ক্ষিত্যাদির সত্ত্বাংশের সমষ্টি দ্বারা অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার; কিন্তু চিত্তকে মনের এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত স্বরূপ গ্রহণ করাতেই অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্তঃকরণের আর একটি প্রধান অংশ আছে; তাহার নাম চিত্ত। ইহা মন ও বুদ্ধিতে সংযুক্ত হইয়া সকলের চেতয়িতা হয়। এইরূপে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণ স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞানের নিবর্ত্তক যে অজ্ঞান; তাহাই কারণ-শরীর নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইহাও জড় স্বরূপ।

অতএব ভূতবিকার-বিকারী, রোগালয়, জন্মমরণ-ধর্ম্মশীল, ভূতকার্য্য শরীর ভূত ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আমি শরীর নহি, আমারও শরীর নহে। আমি চৈতন্য স্বরূপ ও শরীরের ধর্ম্মকর্ম্মের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী। শরীর আমাতে প্রকাশ পাইতেছে। এই দেহ ঘট, লোষ্ট্র ও কাষ্ঠ সদৃশ

প্রত্যক্ষ জড়ময়। নিজে আছে কি না, তাহা ইহার বোধ নাই। এই শরীর আপনাকে বা আমাকে জ্ঞাত নহে। আমি চৈতন্য, সুতরাং শরীর হইতে ভিন্ন। অতএব আমি স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন হইলাম। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরও বাসনাময় এবং স্বপ্নাবস্থায় কার্য্যকারী। ইহা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা জড় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত ইহার কোন অবয়ব দৃষ্টি-গোচর হয় না, কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করা যায় মাত্র। এ শরীরও আমি নহি এবং ইহাও আমার নহে। কারণ আমি সকলের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ। আমি উক্ত শরীরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গুণ বৃত্তি সমুদায় সাক্ষাৎ করিতেছি। এই জগতে যে সমস্ত বস্তু দেখিতেছি, সে সমস্তই দৃশ্য, তাহারা জড়স্বভাব বলিয়া আমাকে জানে না এবং আমাকে গোপন করিয়া কোন কার্য্যও করিতে পারে না; সুতরাং আমি তৎসমুদায় হইতে ভিন্ন হইলাম। অতএব উক্ত সূক্ষ্ম শরীরও আমি নহি। পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানদেহও আমি নহি। আমি তাহার সাক্ষী, দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতা। গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, আমি 'সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' এরূপ যে বোধ হয়, তাহাতেই সুষুপ্তি অবস্থায় সুখস্বরূপ হইয়া অজ্ঞানের যে সাক্ষী ছিলাম, তাহাই স্মরণ হয়, সুতরাং উক্ত অজ্ঞানও দৃশ্য, কারণ অদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ হওয়া অসম্ভব। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি আদি কিছুই থাকে না, কেবল চৈতন্যস্বরূপ সুখস্বরূপ আমি মাত্র বর্ত্তমান থাকি, অতএব এ অজ্ঞানশরীরও আমি নহি।

স্থূল দেহ গৃহতুল্য ভোগের আয়তন, আর লিঙ্গদেহ

ভোগের সাধন মাত্র। যেমন গৃহস্থ এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করে, সেইরূপ আমিও এক স্থূলদেহ হইতে অন্য স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া থাকি। এইরূপ গমনাগমনই জীবের মরণ ও জন্ম বলিয়া সংসারে প্রতীত হইয়া থাকে। উক্ত লিঙ্গদেহই জীবত্বের কারণ, সমূল কর্ম্মনাশ দ্বারা এই সূক্ষ্মদেহ ভঙ্গ হইলে জীব মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত হয়। অতএব আমি নিত্য ও মুক্তস্বভাব বিশিষ্ট, বোধস্বরূপ, অচল, অটল এবং স্বপ্রকাশ। এইরূপে আত্মস্বরূপ অবধারণ করিয়া অর্থাৎ আমি কে? ইহা স্থির করিয়া পরে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও জীবের একতা সম্পাদন আপাতত পরমাশ্চর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু বিচার দ্বারা অনায়াসেই উহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়া দেখিলে আপাতত জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর অত্যন্ত ভেদ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বস্তুত উভয়ের অভেদই নিষ্পন্ন হয়। যেমন সিন্ধু ও জলবিন্দু, এই উভয়ের বাচ্যার্থ ধরিলে অতিশয় ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জলমাত্র লক্ষ্য হইলে বস্তুত উভয়ের ভেদাভাব প্রতীতি হয়। সেইরূপ মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিশুদ্ধ অংশে উপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, ঈশ্বর; এবং অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতির মলিন অংশে উপহিত চৈতন্য কিঞ্চিৎ-জ্ঞ, কিঞ্চিৎ-কর্ত্তা ও অল্পশক্তিমান্ জীব। এইরূপ বাচ্যার্থে অত্যন্ত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মায়া ও অবিদ্যা এই উভয় উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্যমাত্র

লক্ষ্য করিলে অপ্রতিহতরূপে একতা প্রতিপন্ন হইবে; তাহাতে ভেদের আর সম্ভাবনা থাকিবে না। যেমন ঘট মঠ প্রভৃতি উপাধিতে একমাত্র মহাকাশ সিদ্ধ আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধিতে একমাত্র চৈতন্য সিদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানে আপনার সহিত ব্রহ্মের অভেদ নিশ্চয় করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তদ্‌যথা;—

"লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আপনকার প্রিয়কার্য্য-সাধন মানসেই প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎপরে সম্পূর্ণরূপে আত্মাভিমান পরিত্যাগার্থ এইরূপ পাঠ ও তদর্থ চিন্তা করিতে হইবে। তদ্‌যথা;—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ধর্ম্ম কি তাহা আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কি তাহাও আমি জানিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই; অতএব হে হৃষীকেশ! আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যাহাতে যেরূপ নিযুক্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

তাৎপর্য্যার্থ—এই অনাদি সংসারে জীব সকল অজ্ঞানাভিভূত ও আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধির দৃঢ়তাবশত জন্ম মরণাদি অসংখ্য দুঃখ ও বহুল সন্তাপ সহ্য করিয়া থাকেন অর্থাৎ অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা ইত্যাদিরূপ অভিমান বশতই আমরা উক্তরূপ ক্লেশ সকল ভোগ করিয়া থাকি।

কিন্তু আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক নির্লিপ্ত ভাবে সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত-রূপ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিতে হয় না। "জানামি ধর্ম্মং" এই শ্লোক দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে অহংভাব পরিত্যাগেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; অর্থাৎ হৃদয়স্বামী হৃষীকেশ ইন্দ্রিয় পরিচালন করিতেছেন, এই দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অহংভাব বিনষ্ট হয়; তাহাতে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যে পরিমাণে ঈশ্বরে কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করা যায়, সেই পরিমাণেই অহংভাব দূর হইয়া থাকে। ফলত উক্ত শ্লোকটি সম্পূর্ণ রূপ অভিমানত্যাগ-ব্যঞ্জক মাত্র।

এইরূপ সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ওঁ প্রিয়-দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠানন্তর পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া পুংদেবতার উপাসক অগ্রে দক্ষিণ চরণ, স্ত্রীদেবতার উপাসক অগ্রে বাম চরণ ভূমিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে *। তৎপরে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। তদ্‌যথা,

---

* আগমে কথিত আছে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া শয্যার উপরি পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমত গুরুর ধ্যান করিবে। পরে পঞ্চ উপচারে গুরুপূজা পূর্ব্বক ঐঁ বীজ অথবা পাদুকামন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া সশক্তিক গুরুকে প্রণাম করিতে হইবে। তৎপরে গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টদেবতা-স্বরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান ও চৌরগণেশের পূজা করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার মানসপূজা করিবে। পরে যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ পূর্ব্বক স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বিল্ব আমলকী প্রভৃতি যে কোন কুলবৃক্ষকে প্রণাম করিবার বিধি আছে।

নিত্যাতন্ত্রে কথিত আছে,—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ।

বিষ্ণু ত্রোৎসর্গ বিধি।

বাসস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে বা নৈঋ্ত কোণে ১৫০ দেড়শত হস্ত অতিক্রম করিয়া তৃণ বিস্তৃত পবিত্র ভূমিতে,

---

আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্‌॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচারস্থিত ব্যক্তিরা কিরূপে প্রাতঃকৃত্য করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া নিজ গুরুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিবে। পরে সহস্রদলকমলমধ্যে সশক্তিক গুরুকে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে তাঁহার পূজা করিবে। অনন্তর বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) জপ করিয়া পরমাকলা অর্থাৎ ইষ্টদেবতা-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিতে হইবে। নীলতন্ত্রে প্রথম পটলে কথিত হইয়াছে,—

"উত্থায় পশ্চিমে যামে চিন্তয়েদুগ্রতারিণীম্‌।
আমূলাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিষতন্তুস্বরূপিণীম্‌।
মূলমন্ত্রময়ীং সাক্ষাদমৃতানন্দরূপিণীম্‌।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্‌।
তড়িৎকোটিসমপ্রখ্যাং কামানলশিখোপরি।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্ত-পাটলীকৃতদেহবান্‌॥
সহস্রদলপঙ্কজে সকলশীতরশ্মিপ্রভং
বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতম্‌।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুম্‌॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—রাত্রির শেষ প্রহরে উত্থিত হইয়া মূলাধারস্থিত ত্রিকোণাকার মদনানলশিখার উপরি অমৃতানন্দরূপিণী সূর্য্যকোটি সমুজ্জ্বলা চন্দ্রকোটিসুশীতলা তড়িৎকোটিসদৃশী বিষতন্তুতনীয়সী মূলমন্ত্রময়ী ইষ্টদেবস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া ভাবনা করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রভাপটলে নিজ শরীর পাটলীকৃত ও জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। তৎপরে শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলে, সকল অর্থাৎ কলাযুক্ত, দেবতাস্বরূপ

দিবসে বা সন্ধিসময়ে উত্তরাস্য এবং রাত্রিতে দক্ষিণাস্য হইয়া ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাস-(থুথুফেলা ও শ্বাস গ্রহণ) বর্জ্জিত এবং সংযত-

---

অর্থাৎ মায়াযুক্ত-চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-প্রভাসম্পন্ন সুবিমল গন্ধপুষ্পে বিভূষিত প্রসন্নবদন সৌম্যদর্শন হংসপীঠে উপবিষ্ট বরাভয়-মুদ্রাধারী গুরুকে, নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ করিবে। এস্থলে যে অগ্রে কুণ্ডলিনীর ধ্যান পরে গুরুর ধ্যান আছে, তাহা সাধকের ইচ্ছাবিকল্প, অর্থাৎ অগ্রে গুরুর ধ্যান করিয়াও পশ্চাৎ কুণ্ডলিনীর ধ্যান করা যাইতে পারে। কোন কোন তন্ত্রে সর্ব্বাগ্রে কুলবৃক্ষের প্রণাম আছে। তাহাও সাধকের ইচ্ছাবিকল্প। যথা রুদ্রজামলে উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয়পটলে,—

"প্রভাতে চ সমুত্থায় অরুণোদয়কালতঃ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা পুনঃ শয্যাস্থিতো নরঃ।
গুরুং সঞ্চিন্তয়েৎ শীর্ষাম্ভোজে সহস্রকে দলে॥"

এস্থলে প্রভাত শব্দের অর্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং প্রাতঃকৃত্যাদি শব্দের অর্থ মলমূত্রাদি পরিত্যাগ। ইহা দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগের পর যদি মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে বেগ রোধ না করিয়া মলমূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চাৎ গুরুর ধ্যান প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য করিবে। বিশ্বসারোক্ত গুরুধ্যান যথা,—

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লেহব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রোক্ত গুরুধ্যান যথা,—

"সহস্রদলপদ্মস্থমন্তরাত্মানমুজ্জ্বলম্।
তস্যোপরি নাদবিন্দোর্ম্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভম্।
বীরাসনসমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনম্।
বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতম্।
প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া।
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥"

বাক্ (মৌনী) হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এক-
বাসা হইলে বস্ত্রবেষ্টিত মস্তকে, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত ধারণ

রুদ্রজামলে উত্তরখণ্ডে রাজসিক গুরুধ্যান যথা,—

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং তেজোবিম্বং মহাগুরুম্।
অনন্তানন্তমহিম-সাগরং শশিশেখরম্।
মহাসূক্ষ্মভাস্বরাঙ্গং তেজোবিম্বং মহাগুরুম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং তেজসা শুক্লবাসসম্।
আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধনিকরং কারণঞ্চ সতাং সুখম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাঙ্গং বরাভয়করং বিভুম্।
প্রফুল্লকমলারূঢ়ং সর্ব্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্।
অন্তঃপ্রকাশচপলং বনমালাবিভূষিতম্।
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যং দেবদেবং সদা ভজেৎ।”

গুরুগীতোক্ত গুরুধ্যান যথা,—

“হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং
সাচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্॥
মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং
বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্।
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তম্
মন্দস্মিতং পূর্ণকলানিধানম্॥”

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে স্থলে কেবল গুরুর ধ্যান ও পূজা হইবে, সে স্থলে হৃদয়েও গুরুর ধ্যান হইতে পারে।

গুরুগীতোক্ত সদ্‌গুরুধ্যান যথা,—

“ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥”

করিয়া এবং দ্বিবাসা হইলে, অবগুণ্ঠিত মস্তকে হারবৎ যজ্ঞো-পবীত পৃষ্ঠে লম্বিত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বীরভাবাপন্ন জনগণের পক্ষে রুদ্রজামলোক্ত প্রাতঃকৃত্য যথা,—

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কুলবৃক্ষং প্রণম্য চ।
শিরঃপদ্মে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগে।
অকথাদিত্রিরেখীয়ে হংসমন্ত্রসুপীঠকে।
ধ্যায়েন্নিজগুরুং বীরো রজতাচলসন্নিভম্।
পদ্মাসীনং স্মিতমুখং বরাভয়করাম্বুজম্।
শুক্লমাল্যাম্বরধরং শুক্লগন্ধানুলেপনম্।
বামোরুস্থিতয়া রক্ত-শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
তয়া স্বদক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা সুরক্তবসনস্রজা।
সিতরক্তপ্রভাং বিভ্রচ্ছিবদুর্গাস্বরূপিণম্।
পরানন্দরসাপূর্ণং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥"

স্ত্রীগুরু ধ্যান যথা,—

"সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণ-মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাম্।
শরদিন্দুপ্রতীকাশ-রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্॥"

গুরুর পঞ্চোপচারে পূজা যথা,—

"কনিষ্ঠাভ্যাম্। লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্। হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।
তর্জ্জনীভ্যাম্। যং বাযাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।
মধ্যমাভ্যাম্। রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।
অনামিকাভ্যাম্। বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ। ঐঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ।"

বিণ্মূত্র পরিত্যাগের সময় কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগে বস্ত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রাণনাশক বা ভয়জনক স্থলে, অন্ধকার বা ছায়াতে

এইরূপে পঞ্চ উপচারে পূজার পর যিনি পাদুকামন্ত্রে অধিকারী, তিনি পাদুকামন্ত্র, যাঁহার পাদুকামন্ত্রে অধিকার নাই, তিনি ঐঁ এই গুরুবীজ একশত আটবার বা দশবার জপ করিয়া জপসমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। গুরুপ্রণাম যথা রুদ্রজামলে,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণাবরুণালয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥
বরাভয়করং নিত্যং শ্বেতপদ্মনিবাসিনম্।
মহাভয়নিহন্তারং গুরুদেবং নমাম্যহম্॥"

গুরুগীতোক্ত সদ্‌গুরুপ্রণাম যথা,—

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥
আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি॥"

স্ত্রীগুরুর প্রণাম ও স্তোত্র যথা মাতৃকাভেদ তন্ত্রে, —

"নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।

বিহিত বিধির ব্যতিক্রম হইতে পারে অর্থাৎ দিবা বা সন্ধি-সময়ে উত্তর এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ না হইয়াও সুবিধা-মত যে কোন মুখ হইয়া বিণ্মূত্র ত্যাগ করা যাইতে পারে।

সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপাচ মদাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

গুরুস্তব যথা রুদ্রজামলে,—

"শিরঃস্থিতসুপঙ্কজে তরুণকোটিচন্দ্রপ্রভং
বরাভয়করাম্বুজং সকলদেবতারূপিণম্।
ভজামি বরদং গুরুং কিরণচারুশোভোজ্জ্বলং
প্রকাশিতপদ[illegible]কোটিপ্রভম্॥"

(ইত্যাদি প্রাণতোষিণী দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬৮ পৃষ্ঠা।) অনন্তর মনে মনে গুরুর আজ্ঞা লইয়া কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিতে হইবে, যথা শ্যামারহস্যে,—

"গুরোরাজ্ঞাং গৃহীত্বা মূলাধারকর্ণিকান্তঃস্থ-ত্রিকোণান্তর্গতাধোমুখ-স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিনীং প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়াং বিদ্যুৎপুঞ্জ-প্রভাং বিবতন্তুতনীয়সীং কুলকুণ্ডলিনীং নিজেষ্টদেবতারূপাং হুঙ্কারেণ হংস ইতি মন্ত্রনা চ ত্রিকোণমণ্ডলাগ্নিনা পবনদহনযোগাৎ চৈতন্যং বিধায় ব্রহ্মবর্ত্মনা সহস্রারং নীত্বা তত্র পরমশিবে সংযোজ্য তয়োঃ সামরস্যং বিভাব্য ইত্যাদি।" ধ্যানান্তরং যথা যোগসারে,—

"মূলাধারে কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
ধ্যানং তথা প্রবক্ষ্যামি যেন যোগী প্রজায়তে॥
ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রিতাম্।
বিদ্যুৎ-কোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাম্।

বিণ্মূত্রের বেগ রোধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ পাদুকা পরিধান করিয়া, জলপাত্রস্পর্শপূর্ব্বক, প্রাণিসংশ্লিষ্ট পদার্থোপরি উপবিষ্ট হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, অথবা গমন করিতে করিতে মলমূত্র পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, গো,

---

শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াম্।
এবং ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং ততো যজেৎ সমাহিতঃ।
মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সংপূজ্য বাগ্ভবং জপেৎ॥"

রুদ্রজামলে কথিত আছে,—

"অথ প্রাতঃ সমুত্থায় পশুরুত্তমপণ্ডিতঃ।
গুরূণাং চরণাম্ভোজমঙ্গলং শীর্ষপঙ্কজে॥
বিভাব্য পুনরেবং হি শ্রীপদং ভাবয়েদ্যদি।
পূজয়িত্বা চ বিবিধৈরুপচারৈর্নমেৎ স্তবৈঃ॥
ত্রৈলোক্যং তেজসা ব্যাপ্তং মণ্ডলস্থাং মহোৎসবাম্।
তড়িৎকোটিপ্রভাং দীপ্তাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্॥
সার্দ্ধত্রিবলয়াকার-স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্।
উত্থাপয়েন্মহাদেবীং মহাবক্ত্রাং মনোন্মনীম্॥
শ্বাসোচ্ছ্বাসাদুদ্গচ্ছন্তীং দ্বাদশাঙ্গুলরূপিণীম্।
যোগিনীং খেচরীং বায়ুরূপাং মূলাম্বুজস্থিতাম্॥
চতুর্ব্বর্গস্বরূপাস্তাং ককারাদিসমাস্তকাম্।
কোটিকোটিসহস্রার্ক-কিরণোজ্জ্বলমোহিনীম্॥
মহাসূক্ষ্মপথপ্রান্তরান্তরান্তরগামিনীম্।
ত্রৈলোক্যরক্ষিতাং বাক্য-দেবতাং শব্দরূপিণীম্॥
মহাবুদ্ধিপ্রদাং দেবীং সহস্রদলগামিনীম্।
মহাসূক্ষ্মপথে তেজোময়ীং মৃত্যুস্বরূপিণীম্॥
কালরূপাং ব্রহ্মরূপাং সর্ব্বত্র সর্ব্বচিন্ময়ীম্।
ধ্যাত্বা পুনঃপুনঃ শীর্ষে সুধাব্ধৌ বিনিবেষ্টিতাম্।
সুধাপানং কারয়িত্বা পুনঃ স্থানে সমানয়েৎ॥"

দ্বিজ বা অন্য কোন পূজ্য পদার্থের অভিমুখীন হইয়া বিণ্মূত্র পরিত্যাগ করাও অকর্ত্তব্য। এইরূপ পথে, গোষ্ঠে, কৃষ্টভূমিতে, জলে, চিতাতে, ভস্মোপরি, দেবালয়ে, বল্মীকে, নদীতীরে এবং পর্ব্বতেও মলমূত্রোৎসর্গ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়মে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া যথাবিধি শৌচ করিতে হইবে।

শৌচবিধি।

কটিদেশের ঊর্দ্ধভাগ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এবং অধোভাগ বাম হস্ত দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগাদি কারণবশত উক্ত বিধিমত কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে এক হস্ত দ্বারাও

এইরূপ কুণ্ডলিনীধ্যানের পর চৌরগণেশ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। চৌরগণেশ মন্ত্র জপ না করিলে তত্তদ্দিবসীয় সমুদায় পূজাফল অপহৃত হইয়া থাকে। চৌরগণেশ মন্ত্র যথা,—

ক্রোঁ। এই মন্ত্র হৃদয়ে দশবার জপ। হ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র দক্ষিণ চক্ষুতে দশবার জপ। ঐ মন্ত্র বাম চক্ষুতে দশবার জপ। ঐ মন্ত্র দক্ষিণ কর্ণে দশবার জপ। ঐ মন্ত্র বাম কর্ণে দশবার জপ। হুঁ হুঁ এই মন্ত্র দক্ষিণ নাসিকায় দশবার জপ। ঐ মন্ত্র বাম নাসিকায় দশবার জপ। হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র মুখে দশবার জপ। ঐঁ৯ঁ এই মন্ত্র নাভিতে দশবার জপ। হেসাঃ এই মন্ত্র লিঙ্গে দশবার জপ। ব্লুঁ এই মন্ত্র গুহ্যে দশবার জপ। হুঁ এই মন্ত্র ভ্রূমধ্যে দশবার জপ।

জীবগণ প্রতিদিন প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে একবিংশতি সহস্র ছয় শত হংসমন্ত্র (অজপামন্ত্র) জপ করিয়া থাকে। এই সময় স্থানে স্থানে এই অজপামন্ত্র সমর্পণ করিতে হয়। এরূপ বাহুল্যরূপে কার্য্য করা গৃহস্থের অসাধ্য বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না। যদি সাধ্য হয়, এই সময় গুরুস্তব ও গুরুকবচ পাঠ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্ব স্ব ইষ্টদেবতার ধ্যান, মানসপূজা, জপ, জপসমর্পণ, মানসিক হোম ও স্তব কবচ পাঠ করিতে হইবে *।

---

* এই মানসপূজা প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বৃন্দ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক অনুবাদিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ১২৯ পৃষ্ঠায় ১৫ সংখ্যক টিপ্পনীতে আছে।

উভয় কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। যথাবিধি বিণ্মূত্রোৎসর্গ করিয়া লোষ্ট্র, কাষ্ঠ বা তৃণ দ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনপূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা লিঙ্গ ধারণ করিয়া স্থানান্তরে উপবেশনপূর্ব্বক মৃত্তিকাশৌচ করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকাশৌচ কালীন অগ্রে মৃত্তিকা পশ্চাৎ জল ব্যবহার করিতে হইবে। মৃত্তিকার পরিমাণ গুহ্যে প্রথমে অর্দ্ধ প্রসৃতি * পরে দুইবার তদর্দ্ধপরিমিত। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রে ত্রিপর্ব্বী- † পরিমিত মৃত্তিকা প্রদান করিতে হইবে।

দিবসে উত্তরাস্য এবং রাত্রিতে দক্ষিণাস্য হইয়া প্রথমে লিঙ্গে একবার, তৎপরে গুহ্যদেশে তিনবার, পরে বাম করতলে দশবার, তৎপরে ঐ বামহস্তের পৃষ্ঠদেশে ছয়বার, তৎপরে উভয় হস্তে সাতবার মৃত্তিকা প্রদান করণানন্তর প্রত্যেক পদতলে তিন তিন বার মৃত্তিকাশৌচ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে উভয় হস্তের নখসমূহ তৃণ দ্বারা উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া পুনরায় তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য। জলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, পরন্তু যাহাতে মৃত্তিকা উত্তম রূপে ধৌত হয়, সেই পরিমাণেই জল গ্রাহ্য। এইরূপ মৃত্তিকাশৌচ করিয়া শৌচীয় পাত্র গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক উত্তম রূপ ধৌত করা কর্ত্তব্য।

জলপাত্রের অভাবে জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জল দ্বারাও শৌচ কার্য্য করা যাইতে পারে, পরন্তু এরূপ স্থলে জল হইতে

---

* হস্তকোষকে প্রসৃতি কহে। সুতরাং হস্তকোষের অর্দ্ধেককে অর্দ্ধপ্রসৃতি কহে।

† তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়ের একত্রীকৃত অগ্রপর্ব্বত্রয়কে ত্রিপর্ব্বী কহে।

অরত্নি- * মাত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া শৌচকার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক শৌচান্তে ঐ স্থান ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, জল হইতে ঐ অরত্নিপরিমাণ স্থান তীর্থ শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। মূত্রোৎসর্গের পর লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার এবং প্রত্যেক পদে এক এক বার মৃত্তিকাশৌচ করা কর্ত্তব্য।

এই যে শৌচবিধি অভিহিত হইল, রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা, পীড়িতাবস্থায় বা অন্যবিধ আপদ্দশায় তাহারও অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা এবং পথে তাহারও অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা শুদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে; পরন্তু অনার্ত্ত পথিকের পক্ষে দিবসের চতুর্থাংশ এবং আর্ত্ত পথিকের পক্ষে দিবসের অষ্টমাংশ শৌচ দ্বারা শুদ্ধিলাভের বিধি আছে। ঈদৃশ শৌচবিধি গৃহস্থের পক্ষে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, পরন্তু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের পক্ষে ক্রমান্বয়ে ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাদপ্রক্ষালন বিধি।

পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখে উপবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ হস্তে জল-পাত্র ধারণ পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রে বাম পাদ, পরে দক্ষিণ পাদ ধৌত করা কর্ত্তব্য। বাচস্পতিমিশ্র কহেন, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ অগ্রে দক্ষিণ পাদ, পরে বাম পাদ প্রক্ষালন করিবেন। অশুচিভাবের আশঙ্কা হইলে বা অধিক শৌচের প্রয়োজন হইলে পাদদ্বয়ের জানু পর্য্যন্ত এবং হস্ত-

---

* বদ্ধমুষ্টি হস্তের কনুই হইতে মুক্ত-কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণকে অরত্নি কহে।

দ্বয়ের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ধৌত করা কর্ত্তব্য। দৈবকর্ম্মে উত্তরাস্য এবং পৈত্র্যকর্ম্মে দক্ষিণাস্য হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবার বিধি আছে। শূদ্রদ্বারা পাদ প্রক্ষালন করাইতে হইলে অগ্রে বাম পাদ, পরে দক্ষিণ পাদ এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা পাদ ধৌত করাইতে হইলে অগ্রে দক্ষিণ পাদ, পরে বাম পাদ ধৌত করান বিধেয়; পরন্তু শৌচান্তে আচমন করা কর্ত্তব্য।

আচমন বিধি।

আচমন না করিয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। প্রৌঢ়পাদ * না হইয়া উত্তর, পূর্ব্ব বা ঈশানকোণাভিমুখী হইয়া জানুর মধ্যে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক, হস্তে পবিত্র ধারণ করত পবিত্র স্থানে আসীন হইয়া অনন্য-চিত্তে আচমন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া হস্তকে গোকর্ণবৎ অর্থাৎ গোরুর কাণের ন্যায় করিতে হইবে। তৎপরে বামহস্ত দ্বারা তাহাতে এরূপ জল স্থাপন করিতে হইবে যেন, দক্ষিণ করতলস্থ জলে একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে। এইরূপে জল গ্রহণ করিয়া উক্ত গোকর্ণাকৃতি একত্রীকৃত অঙ্গুলিসমুদায়ের মধ্যে কেবল অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে মুক্ত করত ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা তিনবার সেই করতলস্থিত জল এইরূপে পান করিতে হইবে যে, সেই পীত জল যেন হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়। পরন্তু আচমনের জল পান কালীন

---

* আসনের উপরি পাদতল স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশনের নাম অথবা জানু ও জঙ্ঘাকে বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া উপবেশনের নাম প্রৌঢ়পাদ।

যেন কোনরূপ শব্দ না হয়। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা সংবৃতাস্যের অর্থাৎ মুদ্রিত মুখের অলোমক ভাগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুইবার মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক পদ ও মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মুখ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া অগ্রে বাম, পরে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা একত্র করিয়া অগ্রে বাম চক্ষু, পরে দক্ষিণ চক্ষু, তদনন্তর ঐ রূপেই অগ্রে বাম কর্ণ ও পশ্চাৎ দক্ষিণ কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা একত্র করত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে। তৎপরে তলদ্বারা হৃদয়স্থান, একত্রীকৃত সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা অগ্রে মস্তক, পরে বাম ও দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিতে হইবে। তৎপরে বাম হস্তস্থিত আচমনাবশিষ্ট জলের কিয়দংশ ভূমিতে প্রক্ষেপ করিয়া তদবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বামহস্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে।

ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার মতে প্রণব পাঠ পূর্ব্বক জল পান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রণব পাঠ পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে জল পান প্রভৃতি করাই শিষ্টাচারসম্মত।

এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে না পারে, এমত কাষ্ঠ বা শিলাখণ্ডে, ভূমিতে, ইষ্টকময় স্থানে এবং ভোজনান্তে আসনোপরি উপবেশন করিয়া প্রৌঢ়পাদ হইয়াও আচমন করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করণে

অশক্ত হইলে প্রজাপতিতীর্থ বা দেবতীর্থ দ্বারাও আচমন করা যাইতে পারে। ইহাতেও অশক্ত হইলে অগ্নিতীর্থ দ্বারা আচমন করা কর্ত্তব্য। ব্রণাদি কারণ বশত ব্রাহ্মাদিতীর্থ চতুষ্টয় দ্বারা আচমন করণে অশক্ত হইলে স্বর্ণাদি পাত্র দ্বারা জল গ্রহণ-পূর্ব্বক আচমন করা কর্ত্তব্য, তথাপি পিতৃতীর্থ দ্বারা আচমন করা কর্ত্তব্য নহে। * স্বয়ং আচমন করণে অক্ষম হইলে অন্য ব্যক্তি দ্বারাও আচমন করা হইতে পারে।

আচমনার্হ জলের অভাবে অথবা আচমন করণে অশক্ত হইলে গোপৃষ্ঠস্পর্শ, তদভাবে অর্কদর্শন, তদভাবে দক্ষিণ কর্ণ-স্পর্শ দ্বারাও শুদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। আচনীয় জল স্বাভাবিক, পবিত্র, অনুষ্ণ, অফেন, অবুদ্বুদ ও দৃষ্টিপূত হওয়া আবশ্যক। রাত্রিকালে অনীক্ষিত এবং পীড়িতাবস্থায় উষ্ণোদক দ্বারাও আচমন করা যাইতে পারে। দেশ কাল ভেদে বিহিত জলের অপ্রাপ্তি হইলে অশুভ-দেশাগত, বিদীর্ণ-ভূভাগোত্থিত, বর্ণদুষ্ট বা রসদুষ্ট জল দ্বারাও আচমন করা যাইতে পারে।

কাংস্য, আয়স (লৌহ), ত্রপু (টীন বা দস্তা), সীসক এবং পিত্তল পাত্রস্থ জল দ্বারা আচমন করা কর্ত্তব্য নহে। নখাগ্র-গৃহীত জল দ্বারাও আচমন করা নিষিদ্ধ। মস্তক ও কণ্ঠ

---

* দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের নাম ব্রাহ্মতীর্থ। দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠামূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ। একত্রীকৃত তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ। দক্ষিণ হস্তের করতলের নাম অগ্নিতীর্থ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মূলের নাম পিতৃতীর্থ। দেবাদিতীর্থান্যাহ যথা,— "কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠ-মূলান্যগ্রং করস্য তু।
প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ ॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

বস্ত্রাবৃত করিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া, মুক্তশিখ হইয়া অথবা পরিধেয় বস্ত্রের একদেশ উত্তরীয় করিয়া আচমন করা বিধেয় নহে। গমন, হাস্য বা বক্ষঃস্থল দর্শন করিতে করিতে অথবা কথা কহিতে কহিতে কিম্বা কম্পিত শরীরে বা পরস্পৃষ্ট হইয়া আচমন করা অকর্ত্তব্য। জলে শুষ্কবাসা বা স্থলে আর্দ্রবাসা হইয়া আচমনাদি ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। জলস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইলে জানুর ঊর্দ্ধ-জলে দণ্ডায়মান হইয়া করাই কর্ত্তব্য। তীর্থাদি স্থলে অথবা স্থল জল উভয়াত্মক কর্ম্ম করণ কালীন একপদ জলে এবং অপর এক পদ স্থলে রাখিয়া আচমনাদি ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য।

শৌচান্তে, পাদপ্রক্ষালনান্তে, নিষ্ঠীবন-ত্যাগান্তে অভ্যঙ্গে অশ্রুপাতান্তে, অধোবায়ু-নিঃসারণান্তে, অসত্যবাক্য-প্রয়োগান্তে, দন্তসংলগ্ন-বস্তু সংস্কারান্তে, চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি বা বিণ্মূত্র পরিত্যাগ দর্শনান্তে, নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণান্তে, শিখা-বন্ধনান্তে, অশুচি ব্যক্তিস্পর্শ, উষ্ট্রস্পর্শ বা বায়সস্পর্শান্তে, উচ্ছিষ্টমুখ ও পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণান্তে, বিহিত কর্ম্মকরণ কালীন স্ত্রী বা শূদ্রের সহিত সম্ভাষণান্তে এবং উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি বা উচ্ছিষ্টভোজ্য স্পর্শ করিলে উত্তম রূপে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া একবার আচমন করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ নিদ্রাত্যাগের পর, স্নানের পর, পানের পর, হাঁচীর পর এবং পথিগমনের পর দুইবার আচমন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভোজনের পূর্ব্বে এবং পরে দুইবার করিয়া আচমন করা বিধেয়।

দন্তধাবন বিধি।

রাত্রি কালে মুখ দ্বারা শরীরাভ্যন্তরের ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। তাহাতে দন্ত সকল মলে পরিপূর্ণ হয়। অতএব ঐ

দন্তমল-অপনয়ন-জন্য প্রত্যহই দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। যিনি দন্ত শোধন না করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক বা কাম্য কর্ম্ম করেন, তাঁহার তৎসমস্তই বিফল হইয়া যায়।

পবিত্র স্থানে উত্তর বা পূর্ব্ব মুখে উপবিষ্ট হইয়া দুইবার আচমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিহিত কাষ্ঠের অন্যতম কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। সামবেদী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ এবং সামবেদীর পক্ষে অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ হইবে।

এইরূপ দীর্ঘ, নবীন, মৃদুল, সরল, সত্বক্ (ছালযুক্ত), কীট অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা অদূষিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিতি স্থূল, সরস বা শুষ্ক একটী দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং সামবেদীগণ 'ওঁ আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজা-পশুবসূনি চ। ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে।' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এবং যজুর্ব্বেদীয়গণ 'ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ॥' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব-পরিমিত দন্তকাষ্ঠাগ্রভাগ দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়া কুঁচির ন্যায় করত সংযত-বাক্ হইয়া যে পর্য্যন্ত দন্তমল উত্তম রূপে পরিষ্কৃত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।* তৎপরে জিহ্বামার্জ্জন করিয়া জল দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাহা পবিত্র স্থানে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পরে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া পরিশুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

দন্তধাবনের বিহিত কাষ্ঠাদি যথা—তিক্ত, কষায়, কটু, কণ্টকান্বিত ও ক্ষীরী অর্থাৎ আটাযুক্ত এই সমস্ত কাষ্ঠই

সামান্যত প্রশস্ত। ইহার মধ্যে অর্ক, অপামার্গ, অর্জ্জুন, আম্র, আম্রাতক, আমলকী, কদম্ব, করঞ্জ, করবীর, খদির, তিন্তিড়ি, নিম্ব, বট, বিল্ব, বেণুপৃষ্ঠ (বাখারি), মালতী, মেদা (জীবনী), যজ্ঞডুমুর, শিরীষ ও সর্জ্জরস (সাল) এই সকল বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই প্রশস্ত। পরন্তু বালুকাবিহীন মৃত্তিকা দ্বারাও দন্তধাবন করা শাস্ত্রবিহিত।

দন্তধাবন বিষয়ে নিষিদ্ধ কাষ্ঠ ও নিষিদ্ধ কালাদি যথা—পলাশ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), শ্লেষ্মাতক (চালতা), শোণ বৃক্ষ, নির্গুণ্ঠী বা নির্গুণ্ডী (নিষিন্দা বা শেফালিকা), তৃণ ও তৃণরাজ অর্থাৎ খর্জ্জুর, নারিকেল, গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী (তাড়ীয়াৎ) ও কেতকী, এই সপ্তবিধ বৃক্ষের শিরা বা পত্র, ইষ্টক, লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর, বালুকা, অঙ্গার, লৌহ, ও চর্ম্ম দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ স্নান কালে, মধ্যাহ্নে, উপবাস সময়ে, অজীর্ণাবস্থায়, শ্রাদ্ধদিনে, বিবাহ-দিনে, ব্রতদিনে এবং প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে; সংক্রান্তিতে এবং রবিবারে দন্তধাবন করা নিষিদ্ধ। দন্তধাবন সময়ে কোন ব্যক্তিকে প্রণাম করাও নিষিদ্ধ।

দন্তকাষ্ঠের অলাভে বা নিষিদ্ধ দিনে পত্র দ্বারা বা অঙ্গুষ্ঠানামিকাঙ্গুলি দ্বারা অথবা দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শোধন করা শাস্ত্রবিহিত। এস্থলে ইহাও জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, যে স্থলে কাষ্ঠের প্রতিনিধি দ্বারা অর্থাৎ দন্তকাষ্ঠের অলাভে জলাদি দ্বারা মুখ শোধন করিতে হইবে, সে স্থলে তৎকালে "আয়ুর্ব্বলং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু যে স্থানে উক্ত জলাদি দন্তকাষ্ঠের প্রতিনিধি স্বরূপে গৃহীত না

হইবে সে স্থলে অর্থাৎ নিষিদ্ধ দিনে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। জিহ্বামার্জ্জন সকল দিনেই করিতে পারা যায়।

ইতি ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণে প্রথম স্তবক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় স্তবক।

অভ্যঙ্গ প্রকরণ।

মলাপকর্ষণের নিমিত্ত, পুণ্যকামী ব্যক্তি তিল দ্বারা এবং শ্রীকামী ব্যক্তি আমলক দ্বারা গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক স্নান করিবে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তি দিনে উক্ত তিল বা আমলক দ্বারা গাত্রমার্জ্জন নিষিদ্ধ। মস্তকে প্রদত্ত তৈল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে অভ্যঙ্গ কহে। হস্ত, পাদ, বক্ষঃস্থল, মস্তক প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে তৈলমর্দ্দনের নাম মার্ষ্টি বা পৃথগভ্যঙ্গ; যথা—শিরোঽভ্যঙ্গ, পাদাভ্যঙ্গ ইত্যাদি। শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্ট তৈল পাদাভ্যঙ্গে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রথমত মস্তকে তৈল মর্দ্দনের পর অবশিষ্ট তৈল পাদাদিতে মর্দ্দন করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে; অতএব অগ্রে পাদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। অধুনা নারিকেল তৈল প্রভৃতি অনেক প্রকার তৈল প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে তিলতৈল, সার্ষপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল, পক্বতৈল ও ঘৃত এতৎ সমুদায় অভ্যঙ্গ বিষয়ে প্রশস্ত। রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে; হস্তা চিত্রা, স্বাতি ও শ্রবণা নক্ষত্রে; ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, গ্রহণ-

স্নানে, সংক্রান্তিস্নানে, যোগবিশেষ-স্নানে এবং প্রাতঃস্নানে তৈলমর্দ্দন করা নিষিদ্ধ। কোন কোন মতে এই তৈল শব্দে তিলোদ্ভব তৈলই বুঝিতে হইবে, অন্য তৈল নহে। অশক্ত পক্ষে অথবা পীড়াদিশঙ্কা নিবন্ধন নিষিদ্ধ বারে তৈল-মর্দ্দনের প্রয়োজন হইলে রবিবারে পুষ্প, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা এবং শুক্রবারে গোময় দ্বারা সেই তৈল শোধন করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই তৈলমর্দ্দন-ব্যবস্থা কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত, ব্রহ্মচারি-প্রভৃতির পক্ষে বিহিত নহে। ঘৃতমর্দ্দন কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ হইতেছে না।

স্নানপ্রকরণ।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে শাস্ত্রে তিন প্রকার স্নান কথিত হইয়া থাকে। স্বর্গাদি ফলপ্রদ তীর্থাদিতে স্নানকে কাম্য, গ্রহণাদি স্নানকে নৈমিত্তিক এবং প্রাত্যহিক প্রাতঃ-স্নান ও মধ্যাহ্ন-স্নানকে নিত্য স্নান কহে। এস্থলে নিত্য স্নানই লিখিত হইতেছে।

মানবদেহ অত্যন্ত মলিন অর্থাৎ মলময়। ইহা নবচ্ছিদ্র-যুক্ত অর্থাৎ মলনির্গমের নিমিত্ত ইহার নয়টি প্রধান দ্বার আছে। এতদ্ব্যতীত লোমকূপ সমুদায় দিয়াও সর্ব্বদা মল নির্গত হয়। কি দিবা, কি রাত্রি, বিশেষত রত্রিকালে অধিক পরিমাণে ইহার প্রত্যেক দ্বারদ্বারা মল নিঃসৃত হই[illegible]। নিদ্রিত ব্যক্তির দেহ স্বেদযুক্ত ও ইন্দ্রিয় [illegible] হওয়াতে উত্তমাঙ্গ সকল অধমাঙ্গের সহিত সমান হইয়া যায়। মনুষ্য যখন শয্যা হইতে উত্থিত হয়, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লালা, স্বেদ ও দৌর্গন্ধে সমাকীর্ণ থাকে। অতএব ঈদৃশ

অবস্থায় স্নান না করিয়া জপ হোম প্রভৃতি কোন নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্য করা দ্বিজগণের কর্ত্তব্য নহে।

প্রাতঃস্নান।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া নিত্য প্রাতঃস্নান করেন তিনবৎসরের মধ্যে তাঁহার সপ্তজন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপ-রাশি বিধ্বস্ত হয়। অরুণোদয় কালে যে স্নান করা যায়, সেই স্নান প্রাজাপত্য তুল্য এবং মহাপাতক নাশক হয়। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন, কারণ, ইহাতে দৃষ্টাদৃষ্ট (ঐহিক ও পারত্রিক) উভয়বিধ ফলই আছে। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পবিত্রাত্মা ও জপ হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যেই অধিকারী হয়েন। প্রাতঃস্নান-পরায়ণ ব্যক্তি রূপ, বল, তেজ, আরোগ্য, আয়ু, মনঃস্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপঃ-সাধনফল ও মেধা, এই দশটি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রাতঃস্নানের কাল উক্ত হইতেছে যথা; দক্ষ কহেন, নিশান্তে প্রাতঃস্নান করিবে *। যম কহেন, নিশাবসানে আকাশে নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে প্রাতঃস্নান করিবে †। বিষ্ণু কহেন, পূর্ব্বদিক অরুণকিরণ-গ্রস্ত দেখিয়া প্রাতঃস্নান করিবে ‡। স্কন্দ পুরাণে কথিত আছে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড কালকে অরুণোদয় কাল কহে। সেই কালেই প্রাতঃ-স্নান প্রশস্ত ও পুণ্যজনক §। অতএব রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে প্রাতঃস্নান করাই সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতেছে।

---

* "প্রাতঃস্নানং নিশান্তে তু মধ্যাহ্নে তু ততঃ পুনঃ।" দক্ষঃ।

† "প্রাতঃস্নানং সনক্ষত্রং প্রশংসন্তি মনীষিণঃ।" যমঃ।

‡ "প্রাতঃস্নায্যরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।" বিষ্ণুঃ।

§ "উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতম্।" স্কন্দপুরাণম্।

নদীর অদূষিত স্রোতোজলে স্রোতের অভিমুখীন হইয়া স্নান করা কর্ত্তব্য *। জলহ্রাস বা জলবৃদ্ধির প্রথম বেগে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। নদীর প্রক্ষোভিত জলে অর্থাৎ আবর্ত্ত সলিলে স্নান করা নিষিদ্ধ। তীর্থপ্রবাহ হইতে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বহিষ্কৃত জলে স্নান করা বিধেয় নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐরূপ জলে স্নান করিলে তাহাতে তীর্থস্নানের ফল লাভ হয় না। নদীজলের অভাবে বাপী, তড়াগ, দ্রোণ, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সেতু প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করা কর্ত্তব্য †। পরকীয় জলে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু আপৎকালে যথোক্ত মৃজ্জলোদ্ধার পূর্ব্বক স্নান

---

* "ধনুঃ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
ছন্দোগ পরিশিষ্ট।

† "যবোদরৈরঙ্গুলমষ্টসংখ্যৈর্হস্তোঽঙ্গুলৈঃ ষড়্গুণিতৈশ্চতুর্ভিঃ॥"
লীলাবতী।

"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ।
শতধন্বন্তরঞ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী মতা।
এতৎ পঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ॥" বশিষ্ঠসংহিতা।

"শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী। ত্রিভিঃ শতৈর্দীর্ঘিকা। চতুর্ভিঃ শতৈর্দ্রোণঃ। পঞ্চভিঃ শতৈস্তড়াগঃ। দ্রোণাদ্দশগুণা বাপী॥ তেন চতুর্দ্দিক্ষু পঞ্চত্রিংশদ্ধস্তান্যূনতায়াং দ্বাদশশতহস্তান্যূনত্বেন দীর্ঘিকা। চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারিংশদ্ধস্তান্যূনতায়াং ষোড়শশতহস্তান্যূনত্বেন দ্রোণঃ। চতুর্দ্দিক্ষু পঞ্চচত্বারিংশদ্ধস্তান্যূনতায়াং সহস্রদ্বিতয়হস্তান্যূনত্বেন তড়াগঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ত্রিংশদধিকং শতহস্তান্যূনতায়াং ষোড়শসহস্রহস্তান্যূনত্বেন বাপী॥"
নব্যবর্দ্ধমানধৃতবশিষ্ঠঃ ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

সেতুঃ—(পুং) ক্ষেত্রাদেরালিঃ। * ইত্যমরঃ।
ক্ষেত্রাদির আলিকে সেতু কহে; চলিত ভাষায় ইহাকে ভেড়ী কহে।

করা যাইতে পারে। পরকীয় সেতুতে স্নান করিলে স্নান ফল স্নানকর্ত্তা প্রাপ্ত হয় না, তাহা উক্ত সেতুকর্ত্তাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরকীয় নিপানাদিতে স্নান করিলে নিপানকর্ত্তার (নিপানস্বামীর নয়) দুষ্কৃতি সমুদায়ে স্নানকর্ত্তা লিপ্ত হইয়া থাকে *। পরকীয় কূপ ভিন্ন অন্য কোন জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে অগ্রে সাত, পাঁচ বা তিন বার মৃৎপিণ্ড এবং কূপজলে স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে ঘটত্রয় জল উদ্ধার পূর্ব্বক পরে স্নান করা কর্ত্তব্য।

সৌর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে নদী সকল রজস্বলা হয়, সুতরাং তৎকালে তাহাতে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে †। কিন্তু গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীতে উক্ত মাসেও স্নান করিতে পারিবে ‡। এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ উপাকর্ম্মে (সাগ্নিক কার্য্য বিশেষে), উৎসর্গে, প্রেতস্নানে ও গ্রহণ স্নানে উক্ত সময়ে

---

* "কূপসমীপ শিলাদি নিবদ্ধ পশুপানার্থকৃত কূপোদ্ধৃতাম্বু স্থানম্॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভরতঃ।

পশুদিগের জলপানার্থ কূপসমীপস্থ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত জলাধার, নিপান শব্দে কথিত হয়। চলিত ভাষায় ইহাকে চৌবাচ্চা কহে।

† "যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ।
তাসু স্নানং মাকুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ॥"

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত ছন্দোগ পরিশিষ্টম্।

‡ "গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্লক্ষজাতা সরস্বতী।
রজসা নাভিভূয়ন্তে যে চান্যে নদসংজ্ঞকাঃ॥"

তিথিতত্ত্ব ধৃত দেবল বচনম্।

অন্যচ্চ,— "গঙ্গা ধর্ম্মদ্রবী পুণ্যা যমুনা চ সরস্বতী।
অন্তর্গতরজোযোগে সর্ব্বাহঃস্বেব নির্ম্মলা॥"

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত নিগম বচনম্।

স্নান জন্য দোষ স্পর্শিবে না। নদীপ্রভৃতির তীরবাসিগণ, বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের অভাবে কুম্ভাদি দ্বারা নদী-জল উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিলে উক্ত নিষিদ্ধ সময়েও দোষ স্পর্শ হইবে না।

বহুবাসা, একবাসা বা নগ্ন হইয়া, সূচীবিদ্ধ বা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলঙ্কৃত হইয়া, অশুচি হইয়া, আকুলিত হইয়া, অবসক্থিক অর্থাৎ জানু ও জঙ্ঘা পৃষ্ঠদেশের সহিত বন্ধন পূর্ব্বক উবু হইয়া, রুগ্নাবস্থায়, সায়ংসন্ধ্যা সময়ে, চত্বরে অর্থাৎ বলিস্থলে, উপদ্বারে অর্থাৎ দ্বারের সম্মুখে, অবিজ্ঞাত জলাশয়ে, প্রভূত জলে, নাভির ঊর্দ্ধ বা নিম্নজলে, ভোজনের পর, ভোজন করিতে করিতে, মহানিশাতে এবং অজস্র অর্থাৎ পুনঃপুনঃ স্নান করা নিষিদ্ধ। ইহার মধ্যে বিশেষ-বিধি কথিত হইতেছে। যথা—একবাসা হইয়া স্নান করা নিষিদ্ধ; কিন্তু প্রেত স্নান করিতে হইলে একবাসা হইয়াই স্নান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পর স্নান করা নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রেতাদি-স্নান বা অস্পৃশ্য-স্পর্শনাদিরূপ কারণ উপস্থিত হইলে ভোজনের পরেও স্নান করা যাইতে পারে। এইরূপ রোগীদিগের পক্ষে যে স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে স্থলে এই-রূপ বুঝিতে হইবে যে, স্নান দ্বারা যে রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাদৃশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই স্নান করিবে না; নতুবা রোগীমাত্রেরই যে স্নান করা নিষিদ্ধ এমত নহে। যদি কেহ নিয়ম পালনে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনি ইক্ষু, ফল, তাম্বূল ও ঔষধ ভক্ষণ বা জল ও রস পান করিয়াও স্নান করিতে পারেন। অশুচি অবস্থায় স্নান করিতে হইলে অগ্রে অমন্ত্রক অবগাহন করিয়া পরিশেষে বৈধ স্নান করা

কর্ত্তব্য। অবিজ্ঞাত জলাশয়ে যে স্নান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিজ্ঞাত জলাশয় যবন ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ বা অন্য কোন নিন্দিত ব্যক্তি কৃত, দোষাশ্রিত-জলপূর্ণ, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অথবা অন্য কোন বিপদের আকর হইতে পারে। মহানিশাতে স্নান করা নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু তৎকালে কাম্য বা নৈমিত্তিকাদি স্নান করা যাইতে পারে; নিশার মধ্যপ্রহরদ্বয় অর্থাৎ একপ্রহরের পর দুইপ্রহর কালকে মহানিশা কহে। পুনঃপুনঃ স্নান করা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি নৈমিত্তিক স্নান উপস্থিত হয়, অথচ যদি তন্ত্র-প্রসঙ্গতা দ্বারা তাহা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পুনঃপুনঃ স্নান করা যাইতে পারে। কিন্তু তন্ত্র-প্রসঙ্গতা দ্বারা সিদ্ধ হইলে একস্নান দ্বারাই অপর স্নান সিদ্ধ হইবে।

উদ্দেশ্যতা সম্বন্ধে প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বেও প্রবৃত্তি-জন্য-ফলশালিত্ব অর্থাৎ একের উদ্দেশে অন্যের সিদ্ধিই প্রসঙ্গতা; এবং অদৃষ্টার্থ একজাতীয় কর্ম্মের দেশ কাল কর্ত্তাদির অভেদে উদ্দেশ্য-বিশেষের অগ্রহের নাম তন্ত্রতা।

কারণসত্ত্বে যে অজস্র স্নান করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে, যথা—মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে মার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, সমুদ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও রোহিণীকুণ্ড, এই পঞ্চকুণ্ড-স্নানের নাম পঞ্চতীর্থী-স্নান। ঈদৃশ স্থলে তন্ত্র-প্রসঙ্গতাভাবে এক দিনে পাঁচবার স্নান করিতে হইবে, কারণ স্থানের ভিন্নতা প্রযুক্ত এক কুণ্ডের স্নান দ্বারা অপর কুণ্ডে স্নান করা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু এক দিনে যদি প্রথমত নিত্য প্রাতঃস্নান, তৎপরে সংক্রান্তি-জনিত স্নান, তৎপরে অস্পৃশ্য-স্পর্শ জন্য স্নান ও তৎপরে গ্রহণজন্য স্নান

উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কালের ভিন্নতাবশতঃ এক দিনে চারিবারও স্নান করা যাইতে পারে। অতএব এইরূপ কারণ-সত্ত্বে অজস্র স্নান নিষিদ্ধ নহে। এক্ষণে এক স্নান দ্বারা অপর স্নান সিদ্ধির উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—সংক্রান্তিস্নান-সময়ে বারুণীস্নানের কাল উপস্থিত হইলে তৎকালে দুইবার পৃথক্ পৃথক্ স্নান না করিয়া একস্নান দ্বারাই উভয় স্নান সিদ্ধ হইবে। অস্পৃশ্য-স্পর্শ হইলে স্নান করা কর্ত্তব্য ; ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু তীর্থস্থানে, বিবাহে, লোকযাত্রায়, সংগ্রামে, দেশবিপ্লবে, নগর বা গ্রাম দাহে ও আপদ্দশায় স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দোষ হয় না, সুতরাং এই সকল স্থলে অথবা রোগ হইতে পারে এমত স্থলে, কিংবা গুরুজন কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে স্নান না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়।

পদ্মপুরাণোক্ত স্নানবিধি।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্বে পবিত্র, প্রথম পর্ব্বে ও কনিষ্ঠাতে স্বর্ণ, তর্জ্জনীতে রৌপ্য এবং বাম হস্তে কুশসমূহ ধারণ পূর্ব্বক আচমন করত নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখবর্ত্তী জলোপরি 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বীয় হস্তের এক হস্ত পরিমিত চতুরস্র তীর্থ স্বরূপ একটি স্থান কল্পনা করিয়া ঐ কল্পিত তীর্থে নিম্নলিখিত আবাহন-মন্ত্র দ্বারা গঙ্গার আবাহন করিতে হইবে।

"ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি।

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবাস্মিতা।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥"

তৎপরে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া করপুট দ্বারা সাত, পাঁচ, চারি বা তিনবার মস্তকে জল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তক অবধি সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। বল্মীক-সঞ্চিত, মূষিকোদ্ধৃত, জলমধ্যস্থিত, শ্মশানস্থিত, বৃক্ষমূল-স্থিত, সুরালয়স্থিত এবং পরস্নানাবশিষ্ট, এই সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা কদাচ স্নানার্থ গ্রহণীয় নহে। মৃত্তিকামর্দ্দন-মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥"

মৃত্তিকা মর্দ্দনান্তে জলসংযুক্ত উত্তরীয় বস্ত্র (গাত্রমার্জ্জনী) দ্বারা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক দ্বিধাকৃত-কেশ হইয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণরন্ধ্র দ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, এবং মুখ অবরুদ্ধ করিয়া তিনবার মজ্জন করিবে। পরে জল হইতে উত্থিত হইয়া গাত্রজল মোচন করা (মোচা) কর্ত্তব্য।

মজ্জনের পর গাত্র মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। স্নান-শাটী বা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলে কুক্কুরস্পৃষ্টবৎ অশুচি হইতে হয়, সুতরাং এমত স্থলে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া

শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। এই যে স্নানবিধি উক্ত হইল, ইহাকে সাঙ্গ বারুণস্নান কহে। মন্ত্র বা কালাদির অপ্রাপ্তি স্থলে উক্ত বিহিত সাঙ্গ বারুণস্নান করিতে অশক্ত হইলে মন্ত্রাদিরূপ অঙ্গশূন্য কেবল অবগাহন-স্নান মাত্র করাও কর্ত্তব্য। এই স্নানকে নিরঙ্গ বারুণস্নান কহা যাইতে পারে।

নদ্যাদি জলাশয়ের অভাবে উদ্ধৃত জল দ্বারাও গৃহে স্নান করা যাইতে পারে। সমর্থ হইলে গৃহ-স্নানেও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠাদি করা কর্ত্তব্য। শরীরের অপটুতা, জলের অল্পতা, সম্পূর্ণ বারুণ-স্নান যোগ্য কালের অপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণ উপস্থিত হইলে গৃহে বা যথাস্থানে অমন্ত্রক স্নান করাও যাইতে পারে। উদ্ধৃত জল দ্বারা স্নান করিতে হইলে সর্ব্ব-রত্ন, কাঞ্চন, কুশ, পুষ্প, তিল, শ্বেতসর্ষপ, প্রিয়ঙ্গু বা গোশৃঙ্গ, ইহাদের মধ্যে অন্যতম দ্বারা শোধন করিয়া সেই জল দ্বারা স্নান করা কর্ত্তব্য। অথবা বহ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিয়া স্নান করাও যাইতে পারে। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, তাম্রপাত্র অথবা অচ্ছিন্ন পদ্মপত্র দ্বারা স্নান করা বিশেষ প্রশস্ত। পরোদ্ধৃত জল দ্বারা অথবা উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিলে তাহাতে স্নানফল হয় না, কেবল কায়শুদ্ধি মাত্র হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদ্ধৃত জল দ্বারাও শিরঃস্নান করিতে অসমর্থ হইলে অশিরস্ক স্নান করা অর্থাৎ মস্তক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অশিরস্ক স্নানেও অশক্ত হইলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করা বিধেয়। যে কএক প্রকার স্নানের কথা কথিত হইল, যাঁহারা তাহাতেও অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে শুদ্ধির

নিমিত্ত শাস্ত্রে আরও ছয় প্রকার স্নানের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য ও মানস। আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় পাঠকে মান্ত্র *, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতির তিলকধারণকে ভৌম, সংস্কৃত ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পরিলেপন করাকে আগ্নেয়, গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলিসমূহ বায়ু-পরিচালিত হইয়া গাত্রে সংলগ্ন হইলে তাহাকে বায়ব্য এবং সূর্য্যকিরণ সেবা বা বৃষ্টি দ্বারা স্নানকে দিব্য স্নান কহে; এবং বিষ্ণুচিন্তনকে মানসস্নান কহা যায়। পরন্তু মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে আকাশে বিষ্ণু আছেন, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া মস্তকে পতিত হইতেছেন, তদ্দ্বারা সর্ব্বশরীর প্লাবিত ও স্নিগ্ধ হইতেছে; একাগ্র চিত্তে এইরূপ ভাবনা করিলে শরীর প্রকৃতপ্রস্তাবে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়। শাস্ত্রে ইহাকে মানসস্নান বা মানসিক গঙ্গাস্নান বলে। জ্ঞানীরা এইরূপ মানসস্নানই করেন ও ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

গঙ্গাস্নান প্রকরণ।

গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় এক মনে যাওয়া কর্ত্তব্য। তৎকালে বৃথা বাক্যব্যয় অথবা মৃষাবীক্ষণ অর্থাৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে করিতে গমন করাও কর্ত্তব্য নহে। গঙ্গাগর্ভে শৌচ, আচমন (মুখশোধন),

---

* "আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবম্" আপোহিষ্ঠেতি আপোহিষ্ঠাদি ঋকৃত্রয়মাত্রং বিবক্ষিতম্। "শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘ-মর্ষণম্। এভিশ্চতুর্ভির্ঋগ্মন্ত্রৈ র্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্।" ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যীয়ং যন্মন্ত্রস্নানান্তরং তৎপ্রাধান্যখ্যাপনায়। অতএব পিতৃদয়িতায়াং সন্ধ্যাতঃ পূর্ব্বং তল্লিখিতম।

মলাপকর্ষণ, মলাপকর্ষণার্থ গাত্রমার্জ্জন, ক্রীড়া, আঘাত বা সন্তরণাদি করা বিধেয় নহে। গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়া তীর্থান্তরের প্রশংসা কীর্ত্তন করা অকর্ত্তব্য।—গঙ্গাস্নানে দেশকালের কোন নিয়ম নাই। তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া গঙ্গাতে অবগাহন করা কর্ত্তব্য নহে। অশক্ত পক্ষে তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া গঙ্গাতে স্নান করিতে হইলে অগ্রে তটস্থ হইয়া গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্নানার্থ অবগাহন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে আবাহন-মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা গঙ্গাতেও পাঠ করিতে হইবে, কারণ অতীর্থে তীর্থ আবাহনে তীর্থস্নানের ফল এবং তীর্থে তীর্থ আবাহন করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। যথাবিধি অবগাহনাবধি মৃত্তিকা মর্দ্দন পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্যই পূর্ব্বের ন্যায়; পরন্তু কেবল মজ্জনের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠপূর্ব্বক পশ্চাৎ মজ্জন করিতে হইবে। যথা—

"ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥"

জল হইতে চারি হাত পর্য্যন্ত স্থানকে নারায়ণক্ষেত্র কহে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিন যতদূর পর্য্যন্ত জল উত্থিত হইয়া থাকে, ততদুর পর্য্যন্ত স্থানকে গঙ্গাগর্ভ কহে। ঐ গর্ভসীমার শেষ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাতীর শব্দে অভিহিত হয়। গঙ্গার তীর হইতে গব্যূতি অর্থাৎ দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাক্ষেত্র শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই গঙ্গাক্ষেত্র মধ্যে উদ্ধৃত গঙ্গোদকে স্নান করিলেও

গঙ্গাস্নানসদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। স্নানের পরক্ষণেই স্নানাঙ্গ-তর্পণ করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে উক্ত তর্পণ না করিয়া অগ্রে সন্ধ্যা করিয়া পশ্চাৎ যথোক্ত সময়ে তর্পণ করিতে হইবে *।

তান্ত্রিক স্নানবিধি।

প্রথমত সঙ্কল্প করিতে হইবে; তদ্যথা,—ওমদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করত বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক হূঁ এই মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন এবং ফট্ এই মন্ত্র পাঠসহকারে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যে করতল-তালত্রয় দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে।

তৎপরে তদুপরি মূলমন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশাঞ্জলি জল নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপরে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া ভাবনা করিতে হইবে যে, সেই জল ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। পরে সেই জলে তিনবার নিমজ্জন করিতে হইবে। অনন্তর ইষ্টদেবতা ধ্যান সহকারে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, পশ্চাৎ উন্মগ্ন হইয়া জলে তিনবার মূলমন্ত্র জপ করত কলস-মুদ্রা (কুম্ভমুদ্রা) দ্বারা তিনবার মস্তকে সেই জল দিতে হইবে। তৎপরে বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিতে

---

* আহ্নিকাচারতত্ত্বে—স্নানানন্তরং সন্ধ্যাকাল আগতে তদঙ্গতর্পণমকৃত্বৈব সন্ধ্যানুষ্ঠানং যুক্তমিতি বিদ্যাকরঃ॥

হইবে। পরন্তু তান্ত্রিক স্নানের সময় তর্জ্জনীতে রৌপ্য ও অনামিকাতে স্বর্ণ ধারণ করা কর্ত্তব্য *।

এই যে স্নানবিধি কথিত হইল, ইহা সাধারণের পক্ষে নহে। যাঁহারা তন্ত্রোক্ত দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন, এই স্নান তাঁহাদেরই করা কর্ত্তব্য।

শিখাধারণ বিধি।

নাসিকা হইতে প্রাদেশ প্রমাণ মস্তকভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ নাসিকার মূলদেশে

---

* তান্ত্রিক স্নানবিধি; তদ্যথা—ওমদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে'। ইতিসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসপ্রাণায়ামৌ কৃত্বা ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য বমিতি ধেনু-মুদ্রয়ামৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য সূর্য্যা-ভিমুখং দ্বাদশধা বারিধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্নিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃসৃতে জলে ত্রির্নিমজ্জ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্ উন্মজ্জ্য উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্মানমভিষিচ্য বৈদিকং সন্ধ্যাদিকং কৃত্বা তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদি বারিধারান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততস্তর্পণং কুর্য্যাৎ॥

ইতি তন্ত্রসারঃ।

স্নানের ফল যথা মৎস্যসূক্তে :—

"স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা নৃণাম্।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্।
যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
অগম্যাগমনাৎ পাপাৎ পাপিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
রহস্যাচরিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে স্নানমাচরন্॥" ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদাদিবিহিত সমুদায় কর্ম্মই স্নানমূলক। স্নান-দ্বারা কান্তি পুষ্টি ও আরোগ্যলাভ হয়। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তিকে যমযাতনা ভোগ করিতে হয় না। স্নান দ্বারা অগম্যাগমন, পাপীর নিকট প্রতিগ্রহ অথবা যে কোন গুপ্তাচরিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ স্থাপন পূর্ব্বক বিস্তৃত তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তকের যে অংশ স্পর্শ করা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত ক্ষৌর করিয়া অবশিষ্ট ভাগে কেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য। ঐ কেশকলাপের দক্ষিণ অংশ শিখা এবং বাম অংশ জুটিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবিষ্ট হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নৈঋর্ত কোণস্থ কেশরাশি অর্থাৎ আপনার দক্ষিণাঙ্গের কেশরাশি শিখা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ জুটিকা বন্ধন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে। শাস্ত্রে বিহিত আছে, শিখী ও তিলকী হইয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কার্য্য করিবে। শিখা মোচন করিতে হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে মোচন করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

"ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠ ত্বমচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥"

তিলকধারণ বিধি।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিহীন হইয়া যজ্ঞ, জপ, দান, তপস্যা, হোম, পাঠ, পিতৃতর্পণ বা সন্ধ্যা-বন্দনাদি যে কোন কার্য্য করেন, তৎসমস্তই নিষ্ফল হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিহীন হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে তৎসমুদায় রাক্ষসকার্য্য হয় এবং তদ্দ্বারা নরকগমনের পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করে, সে চণ্ডালসদৃশ; অতএব তাহার মুখ দর্শন করা অবিধেয়। যদি দৈবাৎ ঈদৃশ লোকের মুখ দর্শন হয়, তাহা হইলে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই পাপ হইতে

মুক্ত হইতে পারিবে। অতএব ব্রাহ্মণগণ ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন কার্য্যই করিবেন না *। কোন কোন মতে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণেরও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে †।

---

* "কর্ম্মাদৌ তিলকং কুর্য্যাদ্রূপং তদ্বৈষ্ণবং পরম্।
গো-প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

"যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।" পদ্মপুরাণম্।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন চান্যথা।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং জ্ঞেয়ং নরকঞ্চাধিগচ্ছতি।
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবচ্চাণ্ডালসদৃশং ভবেৎ॥"
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডম্।

"যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্য হি।
তদ্দর্শনমকর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥" স্কন্দপুরাণম্।

"যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম বিনা বিপ্রস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
ব্যর্থমেব ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা॥"
শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত ভবিষ্যপুরাণম্।

"ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাৎ যাং কাঞ্চিদ্ বৈদিকীং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্দেবি ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি।" স্কন্দপুরাণম্।

যদি সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন বৈদিককার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হয়।

"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধোগতিম্।"
কূর্ম্মপুরাণম্।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহার অধোগতি হইবে।

কিন্তু ত্রিপুণ্ড্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের সহিত ধারণ করিতে হইবে, নচেৎ কেবল মাত্র ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে *। বিশেষত শিবপূজাতে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য †। নাসিকা অবধি কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হইবে। ইহা সচ্ছিদ্র করা কর্ত্তব্য; কারণ সেই ছিদ্রই হরিমন্দির ‡। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ছিদ্রবিহীন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে সর্ব্বদা ললাটে কুক্কুরপদ ধারণ করা হয়। অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ছিদ্রযুক্ত (হরিমন্দিরযুক্ত) হওয়া আবশ্যক §। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দশাঙ্গুল

---

* "ত্রিপুণ্ড্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ যদা কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
গঙ্গামৃদাগ্নিহোত্রোত্থ-ভস্মনা বা স মুক্তিভাক্॥"
ইতি শাশ্বততন্ত্রম্।

"ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥" পদ্মপুরাণম্।

যে ব্রাহ্মণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র আছে, অথচ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাই, তাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্রেই স্নান করিয়া পবিত্র হইতে পারিবে।

উক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ব্যবস্থা এই যে, 'ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং স্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রে নোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্।' অর্থাৎ অগ্রে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পশ্চাৎ তদুপরি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে। ত্রিপুণ্ড্র দ্বারা হরিমন্দিরের কোন হানি হইবে না। ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ব্যতীত অন্য কারণে হরিমন্দির পূরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

† "বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য-ফলপ্রদঃ॥"
ইতি লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রম্।

‡ "নাসিকাকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
মধ্যে ছিদ্রন্তু কর্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিমন্দিরম্॥" মৎস্যসূক্তম্।

§ "অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ।" পদ্মপুরাণম্।

পরিমিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নবাঙ্গুল পরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা তিলকাদি করিবে, কিন্তু যেন নখস্পর্শ না হয় *। পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জ্জনী দ্বারা, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি মধ্যমা দ্বারা এবং অর্থকামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা তিলক ধারণ করিবে †।

মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক তদুপরি ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু চন্দন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার তিলকই ধারণ করা যাইতে পারে ‡। স্নানের পর মৃত্তিকা দ্বারা এবং হোমের পর ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণের বিধি আছে §। এসকলের অভাবে জলদ্বারাও তিলক ধারণ হইতে পারে ¶। ললাট ভিন্ন অন্য স্থানে অর্থাৎ শির, কণ্ঠ, বাহুদ্বয়, হৃদয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় এবং কর্ণমূলদ্বয়

---

* "দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃপরম্॥
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখং স্পৃশেৎ॥" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

† "অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকার্থদা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণম্।

‡ "ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।
তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

§ "মৃত্তিকাতিলকং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা হুত্বা চ ভস্মনা।
দৃষ্টদোষবিঘাতার্থং চাণ্ডালাস্ত্যাদিদর্শনে॥"
সমুদ্রকরধৃত ভারতম্।

¶ "অভাবে তূদকেনাপি পিতৃদৈবতমর্চ্চয়েৎ॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত উশনা।

এই সকল স্থলেও তিলক ধারণের বিধি আছে *, কিন্তু তৎসমুদায় কাম্য। ললাটে যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে, তাহার আকার দীপশিখাদির আকারের ন্যায় হওয়া আবশ্যক †। "কেশবানন্ত গোবিন্দ ইত্যাদি" মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য ‡।

স্নানের পর কেশের জল অপনয়নার্থ মস্তকে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ শিথিলভাবে বন্ধন করা কর্ত্তব্য। পরে কেশ প্রসাধন করিতে হইবে। স্নানের পর তর্পণের পূর্ব্বে স্নানশাটী নিষ্পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে এবং জলে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করাও নিষিদ্ধ। স্নানবস্ত্রে তিনবার মৃত্তিকা প্রদান পূর্ব্বক প্রথমে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে বস্ত্রের দশাগ্র বিস্তার করত

---

* "শিরঃকণ্ঠে ললাটে চ বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে তথা।
নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্যাসঃ।

† "ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্রবৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চুত্রমুদ্দিশেৎ॥" মৎস্যসূক্তম্।
"অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মল সঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্॥
মহাভাগবতাঃ শুদ্ধাঃ পুণ্ড্রং হরিপদাঙ্কিতম্।
দণ্ডাকৃতস্তু বা দেবি ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রকম্॥"
ইতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয় ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

‡ তিলকধারণ-মন্ত্র যথা মৎস্যসূক্তে ;—
"কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥"
চন্দন-দ্বারা তিলকধারণ-মন্ত্র যথা ;—
"কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥"

হস্ত দ্বারা উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া পুনশ্চ পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে উক্ত দশাগ্র প্রসারণ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং বস্ত্র ধৌত করাই কর্ত্তব্য কিন্তু পুত্র, কলত্র, মিত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি বা দাসবর্গ ধৌত করিলেও তাহা পবিত্র হইবে। রজক-ধৌত বা অধৌত বস্ত্র ধৌত না করিয়া কদাচ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

ধৌত বস্ত্রাভাবে শাণ (শণসূত্রনির্ম্মিত), ক্ষৌম (রেশমী), আবিক (মেষলোমজ), কুতপ (ছাগলোমজ, নেপালকম্বল) এবং যোগপট্ট (যোগীদিগের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ) এই সকল বস্ত্র পরিধান করা যাইতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র দীর্ঘে ছয় হস্ত ও তাহার দশা অর্দ্ধহস্ত হওয়া আবশ্যক।

অধোবস্ত্র অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র ত্রি-কচ্ছ করিয়া এক কচ্ছ পৃষ্ঠদেশে এক কচ্ছ নাভিদেশে এবং অপর কচ্ছ বাম পার্শ্বে ধারণ পূর্ব্বক দশা-কচ্ছ নাভিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য। উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ধারণ করা বিধেয়। উত্তরীয় বস্ত্রের অলাভে ত্রি-গ্রন্থি যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য।

উত্তরীয়হীন, মুক্ত-কচ্ছ, নগ্ন অর্থাৎ পরিধেয়হীন হইয়া অথবা স্যূত (সুতাবসান বা সূচীবিদ্ধ), ছিন্নাগ্র (দশাহীন), দগ্ধ, মূষিকোৎকীর্ণ (ইঁদুরে কাটা), জীর্ণ, মলিন, রক্ত বা বা তীব্ররক্ত, কষায়, নীলী, এবং পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মই করা কর্ত্তব্য নহে।

ইতি ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণে দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত॥

তৃতীয় স্তবক।

সন্ধ্যাপ্রকরণ।

তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ কহিয়া থাকেন যে, সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিত দিবারাত্রির যে সন্ধি তাহাই সন্ধ্যা শব্দে কথিত হইয়া থাকে *। "সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিত" এই বাক্যদ্বারা অর্দ্ধাধিক-সূর্য্যমণ্ডল এবং প্রকৃষ্টতেজোবিহীননক্ষত্র বিশিষ্ট সময় বুঝিতে হইবে †। সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত এই উভয় সন্ধি সময়ে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে হইবে ‡। সন্ধ্যাত্রয়ে ক্রমশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের সমাগম হয়। এই সময়ে সমুদায় অসুরগণের সন্ধি (মিলন) হইয়া থাকে; তজ্জন্য তৎকালীন উপাসনার নাম সন্ধ্যা হইয়াছে §।

সন্ধ্যার অকরণে দোষ কথন।

ছন্দোগ পরিশিষ্টে উক্ত আছে যে, প্রাতঃস্নানের পর আমি সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা কহিতেছি; ব্রাহ্মণগণ এই সন্ধ্যা-বিহীন হইলে সর্ব্ব কর্ম্মের অনধিকারী হয়েন। কারণ

---

* "অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য-নক্ষত্র-বর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" দক্ষঃ।

† "সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ অর্দ্ধাধিকসূর্য্যমণ্ডল প্রকৃষ্টতেজোনক্ষত্র বর্জ্জিতঃ।"
ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

‡ "সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ॥"
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

§ "ত্রয়াণাঞ্চৈব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমে।
"সন্ধিঃ সর্ব্বাসুরাণান্তু তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সন্ধ্যাত্রয়েই ব্রহ্মণ্যদেব অধিষ্ঠিত আছেন *। দক্ষ কহেন যে, যে (দ্বিজ), বিশেষত যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা উপাসনা না করেন,

---

* "অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনকং বিধিং।
অনর্হং কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ।
এতৎসন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং।
নাস্তি যস্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"
ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচন প্রমাণে প্রাতঃ সায়ং মধ্যাহ্ন এই সন্ধ্যাত্রয়ের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু মনু কহিয়াছেন যে "নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজ কর্ম্মণঃ॥" অর্থাৎ যিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা উপাসনা না করেন, তিনি শূদ্রবৎ দ্বিজজনোচিত সকল কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এবং শাতাতপ অব্রাহ্মণ নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "অনাগতাস্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্। নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ-স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যে দ্বিজ পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রাতঃ এবং পশ্চিম অর্থাৎ সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, সে ষষ্ঠ অব্রাহ্মণ॥

মনুর নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং এই বচন প্রমাণ দ্বারা হলায়ুধ তাঁহার কর্ম্মোপদেশিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঽকরণে প্রত্যবায়ো নাস্তি করণে ফলাতিশয়ঃ।" অর্থাৎ মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) নাই, করণে অধিক ফল হয়। সুতরাং ইঁহার মতে মধ্যাহ্নসন্ধ্যার নিত্যত্ব নাই। কিন্তু এই মত অধুনা অস্মদ্দেশীয় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, বিশেষ ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন প্রমাণে যখন মধ্যাহ্নসন্ধ্যার নিত্যত্ব প্রাপ্তি হইতেছে তখন উহার নিত্যত্ব গ্রহণই কর্ত্তব্য। ফলত ত্রিকালীন সন্ধ্যারই নিত্যতা আছে। তন্মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করিলে পতিত, অব্রাহ্মণ ও দ্বিজকার্য্য বহির্ভূত হইতে হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অকরণে ততদূর হয় না বটে, কিন্তু প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় সন্দেহ নাই। বিশেষত প্রাতঃ-সন্ধ্যা দ্বারা রাত্রিকৃত পাপ ক্ষয় হয়, সায়ংসন্ধ্যা দ্বারা দিবসকৃত পাপ ক্ষয় হয়, মধ্যাহ্নসন্ধ্যার নিত্যতা না থাকিলে সন্ধ্যাকালকৃত পাপ কিরূপে ক্ষয় হইবে। বিশেষত নির্দিষ্ট আছে যে, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা বলে মন

তিনি জীবিত অবস্থাতে শূদ্রতুল্য এবং মৃত হইলে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়েন *। অগ্নিপুরাণে সূত কহিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যা জ্ঞাত নহেন ও তাহার উপাসনা না করেন, তিনি জীবিত অবস্থাতে শূদ্রতুল্য এবং মৃত হইয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং সন্ধ্যা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি কহিয়াছেন যে, শুদ্ধচিত্ত হইয়া পবিত্রকারিণী দেবমাতা দেবী গায়ত্রীর জপ করিয়া সায়ংপ্রাতঃসন্ধ্যা কালে সন্ধ্যা উপাসনা করিবেক। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, পবিত্র হইবার নিমিত্ত নিত্য গায়ত্রী জপ দ্বারা সন্ধ্যা-দ্বয়ের উপাসনা করিবেক, ইহাই অক্ষুণ্ণ মহাব্রত স্বরূপ। তিনি পুনশ্চ কহিয়াছেন যে, যে সংযতচিত্ত ও শুচি হইয়া উভয় সন্ধিতে গায়ত্রী জপ করে তাহার পূর্ব্বাপর দুষ্কৃতি সকল থাকে না। এবং "ইহা দ্বারা পাপী সকল স্ব স্ব পাতক ভস্ম করিয়া থাকে" ইহা জ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণগণ নিত্য উভয় সন্ধিতে ইহার উপাসনা করিবেক †।

বাক্য হস্ত পদ উদর শিশ্নাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপ ক্ষয় হয়, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ব্যতিরেকে কিরূপে এতদতিরিক্ত পাপ ধ্বংস হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অকরণে সামান্য প্রত্যবায় বলিয়া কেহ কেহ দুই সন্ধ্যা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। হলায়ুধ মীমাংসা করিয়াছেন যে, মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকরণে ফলাতিশয় আছে। এ মীমাংসা সঙ্গত হইতেছে না, কারণ সন্ধ্যার অকরণে পাপ ও করণে অনুষ্ঠিত পাপ ক্ষয় ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই।

* "সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ।
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যাৎ মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে।
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥" দক্ষঃ।

† "সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"

দেবল কহিয়াছেন, পবিত্র হইয়া প্রাতঃসায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবেক*। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, পবিত্রকারিণী লোকমাতা দেবী সাবিত্রীর জপ করিয়া নক্ষত্রযুক্ত সায়ংপ্রাতঃকালে সন্ধ্যা উপাসনা করিবেক†।

সন্ধ্যা-কাল নির্ণয়।

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল কথন।

নিম্নলিখিত প্রমাণ সকল অবলম্বন দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে দিবা রাত্রির সন্ধিরূপ এক মুহূর্ত্ত কাল সন্ধ্যা-দ্বয়ের মুখ্যকাল। যথা,—

দক্ষ কহিয়াছেন যে, সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিত দিবারাত্রির যে সন্ধি, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

"সায়ং প্রাতশ্চ যঃ সন্ধ্যামুপাস্তে শুদ্ধমানসঃ।
জপন্ হি পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং দেবমাতরম্ ॥"
"তেষাং হি পাবনার্থায় গায়ত্র্যা নিত্যমেব হি।
দ্বে সন্ধ্যে হ্যুপতিষ্ঠেত তদক্ষুণ্ণং মহাব্রতম্ ॥"
"দ্বে সন্ধ্যে হ্যুপতিষ্ঠেত গায়ত্রীং প্রযতঃ শুচিঃ।
যস্তস্য দুষ্কৃতং নাস্তি পূর্ব্বতঃ পরতোঽপিবা।
এবং কিল্বিষযুক্তস্তু বিনির্দ্দহতি পাতকম্।
উভে সন্ধ্যে হ্যুপাসীত তস্মান্নিত্যং দ্বিজোত্তমঃ ॥"

অগ্নিপুরাণম্।

* "সায়ং প্রাতঃ সদা সন্ধ্যামুপাসীত শুচির্ব্বহিঃ ॥"

দেবলঃ।

† "সায়ং প্রাতস্তু যঃ সন্ধ্যাং সঋক্ষাং পর্য্যুপাসতে।
জপ্ত্বৈব পাবনীং দেবীং সাবিত্রীং লোকমাতরম্ ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

থাকেন। সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিত শব্দে অর্দ্ধেকের অধিক অস্তমিত সূর্য্যমণ্ডল এবং বিশিষ্টরূপ সমুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রভাপটল-দ্যোতমান নক্ষত্রমণ্ডলবর্জ্জিত কালকে বুঝিতে হইবে। যেহেতু, বরাহ কহিয়াছেন যে, অর্দ্ধাস্তমিত সূর্য্য হইতে, নক্ষত্রমণ্ডল উত্তমরূপ প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত কাল সায়ংকাল এবং নক্ষত্রমণ্ডলের তেজোহ্রাস আরম্ভ অবধি সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় কাল পর্য্যন্ত উষাশব্দে কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত কালের আদ্যন্ত পরিমাণ কথিত হইতেছে ; যথা,—দক্ষ কহিয়াছেন, রাত্রিশেষে দুই নাড়ী (দুই দণ্ড) সন্ধ্যার আদিকাল এবং রবিরেখা দর্শন হইতে (দুইদণ্ড) অন্তকাল *।

তাৎপর্য্য—সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় ও অর্দ্ধাস্ত এই উভয় সময়েই রবিরেখা দর্শন হইয়া থাকে। এখন রাত্রি শেষের দুইদণ্ড বলাতে এই বুঝিতে হইবে যে, রবিরেখা দর্শনের অর্থাৎ অর্দ্ধোদয়ের পূর্ব্ব দুইদণ্ড সন্ধ্যার আদিকাল অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার কাল। এবং রবিরেখা দর্শন হইতে অর্থাৎ অর্দ্ধাস্ত হইতে দুইদণ্ড সন্ধ্যার অন্তকাল অর্থাৎ সায়ংসন্ধ্যার কাল।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, সর্ব্বদা দিবারাত্রির

---

* "সন্ধ্যাদ্বয়কালস্ত্বহোরাত্র সন্ধিরূপ মুহূর্ত্তাত্মকঃ। তথাচ দক্ষঃ। অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য নক্ষত্রবর্জ্জিতঃ। সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ। সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিতোঽর্দ্ধাস্তাধিক সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃষ্টতেজো নক্ষত্র বর্জ্জিতঃ। তথাচ বরাহঃ। অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা যাবৎ। তেজঃ পরিহানিরুষা ভানোরর্দ্ধোদয়ং যাবৎ। অত্রাদ্যন্ততোক্তা পরিমাণমাহ দক্ষঃ। রাত্র্যন্ত কালে নাড্যৌ দ্বে সন্ধ্যাদিঃ কাল উচ্যতে। দর্শনাদ্রবিরেখায়াস্তদন্তো মুনিভিঃ স্মৃতঃ। নাড়ী দণ্ডঃ।"

ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

হ্রাসবৃদ্ধি হওয়াতে মুহূর্ত্তেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা মুহূর্ত্ত চিরকালই সমান থাকিবে *।

উপরিউক্ত কালে যে উপাসনাদি করা যায় তাহার নামও সন্ধ্যা। যথা—ব্যাস কহিয়াছেন, দিবারাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা, মনীষিগণ তাহাকে সন্ধ্যা শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথোক্ত প্রাণায়ামাদির নাম উপাসনা। তৎকালে উপাস্য-দেবতাও সন্ধ্যা শব্দে উক্ত হয়েন। যথা—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, অনস্তমিত এবং অনুদিত সূর্য্যে অর্থাৎ সন্ধিসময়ে সন্ধ্যার উপাসনা করিবেক; অতএব এস্থলে উপাস্যদেবতা সন্ধ্যা শব্দে উক্ত হইতেছে। সন্ধ্যার আরম্ভকাল উপলক্ষে সম্বর্ত্ত কহিয়াছেন, নক্ষত্রযুক্ত সময়ে যথাবিধি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং অর্দ্ধাস্তমিত সূর্য্যযুক্ত সময়ে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে †।

---

* "হ্রাসবৃদ্ধীচ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্।
সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।
হ্রাসবৃদ্ধীচেতি দিনস্য কদাচিৎ হ্রাসঃ কদাচিৎ বৃদ্ধিঃ। এবং রাত্রেরপি কদাচিৎ হ্রাসঃ কদাচিৎ বৃদ্ধিঃ সন্ধ্যাতু সর্ব্বদৈব সমা। দিনমুহূর্ত্তার্দ্ধস্ত চ সন্ধ্যাঘটিতত্বাৎ সর্ব্বদৈব দণ্ডদ্বয়াত্মিকা ইতি ভাবঃ।

† "অত্রোপাসনায়া অপি সন্ধ্যাত্বমাহ ব্যাসঃ। উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ। উপাস্তে যদ্বক্ষ্যমাণ প্রাণায়ামাদিক্রিয়য়েতি যাবৎ। তৎকালে উপাস্যাপি দেবতা সন্ধ্যা। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ। উপাসনোপক্রমকালমাহ সম্বর্ত্তঃ। প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি। সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্। সনক্ষত্রা-মিত্যনেন তদ্যুক্তকালে উপক্রম্য প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত এবমর্দ্ধাস্তমিত-ভাস্করারব্ধাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সাদিত্যামিত্যনেন তদ্যুক্তকালে উপক্রম্যো-পাসীতেত্যর্থঃ।" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যার মুখ্যকাল কথন।

অষ্টম মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মুখ্যকাল। যেহেতু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সপ্তম মুহূর্ত্তের পর সমসূর্য্য হইলে অর্থাৎ সূর্য্য মাধ্যাহ্নিক রেখায় উপস্থিত হইলে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য *।

এক্ষণে ত্রিসন্ধ্যার মুখ্যকাল এইরূপে ব্যক্ত হইতে পারে, যথা—রবিরেখা দর্শনের পূর্ব্ব দুইদণ্ড অর্থাৎ উদয়ের পূর্ব্ব একদণ্ড হইতে একদণ্ড পর পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল। উদয় ও দর্শনের প্রভেদ এই যে, উদয়ের একদণ্ড পরে দর্শন হয়। ঐরূপ অস্তের একদণ্ড পূর্ব্ব হইতে একদণ্ড পর পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল। অষ্টমমুহূর্ত্ত অর্থাৎ সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক রেখায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব একদণ্ড হইতে একদণ্ড পর পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মুখ্যকাল † ॥

---

* মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়া অষ্টমমুহূর্ত্তংকালমাহ স্মৃতিঃ—

"পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সমসূর্য্যেঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি ॥"

ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

† যোগীরা চারিটি সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মগ্রন্থিতে (মণিপূরে) উত্থাপিত করিয়া সেই স্থান একাগ্র-হৃদয়ে ভাবনা করেন। ইহাই তাঁহাদের প্রাতঃসন্ধ্যা। পরে মধ্যাহ্ন কালে ঐ কুণ্ডলিনীকে বিষ্ণুগ্রন্থিতে (অনাহত চক্রে) উত্থাপিত করিয়া অনন্য-হৃদয়ে ধ্যান করেন; ইহাই তাঁহাদের মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। পরে তাঁহারা সায়ং কালে ঐ কুণ্ডলিনীকে রুদ্রগ্রন্থিতে (আজ্ঞাচক্রে) উত্থাপিত করিয়া একাগ্রতা সহকারে ধ্যান করেন; ইহাই তাঁহাদের সায়ংসন্ধ্যা। পরে নিশাকালে তাঁহারা কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবে সংযোজন পূর্ব্বক যে আনন্দ ভোগ করেন, তাহা তাঁহাদের মহাসন্ধ্যা বা চতুর্থ সন্ধ্যা। এই সমুদায় সন্ধ্যোপাসনা কালে গুরূপদেশমত পদ্মাসন প্রভৃতির মধ্যে

* গৌণকাল নিরূপণ।

সাধারণ গৌণকাল নির্ণায়ক বিধি।

নিয়ম লিখিবার পূর্ব্বে, নিয়মস্থ প্রাক্তনাদি কতিপয় পদের সুস্পষ্ট অর্থ বোধের নিমিত্ত অগ্রে একটি চিত্র অঙ্কিত হইল।

ক খ গ ঘ ঙ চ

অ আ ই

অ = প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীক্রিয়া।

আ = অকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার সজাতীয় অব্যবহিত আগামী অর্থাৎ পরবর্ত্তী ক্রিয়া।

ই = আকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার সজাতীয় অব্যবহিত আগামী ক্রিয়া। বা সর্ব্বশেষ ক্রিয়া।

তাৎপর্য্য,—আকারের সম্বন্ধে অকার প্রাক্তন ও আকার অব্যবহিত আগামী; ঐরূপ ইকারের সম্বন্ধে আকার প্রাক্তন ও ইকার অব্যবহিত আগামী ক্রিয়া; ইত্যাকার বুঝিতে হইবে। এস্থলে মনে কর ইকারই সর্ব্বশেষ ক্রিয়া।

ক হইতে খ = অকারের মুখ্যকাল; অর্থাৎ ক, অকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার মুখ্যকালের আরম্ভসীমা এবং খ উক্ত মুখ্যকালের অন্তসীমা।

কোন আসন করিয়া বসিবেন। ধ্যানপ্রণালীও গুরূপদেশ সাপেক্ষ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকৃত্য মূলাধারে কুণ্ডলিনী ধ্যানকে পৃথক্ সন্ধ্যার মধ্যে গণনা করিলে পাঁচটি সন্ধ্যা হয়। এই জন্য কোন কোন যোগী পাঁচটি সন্ধ্যা স্বীকার করেন। আমরা প্রাতঃকালের দুইটি কার্য্যকে এক প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। অপরে বলেন, রাত্রিশেষের কৃত্য পঞ্চম সন্ধ্যা কিরূপে প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্যে পরিগণিত হইবে। ফলত উহা সৃষ্টির প্রারম্ভের কার্য্য, সুতরাং প্রাতঃসন্ধ্যা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

গ হইতে ঘ=আকারের মুখ্যকাল, অর্থাৎ গ আকার রূপ আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালের আরম্ভসীমা এবং ঘ উক্ত মুখ্যকালের অন্তসীমা।

ঙ হইতে চ=ইকার অর্থাৎ সর্ব্বশেষ ক্রিয়ার মুখ্যকাল; অর্থাৎ ঙ সর্ব্বশেষ ক্রিয়ার মুখ্যকালের আরম্ভসীমা এবং চ উক্ত মুখ্যকালের অন্তসীমা।

প্রথম নিয়ম।

১। আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালের অধস্তন অর্থাৎ আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালের আরম্ভসীমার পূর্ব্ব এবং প্রাক্তন ক্রিয়ার মুখ্যকালের অন্তসীমার পর; এই মধ্যভূত কাল, প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল *। যথা,—

আকাররূপ আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালের আরম্ভসীমা যে গ, তাহার পূর্ব্ব এবং অকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার অন্তসীমা যে খ, তাহার পর অর্থাৎ খ হইতে গ পর্য্যন্ত এই মধ্যভূতকাল, অকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল ঐরূপ ঘ হইতে ঙ পর্য্যন্ত কাল আকারের গৌণকাল।

দ্বিতীয় নিয়ম।

২। উপরি উক্ত মধ্যভূতকালের ন্যায় আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালও প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যথা,—

আকার রূপ আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালের অন্তসীমা ঘ পর্য্যন্ত অকার রূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল। ঐরূপ আকারের গৌণকালও চ পর্য্যন্ত।

তাৎপর্য্য—প্রথম নিয়ম দ্বারা আগামী ক্রিয়ার আরম্ভসীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা তাহার অন্তসীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইল।

---

* "এবমাগামি যাগীয়মুখ্যকালাদধস্তনঃ।
স্বকালাদুত্তরো গৌণঃ কালঃ পূর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ॥"
শ্রাদ্ধচিন্তামণিকৃত্যতত্ত্বার্ণবয়োঃ।

এক্ষণে উক্ত নিয়ম দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে, অকাররূপ প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল ঘ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তৎপরে আর কাল নাই ; কিন্তু তাহা নহে। এস্থলে স্মার্ত্ত মহোদয়গণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, উক্ত বচনে যে মুখ্যকাল শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা অবিবক্ষিত মুখ্যকাল। কেহ কেহ উক্ত বচনান্তর্ভূত অপি শব্দ দ্বারা আগামী ক্রিয়ার গৌণকালও প্রাক্তন ক্রিয়ার গৌণকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। উক্তরূপ গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, অকারের গৌণকাল, সর্ব্বশেষ ক্রিয়া যে ইকার, তাহার গৌণকাল পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই জাতকর্ম্মাদি সংস্কার যথাবিহিত কালে সম্পন্ন না হইলে, উপনয়নের গৌণকাল যে ১৬ ষোড়শ বর্ষ, তৎকালে সমাধা হইতে পারে। উক্ত ষোড়শ বর্ষের পর আর কাল থাকিবে না।

সন্ধ্যার গৌণকাল নিরূপণ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সংস্কারপ্রভৃতির যেরূপ উত্তর সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, সন্ধ্যার সেরূপ উত্তর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, কারণ সন্ধ্যার অহরহঃ-কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে। যদি এমত হইল তবে সন্ধ্যার গৌণকালেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বদিবসীয় সন্ধ্যা পরদিবসীয় কর্ম্মের প্রযোজক নহে, তজ্জন্য পূর্ব্বদিবসীয় প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা পরদিন সন্ধ্যাকালে করিবার আবশ্যক নাই *।

---

* "আগামিক্রিয়া সজাতীয়াগামিক্রিয়া। তেনেতি গৌণকাল ইতি। অত্রেদং বিবেচ্যং মুখ্যকালস্যেত্যত্র মুখ্যপদং ক্বচিৎ কর্ম্মণি অব্যবহিত-সজাতীয়ক্রিয়ায়া মুখ্যকালস্যৈব গ্রহণায় তেন সায়ংসন্ধ্যায়াঃ পতিতত্বে পরদিবসীয় প্রাতঃসন্ধ্যোত্তরকালস্য গ্রহণং সন্ধ্যায়া অহরহঃক্রিয়মাণতয়া উত্তরসীমানুপপত্তেঃ। ন তু সর্ব্বত্রাগামিক্রিয়াসু মুখ্যকালস্যৈব গ্রহণং তেন প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ পতিতত্বে তদ্দিবসীয়সায়ংসন্ধ্যাগৌণকালকর্ত্তব্যতা। সন্ধ্যা-হীনো যথা বিপ্রঃ অনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিত্যনেন তদ্দিনকৃত্যানধিকারাপত্তেঃ। কিন্তু পূর্ব্বদিবসীয়সন্ধ্যায়াঃ পরদিবসীয়কৃত্যাধিকারিত্বাপ্রযোজকত্বেন পূর্ব্ব-দিবসীয়প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়াঃ পরদিবসীয়সন্ধ্যাকালে ন কর্ত্তব্যতেতি।"

মলমাসতত্ত্বটীকা।

তাৎপর্য্য—উক্ত সন্ধ্যালোপজন্য যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর-সন্ধ্যা করিতে হইবে।

প্রায়শ্চিত্ত কথন।

মুখ্যকাল অতীত হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১০ দশবার গায়ত্রীজপ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। যথা, ব্যাস কহিয়াছেন যে, সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে সন্ধ্যা করিবে না; তৎপরে দশবার গায়ত্রীজপ করিয়া পুনঃসন্ধ্যা করিবে *। এক্ষণে পুনঃশব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, পুনঃশব্দে পতিত সন্ধ্যা নহে, তাহার পরবর্ত্তী সন্ধ্যা; কিন্তু গোস্বামী লিখিয়াছেন, পুনঃশব্দ এবকারার্থক নতুবা সন্ধ্যান্তর নহে †। (টীকাকার কাশিরাম ও গোপাল-পঞ্চাননেরও এই মত) অর্থাৎ ইঁহারা কহেন যে, গৌণকালে সন্ধ্যাকরণহেতু মুখ্যকালে সন্ধ্যা অকরণজন্য প্রত্যবায়-পরিহারার্থ দশবার গায়ত্রীজপ করিয়া পুনর্ব্বার সেই পতিত সন্ধ্যা করিতে হইবে ‡। সাংখ্যায়নগৃহ্যে স্পষ্টরূপ লিখিত আছে যে, অরণ্যে (উপলক্ষণ মাত্র), সমিৎপাণি (কুশহস্ত),

---

* "সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥"
ব্যাসঃ।

† "ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেদিতি প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বেত্যর্থঃ। পুনরেবার্থে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বৈব সন্ধ্যাং সমাচরেদিতি ন তু পুনঃসন্ধ্যাপদেন সন্ধ্যান্তরং বোধ্যতে সাংখ্যায়নগৃহ্যবিরোধাৎ।" গোস্বামিকৃত টীকা।

‡ "গায়ত্রীং দশধেতি। অত্র প্রাঞ্চঃ সন্ধ্যায়া অকরণজন্যপাপনাশকো দশধা গায়ত্রীজপ ইত্যাহুঃ। স্মার্ত্তাস্তু মুখ্যকালে সন্ধ্যায়া অকরণজন্যপাপ-নাশকো দশধা গায়ত্রীজপ ইতি বদন্তি। পুনঃশব্দস্য ভিন্নার্থকতা অন্যথা পুনঃপদবৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যাহুঃ। স্মার্ত্তাস্তু সন্ধ্যাং পুনঃসমাচরেদিত্যন্বয়ঃ।

মৌনী ও বায়ুকোণাভিমুখী হইয়া, নিত্য নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত (সায়ং) সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। ঐরূপ প্রাতে পূর্ব্বাস্য হইয়া (রবি-) মণ্ডল দর্শন পর্য্যন্ত (প্রাতঃ-) সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। কালাতীত হইলে মহাব্যাহৃতি সাবিত্রী প্রণবাদিজপ করিয়া (সেই সন্ধ্যা) করিতে হইবে *।

ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেদিত্যনেন নিষিদ্ধমেব পতিতসন্ধ্যাচরণং পুনঃশব্দেন মুনিঃ প্রতিপ্রসূতে ইতি প্রাহুঃ।" কাশিরামকৃত টীকা।

গৌণকালকরণে তু মুখ্যকালাকরণজন্যপ্রত্যবায়পরিহারার্থং গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বৈব করণীয়েত্যাহ ব্যাসঃ 'সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু নচ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ। গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।' পুনঃশব্দ এবকারার্থকঃ। যথা 'একোদ্দিষ্টন্তু মধ্যাহ্নে পাকেনৈব সদা স্বয়ম্। অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণম্॥' ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাদ্যভাবে তদহঃ সমুপোষণং কৃত্বা গৌণকৃষ্ণৈকাদশ্যাং শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে তথেত্যর্থঃ। পাকপাত্রপদং শ্রাদ্ধসামগ্র্যুপলক্ষণম্। মৈথিলাস্তু পাকপাত্রাদ্যভাবে শ্রাদ্ধাকরণে তদহঃ সমুপোষণে কৃতে শ্রাদ্ধাকরণজন্যপ্রত্যবায়পরিহারান্ন দিনান্তরে তচ্ছ্রাদ্ধকরণম্। একাদশ্যাং বিপ্নপতিতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবিধায়কবচনন্তু অকৃতোপবাসপরম্। তথাঽকৃতদশধা গায়ত্রীজপ্তেন গৌণকালে সন্ধ্যা করণীয়েত্যাহুঃ। তন্নোভয়ত্র মনোরমম্। তদ্দিনতৎকালাকরণজন্যপ্রত্যবায়পরিহারাদাবশ্যকত্বাচ্চেতি সুধীভির্ভাব্যম্।" গোপালপঞ্চাননকৃতকালনির্ণয়ঃ।

* "অরণ্যে সমিৎপাণিঃ সন্ধ্যামুপাস্তে নিত্যং বাগ্যত উত্তরাপরাভিমুখোঽন্বষ্টমদিশমানক্ষত্রদর্শনাদতিক্রান্তায়াং মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নাদি জপিত্বা এবং প্রাতঃপ্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্নামণ্ডলদর্শনাৎ॥"

সাংখ্যায়নগৃহ্যম্।

"অরণ্য ইত্যুপলক্ষণং। সমিৎপাণিঃ কুশহস্তঃ। অতিক্রান্তায়ামতিক্রান্তকালায়াং মহাব্যাহৃতীঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি। সাবিত্রীং গায়ত্রীং স্বস্ত্যয়নাদি প্রণবাদি যথা ভবতি তথা সব্যাহৃতিং গায়ত্রীং জপিত্বা সন্ধ্যামুপাস্তে ইত্যাবৃত্ত্যান্বয়ঃ। স্বস্ত্যয়নস্যাদিত্বমুপলক্ষণং তেনান্তেঽপি প্রণবঃ গায়ত্রীজপে প্রণবস্যাদ্যন্তত্বনিয়মাৎ। উত্তরাপরাভিমুখঃ উত্তরপশ্চিমাভিমুখঃ।

কাশিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমে যেরূপ ফল (সন্তান) হয় না, সেইরূপ কালাতীত সন্ধ্যাও বৃথা হইয়া থাকে *। স্মার্ত্ত কহেন কালাতীত সন্ধ্যা যে বৃথা হয় তাহা অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে † অর্থাৎ মুখ্যকাল অতীত হইলে তৎকালে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সন্ধ্যা করিলে উক্ত সন্ধ্যা বৃথা হয়। গোপালপঞ্চানন কহেন, উক্ত কালাতীত শব্দে মুখ্যগৌণ উভয় কালাতীত, অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণকাল অতীত হইলে সন্ধ্যা করণে কোন ফল হয় না। অতএব উক্ত সন্ধ্যা লোপ হইয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ যুক্তি ততদূর সুযুক্তি নহে, কারণ সন্ধ্যার গৌণকাল অতীত হয় না; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যালোপহেতু প্রত্যবায়-পরিহারের জন্য একদিন উপবাস করা কর্ত্তব্য। যথা,—মনু কহিয়াছেন, স্নাতকব্রত প্রভৃতি বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মের লোপ হইলে একদিন উপবাস করিবে। উপবাসে অশক্ত ব্যক্তি তিন মাষা রৌপ্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে, অথবা তাহার মূল্য (আটপণ) দিবে। ঐরূপ গায়ত্রী অধিকারীর পক্ষে হারীত কহিয়াছেন যে, সর্ব্বপাপবিনাশিনী গায়ত্রীর শতবার জপ করিবে। অতএব সেই পাপ-পরিহারার্থ শতবার গায়ত্রীজপ করা

তেন বায়ুকোণলাভঃ। অনষ্টমদিশমিতি অভিমুখীকৃত্যেতি শেষঃ। এবমিতি এবং প্রকারেণ ইত্যর্থঃ। তেন সম্বিৎপাণিত্বাদিকং লব্ধম্। তথা পতিতত্বে গায়ত্রীজপরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা গৌণকালে কর্ত্তব্যত্বলাভঃ॥"

গোস্বামিকৃত টীকা।

* "বিধিনা বিহিতা (বিধিনাপি কৃতা) সন্ধ্যা কালাতীতা বৃথা ভবেৎ।
অয়মেব হি দৃষ্টান্তো বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা॥" কাশিখণ্ডম্।

† "ইতি তদকৃতপ্রায়শ্চিত্তপরম্॥" মলমাসতত্ত্বম্।

কর্ত্তব্য। এক সন্ধ্যা লোপ হইলে একটি উপবাস, দুই সন্ধ্যা লোপ হইলে দুইটি উপবাস এবং ত্রিসন্ধ্যা লোপ হইলে তিনটি উপবাস করিতে হইবে *। অর্থাৎ যত সন্ধ্যা লোপ হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

প্রমাদবশত দিবাবিহিত কর্ম্ম যথোক্ত সময়ে করিতে না পারিলে, তাহা, রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত করিতে পারা যাইবে †। এইরূপ অপরিহার্য্য কর্ম্মানুরোধে মধ্যাহ্ন বিহিত কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণেও করিতে পারা যাইবে, বিশেষত নিরগ্নিদিগের পক্ষে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই কার্য্য সকল করা প্রশস্ত ‡।

---

* "কালাতীতা গৌণমুখ্যকালাতীতা ইত্যর্থঃ। মুখ্যগৌণকালাতিক্রমে তু সন্ধ্যালোপাত্তজ্জন্যপ্রত্যবায়পরিহারার্থং প্রায়শ্চিত্তাত্মকোপবাসঃ করণীয়ঃ। যথা, 'বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে। স্নাতকব্রতলোপাচ্চ দিনমেকমভোজনম্॥' ইতি মনুবচনাৎ। উপবাসাশক্তৌ তু রজতত্রিমাষকং তন্মূল্যং বা উৎসৃজ্য ব্রাহ্মণায় দেয়মিতি রূপ্যমাষত্রয়মূল্যনির্ণয়ঃ প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ে উক্তঃ। এবং দ্বিসন্ধ্যাপাতে উপবাসদ্বয়ং ত্রিসন্ধ্যাপাতে ত্রয়মুপবাসা অধিকারিণা করণীয়াঃ। যদ্বা গায়ত্র্যধিকারে হারীতঃ। শতং জপ্ত্বা তু সা দেবী সর্ব্বকল্মষনাশিনীত্যাদিনা তৎপ্রত্যবায়পরিহারার্থং শতগায়ত্রীজপঃ করণীয় ইতি।" গোপালপঞ্চাননকৃত কালনির্ণয়ঃ।

† "স্মৃতিঃ। 'পূর্ব্বাহ্ণবিহিতং কর্ম্ম প্রমাদান্ন কৃতং যদি। রাত্রেস্তু প্রথমে যাবৎ তৎ কর্ত্তব্যং যথাবিধি॥' পূর্ব্বাহ্ণপদং দিবোপলক্ষণম্। 'দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদান্ন কৃতানি চেৎ। শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিত॥' ইতি ব্যাসবচনাৎ॥" গোপালপঞ্চাননকৃত কালনির্ণয়ঃ।

‡ "মহাভারতে। 'সুখোষিতাস্তাং রজনীং প্রাতঃ সর্ব্বে কৃতাহ্ণিকাঃ। বিবিশুস্তাং সভাং দিব্যাং কিঙ্করৈরুপশোভিতাম্॥' ইতি। অত্রাপ্রত্যাখ্যেয়কর্ম্মানুরোধেন প্রধানকালাদন্যত্রাপি কালান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি। * * * অনগ্নিরাচরেৎ কৃত্যং মধ্যাহ্নাৎ প্রাগ্বিশেষতঃ। ইতি বশিষ্ঠবচনান্মহাভারতবচনাচ্চ প্রাতরপি মধ্যাহ্নকর্ম্মানুষ্ঠানম্॥" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

মার্জ্জনবিধি।

যথোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ক্রমশ মস্তকে, ভূমিতে, আকাশে; আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে; এবং ভূমিতে, মস্তকে, ও ভূমিতে; জল প্রক্ষেপ করাকে মার্জ্জন কহে *। কিন্তু সন্ধ্যাঙ্গ মার্জ্জনে, কুশপত্রাদি দ্বারা মস্তকে জল প্রক্ষেপ করাই শিষ্টাচার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামবিধি।

যে পর্য্যন্ত দেহে বায়ু অবস্থিতি করে, সেই পর্য্যন্ত দেহী জীবিত থাকে, আর দেহ হইতে বায়ু নিষ্ক্রান্ত হইলেই জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব দেহে বায়ুবদ্ধ করিতে পারিলেই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারা যায় †। যে উপায়ে বায়ুকে রোধ করিতে পারা যায় তাহাকে অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক, রেচক রূপ প্রাণনিগ্রহের উপায়কে প্রাণায়াম কহে ‡। বাহ্যবায়ুর অন্তঃপ্রবেশের নাম পূরক, শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর বহির্নিঃসরণের নাম রেচক এবং পূরিত বায়ু অন্তরে রুদ্ধ থাকার নাম কুম্ভক §। রেচক কালীন এরূপ ধীরে ধীরে

---

* "মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ তথাকাশে আকাশে চ পুনর্ভুবি।
মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ পুনর্মূর্দ্ধ্নি ভূমৌ কুর্য্যাৎ স মার্জ্জনম্॥"
অগ্নিপুরাণম্।

† "যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তি-স্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥" গ্রহযামলম্।

‡ "রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ।"
বেদান্তসারঃ।

§ "রেচকঃ প্রাণবায়োঃ শনৈর্ব্বামনাসাপুটাদ্দক্ষিণনাসাপুটাৎ সব্যাপসব্যন্যায়েন বহির্নিঃসরণম্। পূরকস্তস্য তথৈবান্তঃপ্রবেশনম্। কুম্ভকস্তু পূরিতস্য বায়োরন্তরেব নিরোধ ইতি ভেদঃ।"
বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীনাম্নী বেদান্তসারটীকা।

বায়ুনিঃসারণ করিতে হইবে যেন নাসিকানিকটবর্ত্তী হস্তস্থ শক্তু (ছাতু) নিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত না হয় *।

উক্ত প্রাণায়াম অগর্ভ ও সগর্ভ ভেদে দ্বিবিধ। প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ রহিত রেচক পূরক কুম্ভক রূপ প্রাণায়ামের নাম অগর্ভ প্রাণায়াম †। প্রণব (মন্ত্র) যুক্ত যে প্রাণায়াম তাহাকে সগর্ভ প্রণায়াম কহা যায়।

সুবোধিনীনাম্নী বেদান্তসার টীকাতে উক্ত আছে যে, ষোড়শবার প্রণব স্মরণ পূর্ব্বক রেচক, তাহার দ্বিগুণ সংখ্য-প্রণব স্মরণ পূর্ব্বক পূরক এবং চতুঃষষ্টি সংখ্য প্রণব স্মরণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ষোল, বত্রিশ ও চৌষট্টি মাত্রা দ্বারা ক্রমশ রেচক পূরক ও কুম্ভক ভেদে ত্রিবিধ প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য ‡। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ষোড়শসংখ্য মন্ত্র জপ দ্বারা পূরক, চতুঃষষ্টি সংখ্য মন্ত্র জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশৎ সংখ্য মন্ত্র জপ দ্বারা রেচক হয়।

---

* "প্রাণেনাপ্যায়মানেন বেগং বাহ্যং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ নিশ্বাসৈর্ন চ চালয়েৎ ॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† "স চ দ্বিবিধঃ অগর্ভঃ সগর্ভশ্চেতি। প্রণবোচ্চারণরাহিত্যেন উক্ত-রেচকপূরককুম্ভকক্রমেণ প্রাণনিরোধোঽগর্ভঃ প্রাণায়ামঃ॥"
সুবোধিনী নাম্নী বেদান্তসারটীকা।

‡ "রেচয়েৎ ষোড়শেনৈব তদ্দ্বিগুণ্যেন পূরয়েৎ। কুম্ভয়েচ্চ চতুঃষষ্ট্যা প্রণবার্থমনুস্মরন্নিতি বচনাৎ ষোড়শসংখ্যকং প্রণবং মনসা জপন্ দক্ষিণয়া বায়ুং বিরেচ্য দ্বাত্রিংশৎসংখ্যকং প্রণবং মনসা সমুচ্চরন্ বাময়া বায়ুমাপূর্য্য চতুঃষষ্টিসংখ্যকং প্রণবং মনসা জপন্ তদর্থঞ্চাকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রা-ত্মকসার্দ্ধত্রিবলয়াকারকুণ্ডলিনীরূপং চিদানন্দকন্দঞ্চ মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তমনু-সন্দধৎ সুষুম্নয়া চিত্তমপি তদেকপ্রবণং কুর্ব্বন্ যাবৎ শ্বাসং কুম্ভয়েৎ। তদুক্ত-মাচার্য্যৈঃ, ষোড়শদ্বিগুণচতুঃষষ্টিমাত্রাণি চ তানি চ ক্রমশঃ রেচকপূরক-কুম্ভকভেদৈস্ত্রিবিধঃ প্রভঞ্জনায়ামঃ॥" সুবোধিনীনাম্নী বেদান্তসারটীকা।

বাম নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, অনুলোমবিলোম দ্বারা এইরূপ তিনবার করিলে একটি প্রাণায়াম হয় *।

অতএব প্রথমোক্ত প্রাণায়ামের সহিত শেষোক্ত প্রাণায়ামের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রাণায়ামে রেচক, পূরক ও কুম্ভক; শেষোক্ত প্রাণায়ামে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ক্রমবৈলক্ষণ্য ভিন্ন আরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রাণায়ামে যতসংখ্য মন্ত্র দ্বারা রেচক হইবে, তাহার দ্বিগুণসংখ্য মন্ত্র দ্বারা পূরক করিতে হইবে, কিন্তু শেষোক্ত প্রাণায়ামে যতসংখ্য মন্ত্র দ্বারা পূরক হইবে তাহার দ্বিগুণসংখ্য মন্ত্র দ্বারা রেচক করিতে হইবে। পূজাদিতে শেষোক্ত প্রাণায়াম-বিধিই শিষ্টাচারসঙ্গত †।

---

* "মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা
পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ।
দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ।" ইত্যাদি।

† অন্তঃকুম্ভক, বহিঃকুম্ভক, কেবল কুম্ভক, সগর্ভ, অগর্ভ প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাণায়াম আছে। বৈদিক প্রাণায়ামের লক্ষণ এই যে, অগ্রে পূরক মধ্যে কুম্ভক ও শেষে রেচক। তান্ত্রিক প্রাণায়ামের লক্ষণ এই যে, অগ্রে রেচক মধ্যে কুম্ভক ও শেষে পূরক। যথা ষড়ম্নায়পদ্ধতি।—"প্রাণায়ামাস্ত্রিধা প্রোক্তা রেচপূরককুম্ভকাঃ। রেচকাদিপূরকান্তাঃ প্রাণায়ামাশ্চ তান্ত্রিকাঃ। পূরকাদ্যা যদা দেবি তদা তে বৈদিকা মতাঃ।" বিষ্ণুমন্ত্র উপাসকদিগের পক্ষে প্রথম একবার জপে রেচক, কুড়িবার জপে কুম্ভক, শেষে সাতবার জপে পূরক। এইরূপ তিনবার করিলে একটী প্রাণায়াম হয়। (তন্ত্রসার, বিষ্ণুপ্রকরণ দেখুন)। ব্রহ্মমন্ত্র স্থলে দক্ষিণ নাসায় ৮ বার জপে পূরক, ৩২ বার জপে কুম্ভক, ঐ দক্ষিণ নাসায় ১৬ বার জপে রেচক। পরে বাম নাসাতেও ঐরূপ। পরে দক্ষিণ নাসাতেও পুনর্ব্বার ঐরূপ। ইহাতে একটি প্রাণায়াম হইবে। (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩য় উল্লাস দেখুন)।

যে নাসাদ্বারা পূরক হইবে তাহার বিপরীত নাসাদ্বারা রেচক হইবে; অর্থাৎ ইড়াদ্বারা পূরক হইলে পিঙ্গলদ্বারা রেচক হইবে এবং পিঙ্গলাদ্বারা যখন পূরক হইবে তখন ইড়াদ্বারা রেচক করিতে হইবে *। পূরক কুম্ভক রেচক রূপ প্রাণায়ামত্রয়কে একটি প্রাণায়াম কহে †। সন্ধ্যাপূজাদি-স্থলে তদঙ্গস্বরূপ ঐরূপ তিনটি প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য ‡। তিনটি প্রাণায়াম করিতে হইলে প্রথমে যাহা দ্বারা পূরক হইবে দ্বিতীয়বারে তাহারই দ্বারা রেচক হইবে এবং প্রথমে যাহা দ্বারা রেচক হইবে দ্বিতীয়বারে তাহারই দ্বারা পূরক হইবে §। এই ক্রমানুসারে সুতরাং তৃতীয় প্রাণায়াম

---

* "প্রাণং চেদিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যয়া রেচয়েৎ।
পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো বদ্ধ্বা ত্যজেদ্বাময়া॥"

গ্রহযামলম্।

† "প্রাণায়ামত্রয়স্ত্বেকমেকৈকং ত্রিতয়াত্মকম্।"

ফেৎকারিণীতন্ত্রে চতুর্থপটলম।

"পুনঃপুনস্ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ।"

মহানির্ব্বাণে পঞ্চমোল্লাসঃ।

‡ "ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃশনৈঃ॥"

শিবসংহিতা।

§ "ততো দক্ষিণহস্তস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠেন তু পিঙ্গলাম্।
নিরুধ্য পূরয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃশনৈঃ।
যথাশক্ত্যা নিরোধেন ততঃ কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকম্।
ততস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।

প্রথমবারের ন্যায় হইবে। যিনি এরূপ প্রাণায়ামে অসমর্থ হইবেন, তিনি তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৪।১৬।৮ বার, যিনি তাহাতেও অসমর্থ তিনি তাহারও চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১।৪।২ বার জপে প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম প্রয়োগ।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া * দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসা রুদ্ধ করিয়া যথোক্তসংখ্য মন্ত্র জপ পূর্ব্বক বাম

ধারয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েন্মারুতং শনৈঃ।
যয়া ত্যজেত্তয়াপূর্য্য ধারয়েদবিরোধতঃ॥"

দত্তাত্রেয়সংহিতায়াম্।

"বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ।
ধারয়িত্বা যথাশক্তি পুনঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ।
প্রাণং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
বিধিবৎ কুম্ভকং কৃত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ।
যেন ত্যজেচ্চ তেনৈব পূরয়েদনিরোধতঃ।
রেচয়েচ্চ ততোঽন্যেন শনৈরেব ন বেগতঃ॥"

গ্রহযামলে ত্রয়োদশপটলম্।

ইড়াকে চন্দ্র এবং পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী কহে যথা,—

"বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিণী।
শক্তিরূপা হি সা দেবী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষে তু পিঙ্গলা নাম পুরুষা সূর্য্যবিগ্রহা।
রৌদ্রাত্মিকা মহাদেবী দাড়িমীকেশরপ্রভা॥"

বামনাসাপুটে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণনাসাপুটে পিঙ্গলানাড়ী গমন করিয়াছে যথা—

"বামনাসাপুটে ইড়া পিঙ্গলা দক্ষিণে পুটে।" ইত্যাদি।

কপিলগীতায়াম্।

* স্থলস্থ হইলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। বাম উরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বাম চরণ বিন্যাস

নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে বায়ুপূরণ রূপ পূরক করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণ নাসা যেরূপ রুদ্ধ আছে, সেইরূপই রুদ্ধ রাখিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাও রুদ্ধ করিয়া যথোক্তসংখ্য মন্ত্র জপ পূর্ব্বক পূরিত বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে নিবদ্ধকরণরূপ কুম্ভক করিতে হইবে। তৎপরে বাম নাসা রুদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণ নাসা মুক্ত করিয়া যথোক্তসংখ্য মন্ত্র জপ পূর্ব্বক রুদ্ধবায়ুকে অতি ধীরে ধীরে বহির্নিঃসারণ-রূপ রেচক করিতে হইবে। ইহাই একটি প্রাণায়াম। এইরূপ বাম নাসা দ্বারা পূরক, দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচক; দক্ষিণ নাসা দ্বারা পূরক, বামনাসা দ্বারা রেচক এবং পুনর্ব্বার বাম নাসা দ্বারা পূরক ও দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচক; এই তিনটি প্রাণায়াম করিলে সম্পূর্ণ একটি প্রাণায়াম করা সিদ্ধ হয়। 'নিরনুষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ' এই যুক্তি অনুসারে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে একটি দ্বারাও কথঞ্চিৎ কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে।

সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়াম মন্ত্র।

প্রণবযুক্ত ব্যাহৃতির সহিত সশিরস্ক গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে *। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ,

---

করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি ও দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন পূর্ব্বক চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ঋজুভাবে উপবেশন করার নাম পদ্মাসনে উপবেশন। ইহার নাম মুক্তপদ্মাসন। বদ্ধপদ্মাসনে প্রাণায়াম করিতে হইলে প্রণবাদি-সমেত ব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রভৃতি পাঠ বা মাতৃকাবর্ণ পাঠ পূর্ব্বক পূরক কুম্ভক রেচক অথবা অগর্ভ প্রাণায়াম বা পূরকরেচক-শূন্য কেবল কুম্ভক করা যাইতে পারে।

* "সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥"

ইতি বৃহস্পতি-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বৃহদ্বিষ্ণু-বৌধায়ন-বশিষ্ঠাত্র্যাগ্নিপুরাণ শঙ্খ-যোগিযাজ্ঞবল্ক্য-বৃদ্ধাপস্তম্বাঃ।

মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং, উপর্য্যুপরি সংস্থিত এই সপ্ত লোক সপ্ত ব্যাহৃতি শব্দে কথিত হইয়া থাকে *। আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বঃ ইঁহাকে গায়ত্রীশির কহে। প্রাণায়াম করিবার সময় ওঙ্কারযুক্ত সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া তৎপরে আদ্যন্তে ওঙ্কারযুক্ত গায়ত্রী, তৎপরে গায়ত্রীশির, তদন্তে ওঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে †। প্রয়োগ যথা, ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ,

---

* "ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্ত ব্যাহৃতয়স্তু যাঃ।
লোকাস্ত এব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ॥"

† "ছন্দোগ পরিশিষ্টং—ভূরাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। মহর্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা। আপো জ্যোতীরসোঽমৃতাং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরিতি শিরঃ। প্রতিপ্রতীকং প্রণবমন্তে চ শিরসস্তথা। এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দশভিঃ সহ। ত্রির্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ অব্যয়া অব্যয়ফলমোক্ষদা ইত্যর্থঃ। শিরোমন্ত্রে ছন্দোবৃদ্ধের্ব্রহ্মপদং নৈচ্ছন্তি। তন্ন। ষোড়শাক্ষরকং দেব্যা গায়ত্র্যাস্তু শিরঃ স্মৃতম্। ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্য-বিরোধাৎ। আদ্যন্তয়োরোঙ্কারমাদায় ষোড়শসংখ্যাপূরণং ছন্দোবৃদ্ধিরার্ষত্বেন সুঘটা। প্রতিপ্রতীকং ভূরাদিপ্রতিভাগম্। এতাঃ সপ্ত ব্যাহৃতীঃ, এতাং গায়ত্রীম্, অনেন শিরসা এভির্দশভিঃ সহ নিরুদ্ধপ্রাণস্ত্রির্জপেদেবং প্রাণায়ামঃ। ব্যাসঃ। আদানং রোধমুৎসর্গং বায়োস্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ। ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েদ্দেবাননুক্রমাৎ॥ পূর্ব্ববচনে ত্রির্জপমাত্রাভিধানাদত্র ত্রিস্ত্রিরিতি বীপ্সা সন্ধ্যাত্রয়াপেক্ষয়া। ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়ন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ইতি বৃহস্পতি-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনাদ্ধ্যানং কাম্যমিত্যাহুঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তথৈব চ। প্রত্যোঙ্কার-সমাযুক্তং তথা তৎ সবিতুঃ পদম্। ওঁ আপোজ্যোতিরিত্যেতচ্ছিরঃ পশ্চাত্তু যোজয়েৎ। ত্রিরাবর্ত্তনযোগাত্তু প্রাণায়ামস্তু শব্দিতঃ। পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

ওঁ সত্যং, ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ, আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম-ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ব্যাসবচনে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধ্যান করিবার যে বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কাম্য ; কারণ বৃহস্পতিবচনে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত আছে যে, পূরক কুম্ভক ও রেচকের সময় যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধ্যান করিলে বন্ধন (মায়া) মুক্ত হইবে *। অতএব এই ধ্যান কাম্য স্বরূপে উক্ত হইয়াছে।

ওঙ্কারাদির ঋষ্যাদিকথন।

প্রণব, সপ্ত ব্যাহৃতি, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশির পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিবার পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণ করা কর্ত্তব্য †।

* যোগীরা যোগমার্গ অনুসারে যে সন্ধ্যা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হয়েন। তাঁহাদের প্রাতঃসন্ধ্যাকালে ব্রহ্মগ্রন্থিতে (নাভিতে) মধ্যাহ্নে বিষ্ণুগ্রন্থিতে (হৃদয়ে) এবং সায়াহ্নে রুদ্রগ্রন্থিতে (ললাটে) যথাক্রমে গুরূপদিষ্ট ধ্যান আছে। সেই যোগমার্গের সন্ধ্যায় অধিকারী হইবার নিমিত্ত সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়ামকালে বিধি আছে যে, প্রথমত নাভিতে (ব্রহ্মগ্রন্থিতে) রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। পরে হৃদয়ে (বিষ্ণুগ্রন্থিতে) চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। তৎপরে রেচককালে ললাটে (রুদ্রগ্রন্থিতে) শ্বেতবর্ণ বৃষারূঢ় রুদ্রকে ধ্যান করিবে। বৃহস্পতি প্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে, এরূপ ভাবনাপূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা যোগাঙ্গসন্ধ্যা সিদ্ধ হইবে এবং তদ্দ্বারা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে। যোগীদিগের সহিত বিশেষ এই যে, যোগীরা সূক্ষ্ম ধ্যান করেন, এস্থলে স্থূলধ্যান উপদিষ্ট হইতেছে। রেচকপূরক-শূন্য কেবলকুম্ভক আয়ত্ত হইলে পূরক-কুম্ভক ও রেচক কালে যে ত্রিবিধ ধ্যান হইত, প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তাহা করিবার বিধি আছে।

† "বদ্ধাসনং নিয়ম্যাসূন্ স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং তথা।
সন্নিমীলিতদৃঙ্মৌনী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥" বৃহস্পতিঃ।

মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দৈবতা ও বিনিয়োগ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ যাজন, অধ্যাপন, জপ হোমাদি কার্য্য সকলের অল্প মাত্র ফল হইয়া থাকে *।

ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, ছন্দ গায়ত্রী, সর্ব্ব কর্ম্মে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে †। সপ্ত ব্যাহৃতির মধ্যে সকলেরই ঋষি প্রজাপতি; ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির যথাক্রমে ছন্দ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী; দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, বরুণ, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব; প্রাণায়ামাদিতে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে ‡। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী,

---

* "আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগস্তথৈব চ।
বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্‌যাজনাধ্যাপনং জপম্।
হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তস্য চাল্পফলং ভবেৎ॥" বিষ্ণুপুরাণম্।

† "ওঙ্কারস্য ব্রহ্মঋষির্দ্দেবোঽগ্নিস্তস্য কথ্যতে।
গায়ত্রী চ ভবেচ্ছন্দো নিয়োগঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" সম্বর্ত্তঃ।

প্রয়োগঃ। যথা,—ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

‡ "ব্যাহৃতীনাঞ্চ সর্ব্বাসামৃষিশ্চৈব প্রজাপতিঃ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পংক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতানি সপ্ত বৈ।
অগ্নির্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পতিরপাংপতিঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ।
প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥" সম্বর্ত্তঃ।

প্রয়োগঃ। যথা,—ভূরাদিসপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংস্যগ্নিবায়ুসূর্য্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতা অনাদিষ্টপ্রায়শ্চিত্তেষু প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥

দেবতা সবিতা ও জপ হোম প্রাণায়াম সম্পাদনে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। গায়ত্রীশিরের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিজন, (ছন্দ নাই), এবং প্রাণায়ামে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে †।

প্রাণায়াম মাহাত্ম্য কথন।

সমুদায় পাপ বিনাশার্থ দ্বিজগণ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবেন। এই প্রাণায়াম দ্বারা দ্বিজাতিদিগের সমুদায় পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভস্ত্রা-(বাতযন্ত্রবিশেষ) পরিচালিত বহ্নি যেরূপ ধাতুর মল সকল দগ্ধ করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করে, সেইরূপ প্রাণায়াম, ইন্দ্রিয়কৃত দেহান্তর্গত পাপ সকলকে ভস্ম করিয়া থাকে। প্রাণায়াম সর্ব্বদোষ-বিনাশক এবং পরম তপস্যা। ত্রৈকালিক প্রাণায়াম দ্বারা অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে

---

* "বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতা তথা।
জপহোমোপনয়নে বিনিয়োগো বিধীয়তে॥" সম্বর্ত্তঃ।

গায়ত্র্যা দেবতামাহ—

"বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতেষ্যতে।
দেবতা বিনিয়োগশ্চ গায়ত্র্যা জপ উচ্যতে॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রয়োগঃ। যথা,—গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ উপস্থানে (উপনয়নে) প্রাণায়ামে জপে চ বিনিয়োগঃ।

† শিরসশ্চাহ—

"প্রজাপতিঋষিশ্চৈব শিরসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ব্রহ্মা বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চ দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রয়োগঃ। যথা, গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতাঃ (যজুষ্ট্বাচ্ছন্দো নাস্তি) প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রাণায়াম দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অগম্যাগমন, সুবর্ণস্তেয়, গোহত্যা বিশ্বাসঘাতকতা, শরণাগত-হনন, কূটসাক্ষ্য, ভ্রূণহত্যা, বা অন্য অকার্য্যকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় *।

"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্ত তু॥" বৃহদ্বিষ্ণুঃ।
"দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥" মনুঃ।
"সর্ব্বদোষহরং প্রোক্তং প্রাণায়ামং দ্বিজন্মনাম্।
ততস্ত্বত্যধিকং নাস্তি তপঃ পরমপাবনম্॥"
বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ।
"প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা প্রাণায়ামৈস্ত্রিভির্নিশি।
অহোরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"
অগ্নিপুরাণম্।
"দ্বিগুণং ত্রিগুণং কৃত্বা নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাণায়ামৈশ্চতুর্ভিশ্চ প্রয়াতি হ্যপপাতকম্।
প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
উপপাতকযুক্তানামনাদিষ্টস্য চৈব হি॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।
"ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চাগম্যাগামী তথৈব চ।
সুবর্ণস্তেয়কৃচ্চৈব গোঘ্নো বিশ্বস্তঘাতকঃ।
শরণাগতঘাতী চ কূটসাক্ষী হ্যকার্য্যকৃৎ।
এবমাদিষু চান্যেষু পাতকেষু [illegible]।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।
"সব্যাহৃতিসপ্রণবাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥"
ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণ-যোগিযাজ্ঞবল্ক্যাত্রি-বশিষ্ঠ-[illegible]॥

প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন হইয়া থাকে। প্রাণায়াম অভ্যাস অতিশয় দুরূহ কার্য্য, বিশেষত গুরূপদেশ ব্যতিরেকে যোগাঙ্গ প্রাণায়াম করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যথাবিধানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যেরূপ পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ও সমুদায় রোগ প্রনষ্ট হইয়া থাকে, অযথাবিধানে প্রাণায়াম করিলে বায়ুব্যতিক্রম দ্বারা সেইরূপ হিক্কা, শ্বাস, কাশ, শিরঃপীড়া, কর্ণপীড়া ও চক্ষুঃপীড়া প্রভৃতি বিবিধ রোগোৎপত্তি হয় এবং হঠাৎ প্রাণবিয়োগও হইয়া থাকে। যেরূপ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুগণকে অতিশয় সতর্ক হইয়া অল্পে অল্পে বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ গুরূপদেশক্রমে ও গুরুপ্রদর্শিত কৌশলক্রমে অতীব সাবধানে ধীরে ধীরে বায়ুকে বশ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ উক্ত সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকলকে অসাবধান হইয়া বলপূর্ব্বক বশীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা সেই বশকর্ত্তার প্রাণসংহার করে, তদ্রূপ অবশীভূত বায়ুও অযথাক্রমে বশীকরণে প্রবৃত্ত অসাবধান সাধকের প্রাণসংহার করিয়া থাকে। অতএব গুরূপদেশ ব্যতীত যোগাঙ্গ প্রাণায়াম অভ্যাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

প্রাণায়াম সাধনে প্রথমত সাধকের দেহে ঘর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে। পরন্তু সাধক উক্ত ঘর্ম্ম সর্ব্ব শরীরে মর্দ্দন করিবে, কারণ উক্ত ঘর্ম্ম শরীরে মর্দ্দন না করিলে সাধকের শরীরস্থ সমস্ত ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত সাধকের শরীরে কম্পন আরম্ভ হয়। তৃতীয়ত দর্দ্দুরগতি হয় অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হয়। তাৎপর্য্য—বদ্ধপদ্মাসনস্থিত সাধককে, অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুতগতির (লম্ফ বা ভেকের গতিবিশেষের) ন্যায় চালিত করে। তৎপরে যদি

অভ্যাসবশত অধিকতর কাল বায়ুকে রুদ্ধ রাখিতে পারে, তাহা হইলে সাধক ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরবলম্ব হইয়া শূন্যে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় পরন্তু মূলবন্ধ ও উড্ডীয়ানবন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধে না তুলিলে কেবল প্রাণবায়ু নিরোধদ্বারা সাধক শূন্যে উঠিতে পারে না। যখন পদ্মাসনস্থ হইয়া সাধক ভূতল ত্যাগ করিয়া শূন্যস্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তাঁহার সংসারান্ধকার-বিনাশিনী বায়ুসিদ্ধি হইবে।

অঘমর্ষণ জপ।

গোকর্ণবৎ (গোরুর কাণের ন্যায়) হস্তে জলগ্রহণ করিয়া, নাসাগ্রের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমত ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, শরীরান্তর্গত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ এই হস্তস্থ জলে সঞ্চারিত হইতেছে ও তৎসংসর্গে জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। তৎপরে মন্ত্র পাঠ সমাপন হইলে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, সেই পাপপুরুষ শরীরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়াছে। তখন তাহাকে সহস্রধা দলিত করণোদ্দেশে সেই কৃষ্ণবর্ণ জল বাম ভাগে সজোরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাকেই অঘমর্ষণ কহে। কথিত প্রণালী-ক্রমে অঘমর্ষণ তিনবার করা কর্ত্তব্য। অঘ শব্দের অর্থ পাপ, মর্ষণ শব্দের অর্থ অপনয়ন; সুতরাং শরীরস্থ পাপপুঞ্জ অপনয়ন করাকে অঘমর্ষণ বলা যায়।

অঘমর্ষণ মাহাত্ম্য।

বৌধায়ন কহিয়াছেন, জলস্থ হইয়া 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি অঘমর্ষণমন্ত্র তিনবার পাঠ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত

হওয়া যায়*। গোতম কহিয়াছেন যে, জলস্থ হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়†। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, রাত্রিতে উপবাস পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা জলস্থ হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ দ্বারা সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়‡। হারীত কহেন, পাতক, উপপাতক বা মহাপাতক, যে কোন পাতক হউক অঘমর্ষণ জপ দ্বারা তাহা বিধ্বস্ত হইবে§। তিনি পুনশ্চ কহিয়াছেন যে, জলস্থ হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়‖। শঙ্খ কহেন, তিনরাত্রি উপবাস করিয়া জলস্থ হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়¶। বৃহদ্বিষ্ণু কহেন, এই অঘমর্ষণ দ্বারা সুরাপায়ী পবিত্র হইতে পারে$। অত্রি কহিয়াছেন, অপেয় পান করিয়া, অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া ও অকার্য্য করিয়া অঘমর্ষণমন্ত্র-পূত জলপান করিলে ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ শূদ্রাগমন করিয়াও

---

* "ঋতঞ্চ[illegible]ত্যঞ্চেত্যঘমর্ষণং ত্রিরন্তর্জ্জলে পঠন্ সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥" বৌধায়নঃ।

† "অন্তর্জ্জলে চাঘমর্ষণং ত্রিরাবর্ত্তয়ন্ সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে॥" গোতমঃ।

‡ "নক্তং চোপবসন্ যস্তু ত্রিরহ্নোহ্যপঙ্গন্নপঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্জ্জপ্ত্বা ত্রিরঘমর্ষণম্।" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

§ "পাতকোপপাতকমহাপাতকানামেকতমসন্নিপাতেঽঘমর্ষণং জপেৎ॥" হারীতঃ।

‖ "অঘমর্ষণমন্তর্জ্জলে ত্রিরাবর্ত্তয়িত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥" হারীতঃ।

¶ "ত্রিরাত্রোপষিতো ব্রহ্মহা অন্তর্জ্জলে ত্রিরাবর্ত্তয়েৎ॥" শঙ্খঃ।

$ "এতেন অঘমর্ষণেন সুরাপঃ পূতো ভবতি॥" বৃহদ্বিষ্ণুঃ।

তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জলপান করিলে উক্ত পাপ বিনষ্ট হয় *। বৃদ্ধ আপস্তম্ব কহিয়াছেন, অকার্য্য করিয়া, অখাদ্য ভোজন করিয়া, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, তাপসী ও অন্যান্য অগম্যাগমন করিয়াও তিনবার অঘমর্ষণ পাঠ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে †। বৃহদ্‌যম কহিয়াছেন যে, মাতা ভগিনী, মাতৃস্বসা, পুত্রবধূ, সখী, সপিণ্ডা কিম্বা অন্যান্য অগম্যা গমন করিয়া জলমধ্যস্থ হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিলে ঐ সকল পাতক হইতে মুক্ত ও পবিত্র হওয়া যায় ‡।

উদকাঞ্জলি দানবিধি।

সূর্য্যদ্রোহী মন্দেহাদি ত্রিংশৎকোটি মহাবলবীর্য্য দৈত্য-গণের তাড়নার নিমিত্ত প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে দণ্ডায়মান হইয়া ওঙ্কার ও ব্যাহৃতি যুক্ত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যোদ্দেশে, সূর্য্যাভিমুখে জলাঞ্জলি ক্ষেপণ করিতে হইবে ; কারণ ঐ উদকাঞ্জলি বজ্র স্বরূপ হইয়া উক্ত দৈত্যগণকে তাড়না করিয়া থাকে। উক্ত উদকাঞ্জলি প্রাতঃকালে

* "অপেয়ং পীত্বা অভক্ষ্যং ভক্ষয়িত্বা অকার্য্যং কৃত্বা অঘমর্ষণেনাপঃ পীত্বা শুদ্ধ্যেৎ তথা শূদ্রাগমনে অঘমর্ষণেনাপঃ পীত্বা শুদ্ধ্যেৎ ॥" অত্রিঃ।

† "অকার্য্যকরণে চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে।
ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যাগমনে চৈব তাপসীম্।
ত্রিরাবর্ত্ত্য তু শুদ্ধঃ স্যাৎ শূদ্রাগম্যেঽঘমর্ষণম্ ॥"

বৃদ্ধাপস্তম্বঃ।

‡ "মাতরং ভগিনীং গত্বা মাতৃস্বসারং স্নুষাং সখীম্।
সনাভ্যাং চাগম্যাগমনং কৃত্বা ত্রিরঘমর্ষণম্।
অন্তর্জ্জলে ত্রিরাবর্ত্ত্য এতস্মাৎ পূতা ভবতি ॥"

বৃহদ্‌যমঃ।

ও সায়াহ্নে তিনবার এবং মধ্যাহ্নে একবার দান করা কর্ত্তব্য *।

সূর্য্যোপস্থানবিধি।

সূর্য্যাভিমুখী হইয়া অর্দ্ধপদে (ভূমিতে গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালি সংলগ্ন না করিয়া অর্থাৎ পদতলের অগ্রভাগমাত্রে নির্ভর পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হওয়ার নাম অর্দ্ধপদে), একপদে (ভূমিতে গুল্‌ফ সংলগ্ন করিয়া অর্থাৎ পদতলের সমস্ত-অংশ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হওয়ার নাম একপদে), অথবা গুল্‌ফ ভূমিসংলগ্ন না করিয়া উভয় পদে, অথবা অশক্ত হইলে ভূমিসংলগ্ন-গুল্‌ফ হইয়া উভয় পদে নির্ভর পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যথোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধাদি পদগত বিকল্পের তাৎপর্য্য এই যে, প্রয়াসবাহুল্যে ফলবাহুল্য হইয়া থাকে।

---

* "ছন্দোগপরিশিষ্টং। উত্থায়ার্কং প্রতিপ্রোহেত্ত্রিকেণাঞ্জলিনাম্ভসঃ। উচ্চিত্রমৃগ্‌দ্বয়েনাথ চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্‌। উত্থিতো ভূত্বা প্রণবব্যাহৃতি-সাবিত্র্যাত্মকেন সূর্য্যাভিমুখং জলাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ। ***। একাঞ্জলি-বক্ষ্যমাণগোভিলোক্তত্র্যঞ্জল্যোর্ব্যবস্থামাহ ব্যাসঃ। করাভ্যাং তোয়মাদায় গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্‌। আদিত্যাভিমুখস্তিষ্ঠংস্ত্রিরূর্দ্ধং সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপেৎ। মধ্যাহ্নে তু সকৃদেবং ক্ষেপণীয়ং [illegible]তিভিঃ। অত্রাভিমন্ত্রিতমিত্যুক্তের্বার-ত্রয়ং মন্ত্রপাঠঃ প্রধানগুণাবৃত্তিন্যায়েনাপি মন্ত্রাবৃত্তিরেবমেব সমুদ্রকরভাষ্যম্‌। জলাঞ্জলিক্ষেপে কারণমাহ কাশ্যপঃ। ত্রিংশৎকোট্যো মহাবীর্য্যাঃ মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্‌। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। উপাসতে ততঃ সন্ধ্যাং প্রক্ষিপন্ত্যুদকাঞ্জলিম্‌। দহ্যন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা। এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে ॥" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্‌।

অতএব উভয়পদ, একপদ ও অর্দ্ধপদ ইহাদের ক্রমশ ফলাতিশয্য স্বীকার করিতে হইবে *।

ওঙ্কারব্যাখ্যা।

ওঙ্কারার্থ—'অ'কার 'উ'কার এবং 'ম্'কার এই বর্ণত্রয়ের সন্ধিদ্বারা 'ওম্' এইশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'অ'কারের অর্থ বিষ্ণু অর্থাৎ জগৎপাতা অথবা স্থিতি-কারণ, 'উ'কারের অর্থ শিব অর্থাৎ সংহারকর্ত্তা অথবা লয়-কারণ এবং 'ম্'কারের অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা উৎপত্তি-কারণ। অতএব 'ওম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে আখ্যাত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্ম †।

---

* "তদসংযুক্তপার্ষ্ণির্বা একপাদর্দ্ধপাদপি।
কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্বাপি ঊর্দ্ধবাহুরথাপি বা ॥"
স্মার্ত্তধৃত-ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

করগতবিকল্পমাহ—
"সায়ংপ্রাতরুপস্থানং কুর্য্যাৎ প্রাঞ্জলিরানতঃ।
ঊর্দ্ধবাহুস্তু মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ ॥" হারীতঃ।

† "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ।"
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।"
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রম্।

"ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্ ॥"
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

"অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥"
মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ ॥" মনুঃ বৃহদ্বিষ্ণুশ্চ।

কঠোপনিষদে উক্ত আছে, যম নচিকেতাকে কহিতেছেন যে, সমুদায় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির জন্য হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঙ্কার *।

তাৎপর্য্য—বেদেতে ওঙ্কারের বাচ্য ব্রহ্ম, এ নিমিত্ত এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ওঙ্কার।

এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম। এই ওঙ্কারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যেউপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন †।

---

* "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥"
কঠোপনিষৎ।

† "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥"
কঠোপনিষৎ।

আগম অনুসারে প্রণবের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যথা;—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ" ॥

যিনি সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ত্রিস্থান বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা স্বরূপ প্রণব না জানেন, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন! ফলত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণবের অন্তর্গত সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন ;—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ॥

তাৎপর্য্য—যে কোন পুরুষ অপরব্রহ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া অপরব্রহ্মরূপে ওঙ্কারের অর্থ ধ্যান করেন, তাঁহার

মানব জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয়, তখন তাঁহাকে দ্বিজ বলা যায়। পরে তিনি যখন বেদ পাঠ করেন, তখন বিপ্রপদ-বাচ্য হয়েন। অনন্তর ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) অর্থাৎ প্রণব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে আরও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতনয় যদি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ঁ) নাদ, (·) বিন্দু, (—) কলা এবং (=) কলাতীত। চতুষ্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত্যবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

প্রণব তিন প্রকার যথা, অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপর প্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ প্রণবের স্বরূপ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। শব্দব্রহ্ম স্বরূপ অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার, সাত্ত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কলা (অঙ্কুর) শব্দের অর্থ মহেশ্বর রূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূত এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি, স্পর্শ-শক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ, এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং সাত্ত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়,

উক্ত অপরব্রহ্ম প্রাপ্তিই হয়, আর যে পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন, তিনি

ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়; এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ব এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারিটি অবস্থা আছে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। গুণমাত্রে স্থিত হইলে বীজ বলা যায়। নির্গুণ-অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটি অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, যথা, বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের প্রথম স্থান; হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের দ্বিতীয় স্থান; অব্যাকৃত অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান; সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

আমরা যেরূপ প্রণবের ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ বোধ হয় না। অনেকে ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় মনে করিতে পারেন, এজন্য প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নে সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের স্বরূপ ও সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। সারদাতিলকে প্রথম পটলে কথিত আছে,—

পরব্রহ্ম লাভ করেন। পরোক্ষ প্রমাদ্বারা জ্ঞেয় হইলে তিনি অপরব্রহ্ম এবং অপরোক্ষ প্রমাদ্বারা জ্ঞেয় হইলে তিনি

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকেন না; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপ বা স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট উভয়াত্মক, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু গোপাল কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য, শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যেতে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান

পরব্রহ্ম শব্দে বাচ্য হয়েন। একণে পরোক্ষাপরোক্ষ প্রমার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। অনুপহিত চৈতন্যের যোগ্য

ও আবির্ভাব কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলত যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

একণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সমভাগে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণ প্রকাশ না থাকাতে সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লয়প্রাপ্ত হওয়াতে ইহাকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে, কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্তকালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় এই চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত; পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, ইহার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমত এই আদ্যাশক্তিতে গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে কথিত আছে,—

"সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে।

বিষয়ে একত্বের অভাব অর্থাৎ দর্শনোপযুক্ত বিষয়ের অদর্শনের নামই পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অনুপহিত

বিবর্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভসৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকা প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্বিধা দেবি যথাপূর্বং সমাসতঃ॥”

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকার সৃষ্টি হয়। প্রথমত অদৃষ্ট বশত জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি। বিবর্তসৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত আছে,—

“সতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ॥”

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব বস্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ববস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে বিবর্ত বলা যায়। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু রজ্জুর রজ্জুতা অব্যাহতই থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জুর অন্যথাভাব হয় না। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত রহিয়াছে, পরন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তস্বরূপ; ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তু রূপান্তর হইয়া সেই স্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা

চৈতন্যের অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যকে অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ তাহা হইতে

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে আরম্ভসৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ সৃষ্টিরই বর্ণনা আছে, কারণ, তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকসৃষ্টি ও পরিণাম-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদান্তিকগণ যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি বর্ণন করিয়াছেন। তন্ত্রে যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্ত্তসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে কোন দর্শনশাস্ত্রই সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিতেছি।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যাশক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমত তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রে যে কথিত আছে, আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে উপগতা হয়েন অথবা বলপূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হয়েন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীবসৃষ্টি হয়; মহাকাল সহযোগে আদ্যাশক্তি হইতে সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। বৈষ্ণবেরা এই আদ্যাশক্তিকে (কালীকে) রাধিকা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, গোলোকে রাসমণ্ডলে রাধিকা একটি অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন; সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্য মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভেদে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমরা যে

ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন হওয়াকে অর্থাৎ চৈতন্য ও বিষয় পরস্পর বিভিন্ন থাকিয়াও অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা একত্ব হওয়াকে

তমোগুণকে মহাকাল-বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তিনিই বৈষ্ণবদিগের নবীন-নীরদ-দ্যুতি কৃষ্ণ, গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। রাসলীলার অর্থ গুণভেদে বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। গোলোকের অর্থ অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।

অনন্তর প্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিন গুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ নাদকে তামসিক মহত্তত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রুতি আছে যে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ প্রথমত হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তিনি গুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছেন; ইহার সহিত কোন বিরোধ হইতেছে না। প্রথমত গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। পরে সেই মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্মমহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্ত্বিক বিন্দু রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু, এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। বিন্দু শব্দের অর্থ যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই, উচ্চতাও নাই, তাদৃশ বস্তু। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে,—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।

তাদাত্ম্য কহে। এই তাদাত্ম্যই অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ।
পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবার

সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ।
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ॥”

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহত্তত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর (অহঙ্কারতত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। পরশক্তিময় এই বিন্দু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, তামসিক বিন্দুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ। এই তিনের যে সমষ্টি তিনি পরমবিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন। এই বিন্দু বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়; বীজ শক্তিস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায়স্বরূপ। ফলত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্বগুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময় এবং রজোগুণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মহত্তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজমাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞান-শক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-শক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নিস্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্রস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াসারে কথিত আছে,—

“বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥”

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির

নিমিত্ত নিম্নে একটি শাস্ত্রীয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। তদ্‌যথা ;—

উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই ; কারণ, তাঁহারা ঐ তিন শক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। গোরক্ষ-সংহিতাতেও রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া তিন শক্তিমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই তিন শক্তিরূপ জ্যোতিই প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য। কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত আছে,—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্॥"

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা শব; সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রেত, সন্দেহ নাই। দেবি! রুদ্রাণী সংহার করিতেছেন, রুদ্র কখনই সংহারকার্য্যে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! রুদ্রও শব সন্দেহ নাই। ফলত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ; কারণ, শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুত শক্তিসমবেত

উদাহরণ—বিদেশগামী দশজন পুরুষের মধ্যে কোন কারণবশত গণনার প্রয়োজন হওয়াতে তন্মধ্যস্থ একজন

ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন; শক্তিব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে; কারণ, শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক্ হয়েন না, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ, মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের চরমসৃষ্টি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তির উৎপত্তি কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমত শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলভূত রূপে পরিণত হইবে। আপাতত বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতের পরস্পর বিভেদক একটি সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

প্রথমে ভ্রমক্রমে তাহার নিজ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখিল যে, নয়জন হইতেছে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজসশক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থাচতুষ্টয়ের ন্যায় বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থাচতুষ্টয় হইয়াছে।

এক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজ শব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীর। এইরূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্ত্বিকবিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিৎ, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি বিষ্ণুর শরীর। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের সমষ্টিকে অপরপ্রণব ও শব্দব্রহ্ম বলা যায়।

অবশিষ্ট সকলের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখিল যে, সেই নয়জনই হইতেছে। তখন

শব্দব্রহ্মবিষয়ে সারদাতিলকে কথিত আছে ;—

> ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবো ভবৎ।
> শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ।
> শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
> ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জড়ত্বা তয়োরপি।
> চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥

পরমবিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্ত স্বরূপ অপর প্রণব উৎপন্ন হইলেন॥ আগমবিশারদ মহাত্মগণ ইঁহাকেই শব্দব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দ-স্ফোটবাদীরা শব্দকে এবং অর্থস্ফোটবাদীরা শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধি হইতেছে না, কারণ শব্দ ও শব্দার্থ উভয়ই জড়পদার্থ। আমার বিবেচনায় যিনি সর্ব্বভূতের চৈতন্য, তিনিই শব্দব্রহ্ম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও শব্দার্থ যদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম। জগতে শব্দ ও শব্দের অর্থ, শব্দব্রহ্মের বিরাট্ মূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দকে এবং শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই, কারণ অর্থ ও চৈতন্যসমবেত শব্দ এবং শব্দ ও চৈতন্যসমবেত অর্থ অবশ্যই শব্দব্রহ্ম হইতে পারেন। জগতে শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন শব্দ নাই ও কোন পদার্থও নাই। ব্রহ্ম যখন অনুপহিত ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম ও পরপ্রণব বলা যায়। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত অথবা প্রকৃতি স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবধি, এই স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায়ই অপরব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম ও অপর প্রণব শব্দে অভিহিত হয়। অনুপহিত চৈতন্য ও উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরপ্রণব বা পরমব্রহ্ম এবং অপরপ্রণব বা শব্দব্রহ্ম এতদুভয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির প্রকারান্তর সৃষ্টি ও প্রকারান্তর বিরাট্ মূর্ত্তি নিরূপিত হইতেছে যথা, সারদাতিলকে কথিত আছে ;—

> অথ বিশ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
> বভূব চ জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ।

তাহারা 'দশম নাই' এই স্থির করিয়া তাহার বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে একজন

মহেশ্বরাত্তবেদীশস্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

অনন্তর কালের সহায়তায় শক্তির সহিত একীভূত বিন্দুরূপ পরশিব (ব্রহ্ম) হইতে জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। তন্ত্রে ইঁহারা সকলেই শিবশব্দে অভিহিত হয়েন, যথা;—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব (মহেশ্বর) ও পরশিব, এই ছয় শিব কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহস্রারে পরমশিব নামে সপ্তম শিব আছেন।

জীবসমষ্টিরূপ শব্দব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তিতে যে ষট্‌চক্র আছে, তাহার মূলাধারে ব্রহ্মা ও পৃথিবী, স্বাধিষ্ঠানচক্রে বিষ্ণু ও জল, মণিপূরে রুদ্র ও তেজ, অনাহতচক্রে ঈশ্বর ও বায়ু, বিশুদ্ধচক্রে মহেশ্বর ও আকাশ এবং আজ্ঞাচক্রে বিন্দুরূপ পরশিব আছেন। তৎপরে সহস্রারে প্রকৃতি ও চৈতন্য একীভূত আছেন। ব্যষ্টিরূপ জীবের শরীরেও এই সমুদায় চক্রে এই সমুদায় দেবতা ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। এক্ষণে বিবেচনা করুন, আকাশ মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি, বায়ু ঈশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি, তেজ রুদ্রের বিরাট্‌মূর্ত্তি, জল বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তি এবং পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্‌মূর্ত্তি। পরশিবের বিরাট্‌মূর্ত্তি বিন্দু হইতে আকাশ, মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি আকাশ হইতে বায়ু, ঈশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তি বায়ু হইতে তেজ, রুদ্রের বিরাট্‌মূর্ত্তি তেজ হইতে জল, বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তি জল হইতে পৃথিবী বা ব্রহ্মার বিরাট্‌মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই বিরাট্‌মূর্ত্তিতেও দেখিয়া লউন; যখন সমুদায় জলময় ছিল, তখন বিষ্ণুর বিরাট্‌মূর্ত্তিরূপ জলরাশির মধ্যস্থলে (নাভি-কমলে) পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্‌শরীর।

পূর্ব্বে এক প্রকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এখানে আর এক প্রকার বলা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু

আগন্তুক তাহাদের বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, আমরা দশজন আসিয়াছিলাম কিন্তু এখন

ও রুদ্র কোথাও নিরাকার ভাবে, কোথাও সাকারভাবে, কোথাও সাক্ষিভাবে, কোথাও বীজভাবে, কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও স্থূলভাবে, কোথাও বিরাট্‌রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। পুরাণে কোথাও বিষ্ণু হইতে শিবের উৎপত্তি, কোথাও শিব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি, কোথাও ব্রহ্মা হইতে রুদ্রের উৎপত্তি, কোথাও রুদ্র হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণিত আছে, এতৎসমুদায়ই সত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু বা রুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন। সমুদায় বিষ্ণুমূর্ত্তির সমষ্টিকে বিষ্ণু, সমুদায় ব্রহ্মমূর্ত্তির সমষ্টিকে ব্রহ্মা এবং সমুদায় রুদ্রমূর্ত্তির সমষ্টিকে রুদ্র বলিয়া উপাসনা করা যায়। ফলত শাস্ত্রে যে নানা মুনির নানা মত আছে, তৎসমুদায়ই সত্য। শাস্ত্র সমুদায়ের পরস্পর কিছুমাত্র অনৈক্য নাই; পণ্ডিতগণ শাস্ত্রকারদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া এবং সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া মতভেদ কল্পনা করেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ঁ) নাদ, (·) বিন্দু, (—) কলা ও (=) কলাতীত, এই সাতটি অপর প্রণবের সপ্তাঙ্গ। স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটি তাঁহার চতুষ্পাদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় তাঁহার ত্রিস্থান এবং আকাশমূর্ত্তি মহেশ্বর, বায়ুমূর্ত্তি ঈশ্বর, তেজোমূর্ত্তি রুদ্র, জলমূর্ত্তি বিষ্ণু এবং ক্ষিতিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, তাঁহার পঞ্চ দেবতা। বীজের মধ্যে যেরূপ কলা (অঙ্কুর) অন্তর্নিহিত থাকে, চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না 'ওঁ' ইহার মধ্যেও সেইরূপ কলা অন্তর্নিহিত আছে। কলাতীত অর্থাৎ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য অথবা এতৎসমুদায়ের চৈতন্যাংশ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। বীজমধ্যে যে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়। বস্তুত 'ওঁ' এই বর্ণটি প্রণব নহে। 'ঘট' এই শব্দটি কখনই ঘট হইতে পারে না। যিনি শব্দব্রহ্ম-পদবাচ্য, তাঁহাকেই অপরপ্রণব বলা যায়। তাঁহাতেই সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ্য করুন।

এই জগতে আমরা যে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি; তৎসমুদায়েই প্রণবের সপ্তাঙ্গাদির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সপ্ত অঙ্গের মধ্যে অকার, উকার ও মকার এই তিনটি অঙ্গ মূল ও অমিশ্র। নাদ, বিন্দু

নয়জন হইতেছে অর্থাৎ দশমের অভাব হইতেছে। তথা আগন্তুক গণনা করিয়া দশজনই আছে দেখিয়া কহিল

ও কলা ঐ গুণত্রয়ের যোগবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহার মিশ্র পদার্থ। কলাতীত (চৈতন্য) স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়াও গুণযোগে মিশ্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রণবের সপ্ত অঙ্গের চিহ্ন দেখুন, সূর্য্যকিরণে সপ্ত বর্ণ। এই সপ্ত বর্ণের মধ্যে নীল, পীত ও লোহিত এই তিন বর্ণ মূল, অপর চারিবর্ণ যৌগিক। নীলবর্ণ তমোগুণ, পীতবর্ণ সত্ত্বগুণ এবং লোহিতবর্ণ রজোগুণ। অপর দেখুন, সপ্ত শিব, সপ্ত পদার্থ, সপ্ত আম্নায়, সপ্ত ঋষি, সপ্ত ব্যাহৃতি, সপ্ত বার, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত কুলাচল, সপ্ত পুণ্যনদী, এতদ্ব্যতীত ভূগর্ভে সপ্ত স্তর, অসীম জলরাশিতে সপ্ত স্তর, বায়ুতে সপ্তস্তর (ইহা হইতেই সপ্তগুণিত সপ্তবায়ু অর্থাৎ ৪৯ বায়ু হইয়াছে) বৃক্ষত্বকে সপ্তস্তর, কাষ্ঠে সপ্তস্তর, অস্থিতে সপ্তস্তর, চর্ম্মে সপ্তস্তর, মাংসে সপ্তস্তর, অগ্নির সপ্তজিহ্বা ইত্যাদি।

সমুদায় বস্তুতেই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী, এই চারি অবস্থা আছে; সুতরাং প্রণবকে চতুষ্পাদ বলা যায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহাও সমুদায় জগতে আছে; পরন্তু এই অবস্থাত্রয়ে কেহ ভোক্তা, কেহ বা ভোগ্য হইয়া থাকেন। যখন পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তখন পঞ্চভূতমূর্ত্তি পঞ্চদেবতা যে, সকল স্থলেই আছেন, তাহা, সহজেই অনুভূত হইতেছে।

অপরপ্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপিত হইল। অনুপহিত চৈতন্যকে পরপ্রণব বলা যায়। অনুপহিত চৈতন্যে অঙ্গাদি সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইয়া আছে; সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। পরপ্রণব ও অপরপ্রণব অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়। এক্ষণে মহা-প্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। সপ্ত আম্নায় মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাঁহার পাদচতুষ্টয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহার তিন স্থান। হিরণ্যগর্ভ (শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টি), শক্তিযুক্ত ঈশ্বর, শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর, শক্তির সহিত একীভূত পরশিব ও পরমব্যোম (পরমব্রহ্ম) তাঁহার পঞ্চদেবতা।

তান্ত্রিকেরা মহাপ্রণবকে শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রণব রূপ শিবের সপ্তমুখই সপ্ত আম্নায়। তন্মধ্যে দুই মুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ প্রকাশিত

'দশমোঽস্তি' অর্থাৎ 'দশম আছে।' আগন্তুকের 'দশম আছে' এই বাক্য দ্বারা তাহাদের যে জ্ঞান জন্মিল, তাহাই

আছে। এই জন্য শিবকে পঞ্চবক্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। 'ওঁ' এই মহাপ্রণবেও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু, এই পঞ্চ অঙ্গ ব্যক্ত আছে, কলা ও কলাতীত এই দুই অঙ্গ অব্যক্ত রহিয়াছে। সপ্ত আম্নায়ের (শিবের সপ্ত মুখের) নাম,—তৎপুরুষ (অকার), অঘোর (উকার), সদ্যোজাত (মকার), বামদেব (নাদ), ঈশ্বর (বিন্দু), নীলকণ্ঠ (কলা) ও চৈতন্য (কলাতীত)। তৎপুরুষকে পূর্ব্ব মুখ, অঘোরকে দক্ষিণ মুখ, সদ্যোজাতকে পশ্চিম মুখ, বামদেবকে উত্তর মুখ, ঈশ্বরকে উর্দ্ধ মুখ, নীলকণ্ঠকে গুপ্ত অধোমুখ ও চৈতন্যকে সর্ব্বমুখের মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পূর্ব্বাম্নায়ের গুরু ব্রহ্মা, ইনি প্রণবের অকার স্বরূপ। ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং মহাপ্রণব রূপ শিবের পূর্ব্ব মুখ হইতেই চারি বেদের উৎপত্তি। এই জন্য জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, "বেদানাং প্রণবো বীজং" অর্থাৎ প্রণবই বেদের বীজ। ফলত কি তন্ত্র, কি পুরাণ, কি দর্শনশাস্ত্র, সমুদায়ই শিবের কোন না কোন আম্নায় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। বেদ শিবশব্দবাচ্য মহাপ্রণবের পূর্ব্ব মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মা তাহার গুরু অর্থাৎ উপদেশক। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে ব্রহ্মাই মহাপ্রণবের অকার অথবা শিবের পূর্ব্ব মুখ বলিয়া প্রতীতি হইবে। এইরূপ মহাপ্রণবের দ্বিতীয় অঙ্গ উকার অর্থাৎ বিষ্ণু দক্ষিণাম্নায়ের গুরু। এইরূপ মকার অর্থাৎ রুদ্র পশ্চিমাম্নায়ের, নাদ অর্থাৎ ঈশ্বর উত্তরাম্নায়ের, বিন্দু অর্থাৎ মহেশ্বর উর্দ্ধ আম্নায়ের, কলা অর্থাৎ পরশিব অধ আম্নায়ের এবং কলাতীত অর্থাৎ পরমাশক্তি সপ্তম আম্নায়ের গুরু।

যিনি মন্ত্রাদি প্রকাশ করেন তাঁহাকে ঋষি বলা যায়। শিবের সপ্ত মুখ হইতে বেদাদি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সপ্ত মুখই ঋষিপদবাচ্য, সুতরাং তদনুসারে পূর্ব্বাম্নায়ের ঋষি তৎপুরুষ, দক্ষিণাম্নায়ের ঋষি অঘোর, পশ্চিমাম্নায়ের ঋষি সদ্যোজাত, উত্তরাম্নায়ের ঋষি বামদেব, উর্দ্ধাম্নায়ের ঋষি ঈশান, ষষ্ঠ আম্নায়ের ঋষি নীলকণ্ঠ ও সপ্তম আম্নায়ের ঋষি চৈতন্য।

পরোক্ষজ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা 'দশম নাই' এই ভ্রম দূর হইয়া 'দশম আছে' এইমাত্র স্থির হইল বটে,

---

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি আস্তিকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই মহাপ্রণবের সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত কোন না কোন আম্নায় হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সপ্ত আম্নায়ের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির উপদেশের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সাতটি মঠ পরিকল্পিত আছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আম্নায়বিষয়ে উপদেশ দিবার উদ্দেশে প্রথম চারিটি মঠের অনুকল্প স্বরূপ স্থূল চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি মঠ অদ্যাপি অব্যক্ত ভাবে আছে। সপ্ত আম্নায়ের পরিচয় দিতে হইলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদায় মঠ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কারণ ভিন্ন ভিন্ন মঠে ভিন্ন ভিন্ন এক্ এক আম্নায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অতএব আমরা আম্নায়-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সপ্ত মঠে প্রবিষ্ট হইলাম।

অভিধেয়।

প্রথম আম্নায়ে সৃষ্টি, দ্বিতীয় আম্নায়ে স্থিতি, তৃতীয় আম্নায়ে সংহার, চতুর্থ আম্নায়ে অনুগ্রহ, পঞ্চম আম্নায়ে অনুভব, ষষ্ঠ আম্নায়ে নিরনুভব এবং সপ্তম আম্নায়ে পরমব্যোম বিষয়ে উপদেশ আছে। প্রথম আম্নায়ের জ্ঞেয় বা গম্য কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি, দ্বিতীয় আম্নায়ের গম্য পরমাত্মা, তৃতীয় আম্নায়ের গম্য কাল, চতুর্থ আম্নায়ের গম্য বিজ্ঞান, পঞ্চম আম্নায়ের গম্য শূন্য, ষষ্ঠ আম্নায়ের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তম আম্নায়ের গম্য পরমব্রহ্ম বা পরমব্যোম। প্রথম আম্নায়ে মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ, দ্বিতীয় আম্নায়ে ভক্তিযোগ ও লয়যোগ, তৃতীয় আম্নায়ে ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্যযোগ, চতুর্থ আম্নায়ে জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ, পঞ্চম আম্নায়ে বাসনাযোগ, পরাযোগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আম্নায়ে শাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা অমনস্কযোগ, সপ্তম আম্নায়ে সহজযোগ ও মোক্ষ কথিত হইয়াছে।

যোগসাধন করিবার প্রধান করণ।

প্রথম আম্নায়ের করণ নাসিকা, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ জিহ্বা, তৃতীয় আম্নায়ের করণ চক্ষুঃ, চতুর্থ আম্নায়ের করণ ত্বক্, পঞ্চম আম্নায়ের করণ

কিন্তু তখনও তাহাদের দশমের প্রত্যক্ষজ্ঞান না হওয়াতে তাহারা কহিল যে, যদি দশম আছে স্থির হইল, তবে সে

কর্ণ, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ মন, সপ্তম আম্নায়ের করণ সমাধি। প্রত্যেক আম্নায়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যোগসাধন হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক করণের ন্যায় রাজসিক করণও আছে; যথা,—প্রথম আম্নায়ের করণ পাদ, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ উপস্থ, তৃতীয় আম্নায়ের করণ পাণি, চতুর্থ আম্নায়ের করণ পায়ু, পঞ্চম আম্নায়ের করণ বাক্‌, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ, সপ্তম আম্নায়ের করণ মৃত্যু।

গুরু।=১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ রুদ্র। ৪ ঈশ্বর। ৫ মহেশ্বর। ৬ পরশিব। ৭ (পরমশিব বা) শক্তি। এস্থলে এবং ইহার পরে ১=প্রথম আম্নায়, ২=দ্বিতীয় আম্নায়, ৩=তৃতীয় আম্নায় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

ঋষি।=১ তৎপুরুষ। ২ অঘোর। ৩ সদ্যোজাত। ৪ বামদেব। ৫ ঈশান। ৬ নীলকণ্ঠ। ৭ চৈতন্য।

মঠ।=১ গোবর্দ্ধন মঠ। ২ সিঙ্গেরী মঠ। ৩ সারদা মঠ। ৪ জ্যোতিষ মঠ (জোষী মঠ)। ৫ সুমেরু মঠ। ৬ পরমাত্ম মঠ। ৭ সহস্রদলকমল মঠ।

ক্ষেত্র।=১ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ২ রামেশ্বর ক্ষেত্র। ৩ দ্বারকা ক্ষেত্র। ৪ মুক্তি ক্ষেত্র। ৫ কৈলাস ক্ষেত্র। ৬ মানসসরোবর ক্ষেত্র। ৭ অনুভব ক্ষেত্র।

আশ্রম।=১ পূর্ব্বাশ্রম। ২ দক্ষিণাশ্রম। ৩ পশ্চিমাশ্রম। ৪ উত্তরাশ্রম (বদরিকাশ্রম)। ৫ ঊর্দ্ধাশ্রম। ৬ গুপ্তাশ্রম। ৭ নিষ্কল আশ্রম।

সম্প্রদায়।=১ ভোগবর সম্প্রদায়। ২ ভুরবর সম্প্রদায়। ৩ কীটবর সম্প্রদায়। ৪ আনন্দবর সম্প্রদায়। ৫ কাশিকা সম্প্রদায়। ৬ সত্যসন্তোষ সম্প্রদায়। ৭ সহস্রদলপঙ্কজ সম্প্রদায়।

পদ।=১ বনস্বামী, অরণ্যস্বামী। ২ ভারতীস্বামী, সরস্বতীস্বামী, পুরীস্বামী। ৩ তীর্থস্বামী, আশ্রমস্বামী। ৪ গিরিস্বামী, পর্ব্বতস্বামী, সাগরস্বামী। ৫ জ্ঞানস্বামী, ধ্যানস্বামী। ৬ যোগস্বামী। ৭ শ্রীপাদুকাস্বামী।

দেব।=১ জগন্নাথ। ২ বরাহ। ৩ সিদ্ধেশ্বর। ৪ নারায়ণ। ৫ নিরঞ্জন। ৬ পরমহংস। ৭ বিশ্বরূপ।

দেবী।=১ বিমলা। ২ কামাখ্যা। ৩ ভদ্রকালী। ৪ পুণ্যগিরি। ৫ মায়া। ৬ মানসীমায়া। ৭ চিচ্ছক্তি।

দশম কই? তখন আগন্তুকের কথানুসারে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তিসঙ্কুল গণনা করিয়া

তীর্থ।=১ মহোদধি। ২ তুঙ্গভদ্র। ৩ গোমতী। ৪ অলকনন্দা। ৫ মানসসরোবর। ৬ ত্রিকোটিতীর্থ। ৭ শব্দশ্রবণ।

আচার্য্য।=১ বগুভদ্রাচার্য্য বা তুঙ্গাচার্য্য। ২ পৃথ্বীধরাচার্য্য। ৩ বিশ্বরূপাচার্য্য। ৪ ত্রটকাচার্য্য বা নরাটকাচার্য্য। ৫ ঈশ্বর। ৬ অদ্বিতীয় চৈতন্য। ৭ সদ্‌গুরু।

বেদ।=১ যজুর্ব্বেদ। ২ ঋগ্বেদ। ৩ সামবেদ। ৪ অথর্ব্ববেদ। ৫।৬।৭ বেদাতীত।

ব্রহ্মচারী।=১ প্রকাশব্রহ্মচারী। ২ চৈত্যব্রহ্মচারী। ৩ স্বরূপব্রহ্মচারী। ৪ আনন্দব্রহ্মচারী। ৫।৬।৭ ব্রহ্মচর্য্যাতীত।

কার্য্য।=১ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইহা চিন্তা। ২ যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ। ৩ তত্ত্বমসিবিচার। ৪ জ্ঞানধ্যান প্রকাশ। ৫ সংহারক্রমে সন্ন্যাস। ৬ মহাসন্ন্যাস। ৭ পূর্ণানন্দক্রমে মহাসন্ন্যাস।

মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ নিরূপিত হইল। জগতে যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় আছে, তাহাই মহাপ্রণবের পাদচতুষ্টয়। ত্রিস্থান অর্থাৎ মহাপ্রণব সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের আধার। সত্ত্বগুণ দীপশিখার ন্যায় উর্দ্ধগামী, লঘু, প্রকাশক ও সুখসন্তোষ স্বরূপ। রজোগুণ বাসনাময়, অনুরাগময়, মোহময় ও কামক্রোধাদির আকর। তমোগুণ গুরু, দুঃখময়, আবরক ও নিদ্রা আলস্য প্রভৃতির কারণ। মহাপ্রণবকে আশ্রয় করিয়াই এই গুণত্রয় নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চদেবতার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ প্রভৃতি, সমষ্টির উপরি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ব্যষ্টির উপরিও সপ্ত অঙ্গ দেখান যাইতেছে। আমি অপরপ্রণব ও মহাপ্রণব। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা আমি পরপ্রণবও হইতেছি। দেখুন, আমার মূলাধারে পৃথিবীমূর্ত্তি অকারস্বরূপ ব্রহ্মা, আমার স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্ত্তি উকারস্বরূপ বিষ্ণু, আমার মণিপূরচক্রে তৈজসমূর্ত্তি মকারস্বরূপ রুদ্র, আমার অনাহতচক্রে বায়ুমূর্ত্তি নাদস্বরূপ ঈশ্বর, আমার বিশুদ্ধচক্রে আকাশমূর্ত্তি বিন্দুস্বরূপ মহেশ্বর, আমার আজ্ঞাচক্রে মনোমূর্ত্তি কলাস্বরূপ পরশিব এবং

দেখিল, নয়জন হইতেছে। তখন আগন্তুক কহিল 'দশমস্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই দশম'। আগন্তুকের 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্যে যখন সে 'দশমোঽস্মি' অর্থাৎ 'আমিই দশম' এই রূপে দশম পদের নির্দ্দিষ্ট পুরুষ হইতে অভেদাত্মক আপনাকে প্রত্যক্ষ করিল, তখনই তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হইল। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, 'দশমোঽস্তি' এই বাক্য পরোক্ষ জ্ঞানের এবং 'দশমস্ত্বমসি' এই বাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হইতেছে। অতএব যথোক্ত সহকারি-সম্পন্ন বাক্য, পরোক্ষাপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার প্রমাই (যথার্থজ্ঞান) উৎপন্ন করিয়া থাকে। এক্ষণে বাক্য হইতে অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, মনোদ্বারা ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, একথা বলা যাইতে পারে না; কারণ বেদান্তে মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ মন যে ইন্দ্রিয় নহে তাহা উক্ত হইয়াছে। বৃত্তির প্রতি উপাদান-কারণত্ব (সমবায়ি-কারণত্ব) প্রযুক্ত মন করণত্বের অযোগ্য অর্থাৎ যাহাদ্বারা জ্ঞানের উপলব্ধি হয় মনকে তাহা বলা যাইতে পারে না; যেহেতু প্রমাণজন্য

আমার সহস্রারে কলাতীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করিতেছেন। সপ্ত চক্র সপ্ত আম্নায়। ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্রমশ সপ্ত আম্নায়ের গুরু। এই সপ্ত আম্নায় আমার সপ্ত অঙ্গ। আমাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পাদ-চতুষ্টয় এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও রহিয়াছে। আমার শরীর ব্রহ্মা প্রভৃতি ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার আধার। সুতরাং আমিই প্রণব। যিনি প্রণবস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) না জানেন, তিনি কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, কারণ,—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঙ্কারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণোভবেৎ॥"

—ওঁ—		(সনাতন ধর্ম্ম।)

অপরোক্ষ জ্ঞানেরই ভ্রমনিবর্ত্তকত্ব সম্ভব, অন্যের সম্ভব নহে; সুতরাং মনের ভ্রমনিবর্ত্তকত্ব সম্ভব হয় না। এইহেতু 'যন্মনসা ন মনুতে' অর্থাৎ 'যাঁহাকে মনোদ্বারা জানা যায় না' ইত্যাদি শ্রুতিতেও মনের অগোচরত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু আবার অন্য শ্রুতিতে যে 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্' অর্থাৎ 'পশ্চাৎ মনোদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিবে' এই বিধি দ্বারা মনের গোচরত্ব প্রতিপন্ন করিতে দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল মনোদ্বারা অর্থাৎ যে মন বাক্য সহকৃত নহে এমত মনোদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না, আর মন বাক্য-সহকৃত হইলে তদ্দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হয়েন। ইহা 'অবাঙ্মনস গোচর' এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই স্থির হইতেছে যে, শ্রবণ মননাদি-বিশিষ্ট মনেরই তিনি অপরোক্ষরূপে জ্ঞেয় হয়েন।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, লক্ষণ দ্বারা উক্ত পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞান হইলে লক্ষ্য স্থির হয়; অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, তাহার কোন এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন মাত্র। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক্ করা যায়; যেমন অবয়ব, বিস্তৃতি, কার্য্য ও বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই জানা যায় যে, ঘট হইতে বস্ত্র একটি পৃথক্ বস্তু। এই জন্য বস্তুমাত্রকে লক্ষ্য এবং আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সকলকে লক্ষণ কহে। অতএব যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হয়, তাহার নাম লক্ষ্য, আর যে সকল চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ যায়, সেই চিহ্ন সকলের নাম লক্ষণ বলা যায়।

উক্ত লক্ষণ দুই প্রকার যথা, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। স্বীয় অবয়বরূপ যে লক্ষণ, তাহার নাম স্বরূপলক্ষণ; যেমন বৃষ শব্দে গলকম্বল, শৃঙ্গ ও অসংযুক্তক্ষুরাদি লক্ষণবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুবিশেষ এবং অশ্বশব্দে গলকম্বল রহিত, কেশর-যুক্ত ও সংযুক্তক্ষুরাদি লক্ষণবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুবিশেষ ইত্যাদি। এস্থলে গলকম্বলাদি বৃষের ও গলকম্বল-রাহিত্যাদি অশ্বের স্বরূপ লক্ষণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আর লক্ষ্যের সমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান না থাকিয়াও যে চিহ্ন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক্ করে, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ কহা যায়; যেমন পক্ষিবিশিষ্ট গৃহ অর্থাৎ যে গৃহের উপর পক্ষী বসিয়া আছে, ঐটি অমুকের গৃহ। এস্থলে পক্ষিরূপ চিহ্ন অন্য গৃহ হইতে ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহকে পৃথক্ করিতেছে, যদিও ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহটি যতকাল বিদ্যমান থাকিবে, পক্ষীটি ততকাল তাহার উপর বসিয়া থাকিবে না; তথাপি পক্ষী এস্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহের তটস্থ লক্ষণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যদিও ব্রহ্ম কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন তথাপি তাঁহার স্বরূপ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, ব্রহ্ম ইহা ওঙ্কারের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আর যদিও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ, ব্রহ্মের সমান কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে না, তথাপি উহাদিগকে ওঙ্কারের তটস্থ লক্ষণ বলা যায়।

স্বরূপলক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি পরব্রহ্ম, আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি অপরব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞান

মাত্ররূপে, সাধকদিগের প্রথমত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা হয়। এইরূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন অপরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণরূপে সর্ব্বদা ধ্যানদ্বারা যখন ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এইরূপে যখন ব্রহ্ম সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বাদিরূপ উপাধি নিরপেক্ষ হইয়া জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পরব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন। এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণরূপে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইলে পরে অনায়াসে জগতের সম্বন্ধব্যতীতও কেবল জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বোধে তাঁহার উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণরূপে ব্রহ্মকে বোধ করা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, এনিমিত্ত এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপরব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন; এবং নিত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ; এনিমিত্ত এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তৃরূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং সেই স্থানে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। আর যিনি শমদমাদি-সম্পন্ন হইয়া সংসার ব্যতীত জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পর-ব্রহ্মে একাগ্রতা সহকারে চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি এই পৃথিবী হইতেই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব ওঙ্কারস্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তৃরূপ অপরব্রহ্ম; এবং সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম যিনি, তিনিও এই ওঙ্কারের

প্রতিপাদ্য। এই ওঙ্কার যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন, তখন উক্ত প্রণব বর্ণত্রয়বিশিষ্ট হইয়াও একবর্ণ মাত্র হয়েন। যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ সম্বন্ধে যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন *।

ওঙ্কার মাহাত্ম্য।

যে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদপ্রতিপাদ্য ওঙ্কারস্বরূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত নহেন, তিনি ভারবাহী গর্দ্দভ সদৃশ কেবল বেদ-ভার-ভরাক্রান্ত হইয়া, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন তাবৎকাল সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিমাত্রাযুক্ত অর্থাৎ গুণত্রয়যুক্ত অপরব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন, তিনি দেহাবসানে অপরব্রহ্মের ন্যায় গুণযুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যিনি মাত্রাক্ষরবিবর্জ্জিত (নির্গুণ নিষ্ক্রিয়) অচিন্ত্য, অব্যয়, সূক্ষ্ম, নিষ্কল, পরমপদরূপ পরব্রহ্মে বিশ্রাম করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারেন †। যিনি

---

* "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" কঠোপনিষৎ।

† "চতুর্ব্বেদেষু যো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
তাবদ্ভ্রমতি সংসারে যাবদ্ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
বেদভারভরাক্রান্তঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ।
যো বেত্তি ব্রাহ্মণোঽপ্যন্তং ত্রিমাত্রার্থেষু তিষ্ঠতি।
ত্রিমাত্রার্থে পদং ব্রহ্ম মাত্রাক্ষর-বিবর্জ্জিতম্।
অচিন্ত্যমব্যয়ং সূক্ষ্মং নিষ্কলং পরমং পদম্॥" বশিষ্ঠঃ।

ওঙ্কাররূপ একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন *। জলস্থ হইয়া তিনবার প্রণবজপ দ্বারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় †।

ওঙ্কারোচ্চারণবিধি।

পূর্ব্বাগ্র-কুশাসনোপরি আসীন ও পবিত্র হস্ত হইয়া তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক সার্দ্ধত্রিমাত্রাত্মক উদাত্ত স্বরে দীর্ঘঘণ্টাধ্বনির ন্যায় প্রণব উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য ‡। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহেন, সাধারণত সকল কর্ম্মের আরম্ভে ত্রিমাত্রাত্মক এবং তত্ত্বচিন্তার সময় সার্দ্ধত্রিমাত্রাত্মক প্রণবোচ্চারণ করা কর্ত্তব্য §।

হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে। অথবা একবারমাত্র শ্বাস ফেলিতে যত সময় লাগে

* "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† "অপি বা প্রণবমেব ত্রিরন্তর্জ্জলে পঠন্ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে সর্ব্বপাপাৎ পূতো ভবতি॥" বৌধায়নম্।

‡ "প্রাক্কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি॥" মনুঃ।
"এবমার্ষাদিকং স্মৃত্বা তত ওঙ্কারমভ্যসেৎ।
সার্দ্ধং ত্রিমাত্রমুচ্চার্য্যং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ॥" ব্যাসঃ।

"স্বরিতোদাত্ত একাক্ষর ওঙ্কার ঋগ্বেদে ত্রৈস্বর্য্যোদাত্ত একাক্ষর ওঙ্কারো যজুর্ব্বেদে দীর্ঘোদাত্ত একাক্ষর ওঙ্কারঃ সাম্নি সংক্ষিপ্তোদাত্ত একাক্ষর ওঙ্কারোঽথর্ব্ববেদে উদাত্তো নাত্র সংশয়ঃ॥" ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

§ "ত্রিমাত্রস্তু প্রয়োক্তব্যঃ কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বশঃ।
ত্রিস্রঃ সার্দ্ধাস্তু কর্ত্তব্যা মাত্রাস্তত্ত্বানুচিন্তকৈঃ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

তাহাকে, অথবা অতিদ্রুতও নয়, অতিবিলম্বিতও নয় এরূপ ভাবে অঙ্গুলি বা (করতল) দ্বারা স্বীয় জানুমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে যত সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে *। একমাত্রা কালে হ্রস্বস্বর, দ্বিমাত্রা কালে দীর্ঘস্বর, ত্রিমাত্রা কালে প্লুতস্বর এবং অর্দ্ধমাত্রা কালে ব্যঞ্জন বর্ণ সকল উচ্চারিত হইবে। দূর হইতে আহ্বান, গান, রোদনাদি সময়ে প্লুতস্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে †। উচ্চস্বরকে উদাত্ত, নীচস্বরকে অনুদাত্ত এবং উচ্চও নয় নীচও নয় এমত স্বরকে স্বরিত কহে ‡।

ওঙ্কারের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং সমুদায় কর্ম্মের আরম্ভে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে §।

* "জানু প্রদক্ষিণীকৃত্য ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
ক্রিয়তে যোঽঙ্গুলীস্ফোটো মাত্রা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥"
কেৎকারিণীতন্ত্রে চতুর্থ পটলম্।

অন্যচ্চ, "কালেন যাবতা স্বীয়-হস্তঃ স্বং জানুমণ্ডলম্।
পর্য্যেতি মাত্রা সা তুল্যা স্বয়ৈকশ্বাসতুল্যয়া ॥"

অন্যচ্চ, "মাত্রা হ্রস্বোক্ষরোচার্য্যমাণঃ কালঃ।"

অন্যচ্চ, "একশ্বাসময়ী মাত্রা—— ॥"

† "একমাত্রাস্ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধ মাত্রকম্।
দূরাহ্বানে তথা গানে রোদনে চ প্লুতো মতঃ ॥" ব্যাকরণম্।

‡ "উচ্চৈরুদাত্তঃ। নীচৈরনুদাত্তঃ। স্বরিতঃ সমাহারঃ ॥"
পাণিনিসূত্রম্

§ "তেনোপাস্তং ভতস্তস্য ব্রহ্মার্ষস্তু স্বয়ম্ভুবা।
গায়ত্র্যস্তু ভবেচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতমুচ্যতে।

ওঙ্কার স্বর্গদ্বার স্বরূপ; তজ্জন্য সমুদায় কর্ম্মের আদিতে ওঙ্কার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই ওঙ্কার সমুদায় মন্ত্রের আদ্যোচার্য্য বীজবর্ণ। ওঙ্কার উচ্চারণ না করিয়া যে কোন মন্ত্র পাঠ করা যায় তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ওঙ্কার-হীন মন্ত্র সকল সাধকের পক্ষে বজ্রীভূত হয়, সুতরাং সাধক বজ্রভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত মন্ত্রের আদিতে ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), জপ, ধ্যান, সন্ধ্যোপাসনা, প্রাণায়াম, হোম, দৈবপিত্র্য-মন্ত্রোচ্চারণ, যোগসাধন, ব্রহ্মবিদ্যাসাধন, বেদারম্ভ প্রভৃতি যাবতীয় নিত্য বা পুণ্য কর্ম্ম প্রভৃতির আদিতে ও অন্তে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। ফলত ওঙ্কারই সমুদায় মন্ত্রের অধিনায়ক *। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত আছে যে, সমুদায় মন্ত্রের আদিতে ওঙ্কার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কারণ ওঙ্কার দ্বারা মন্ত্র সকল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে; অর্থাৎ যে

সর্ব্বেষাদৌ প্রযুঞ্জীত ত্রিবিধেষু চ কর্ম্মসু।
বিনিয়োগঃ সমুদিষ্টঃ শ্বেতো বর্ণ উদাহৃতঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

'প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্র্যং ছন্দ এব হি।
দেবোঽগ্নির্ব্ব্যাহৃতিষু চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ব্যাসঃ।

* "ওঙ্কারং স্বর্গদ্বারং তস্মাৎ সর্ব্বেষ্বেব কর্ম্মস্বাদৌ প্রযুঞ্জীত।" ব্যাসঃ।

"ওঙ্কারপূর্ব্বং হি যোগোপাসনং যানি নিত্যানি পুণ্যতমানি কর্ম্মাণি দান-যজ্ঞ-তপঃ-স্বাধ্যায়-জপ-ধ্যান-সন্ধ্যোপাসন-প্রাণায়াম-হোম--দৈবপিত্র্য-মন্ত্রোচ্চার-ব্রহ্মারম্ভাদীনি যচ্চান্যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রেয়স্তৎ-সর্ব্বং প্রণবমুচ্চার্য্যপ্রবর্ত্তয়েৎ সমাপয়েৎ॥" ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

"যদোঙ্কারমকৃত্বা কিঞ্চিদারভ্যতে তদ্বজ্রীভবতি তস্মাদ্‌বজ্রভয়াদ্ভীত ওঙ্কারং পূর্ব্বমারভেৎ।" ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

সকল মন্ত্র ন্যূন বা অতিরিক্ত, অথবা পতিতবর্ণ, অশুদ্ধ, অযথাপ্রযুক্ত, কিম্বা অনধিকারি-পুরুষ-ব্যবহৃত, তৎসমুদায় এই সর্ব্ব মন্ত্রের আত্মস্বরূপ ওঙ্কার দ্বারা সফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে *।

গায়ত্রী ব্যাখ্যা।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থ—আমরা সেই প্রসিদ্ধ দীপ্তিশালী সবিতার জগৎ-প্রকাশক বরণীয় (সেই) তেজকে ধ্যান করি; যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে (ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষে) প্রেরণ করিয়া থাকেন। এস্থলে যদিও 'সেই' ভর্গের এই বিশেষণ উক্ত হয় নাই, তথাপি 'যে' এই যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকাতে 'সেই' এই তদ্ শব্দের প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; যথা, গায়ত্রী-

* "সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি।
সর্ব্বমন্ত্রাধিযজ্ঞেন ওঙ্কারেণ ন সংশয়ঃ।
যন্ন্যূনমতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তত্তদোঙ্কারযুক্তেন মন্ত্রেণাবিফলং ভবেৎ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

গায়ত্রী ব্যাখ্যা।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অস্যার্থঃ।—তৎ তস্য সবিতুস্তম্। ভর্গস্তেজঃ। ধীমহি চিন্তয়ামঃ। অত্র যদ্যপি তমিতি পদং ভর্গবিশেষণং নাস্তি তথাপি য ইতি যচ্ছব্দপ্রয়োগাদেব তমিতি তচ্ছব্দো লভ্যতে। তথা গায়ত্রীব্যাকরণ এব যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

ব্যাকরণে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "পণ্ডিতগণ তদ্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা যদ্ শব্দের প্রয়োগ বুঝিয়া লইবেন কারণ, যদ্ শব্দ প্রযুক্ত হইলেই তদ্ শব্দ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকে।"

এক্ষণে সেই সবিতা কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—তিনি সর্ব্বভূতের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ উৎপাদক। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "সবিতা, অচেতন ও চেতন সমস্ত ভাব পদার্থের উৎপাদন করিয়াছেন। সবন অর্থাৎ উৎপাদন এবং পাবন অর্থাৎ পবিত্র করেন বলিয়া তিনি সবিতা শব্দে অভিহিত হয়েন।"

পুনশ্চ সেই সবিতা কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—তিনি দীপ্তিশালী ও ক্রীড়াশীল দেব। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "তিনি সর্ব্বদা দীপ্তিশীল ও ক্রীড়াশীল এবং তিনি আকাশমণ্ডলে দ্যোতমান হয়েন, এই হেতু তিনি দেব শব্দে কথিত হইয়া থাকেন; সমুদায় দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।"

সেই ভর্গ কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি বিষয়ে

"তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ।
উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ॥"

কিম্ভূতস্য তস্য সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

"সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥"

পুনঃ কিম্ভূতস্য সবিতুঃ দেবস্য দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। তথাচ-যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥"

কিন্তু তং ভর্গং যো ভর্গো নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি

বিনিযুক্ত করিয়া থাকেন। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "যিনি আমাদের [illegible] ধর্ম্মার্থকাম[illegible] পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, আমরা সেই ভর্গকে ধ্যান করি।"

এস্থলে ভর্গ শব্দে বহুবিধ-মাহাত্ম্যযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী আদিত্য-দেবতা স্বরূপ পুরুষ লক্ষিত হইয়া থাকেন। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন "ভৃজ ধাতু পাককরণ (ভর্জ্জন) অর্থে রূঢ়। প্রলয়কালে তিনি কালাগ্নিরূপ ধারণ পূর্ব্বক, সপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎ সংহার করিয়া থাকেন; তজ্জন্য, অথবা ভ্রাজ ধাতু দীপ্ত্যর্থে রূঢ়। তিনি প্রভাকর স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা দীপ্তিশীল আছেন; তজ্জন্য, তিনি ভর্গ শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। অথবা 'ভ' শব্দের অর্থ পদার্থ সমুদায় যথাযথ বিভাগ করা অর্থাৎ সকলের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া ঘটাদি হইতে পটাদির অথবা নীল ঘটপটাদি হইতে শ্বেত ঘটপটাদির বিভিন্নতা করিয়া দেওয়া, 'র' শব্দের অর্থ রঞ্জন অর্থাৎ সমুদায় বস্তুর বর্ণ (রূপ) উৎপাদন করা এবং 'গ' শব্দের অর্থ অজস্র গমন (আগমন) করা। তাৎপর্য্য—তিনি

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষস্মাকং বুদ্ধীর্যো ভর্গো নিযোজয়তীত্যর্থঃ। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥"

তদিহ ভর্গশব্দেন বহুবিধ-মাহাত্ম্যযুক্তঃ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগতাদিত্যদেবতা-স্বরূপঃ পুরুষ উচ্যতে। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"ভৃজিঃপাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে॥"

র্থ সমুদায় বিভাগ করেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করেন এবং নিরন্তর গমনাগমন করেন বলিয়া ভ-র-গ=ভর্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।”

এই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়াও প্রাণিগণের অন্তরে জীবাত্মরূপে সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকেন। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, “যিনি সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদিত্যের অন্তর্গত, তিনিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন” তিনি আরও কহিয়াছেন, “ইনিই সূর্য্যস্বরূপে বাহ্যাকাশে এবং জীবগণের অন্তরে থাকিয়া হৃদাকাশে জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। ইনিই নির্ধূম বহ্নিমধ্যে বিচিত্র জ্যোতিঃস্বরূপ। সাধকেরা হৃদাকাশে যে জীবাত্মার বর্ণন করিয়া থাকেন, তিনিই বহিরাকাশে আদিত্যরূপে বিরাজিত।”

এস্থলে সংশয় নিরাসার্থ ইহাও উক্ত হইতেছে যে, যদিও যে ভর্গ প্রাণিগণের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,

---

তথা,— “ভেতি ভাজয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ।
গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভ-র-গো ভর্গ উচ্যতে ॥”

অয়মেব ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থোঽপি সকলপ্রাণিনাং মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

“আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥

তথা,— হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যঃ স চান্তরে।
অগ্নৌ বাঽধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রস্বরং যতঃ।
হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে ॥”

অত্র যদ্যপি প্রাণিনাং হৃদি জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এবাকাশে

সেই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী আদিত্য পুরুষরূপে বিদ্যমান আছেন, অতএব এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না; তথাপি প্রাণিগণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক হৃন্মধ্যবর্ত্তী ভর্গকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ভর্গের সহিত অভেদজ্ঞানে হৃন্মধ্যবর্ত্তী ভর্গকে ধ্যান করিতে হইবে।

পুনশ্চ সেই ভর্গ কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—বরেণ্যং (বরণীয়ং) অর্থাৎ জন্মমৃত্যুদুঃখাদি নাশের নিমিত্ত ধ্যানদ্বারা উপাসনীয়। যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "জন্ম-সংসার-ভীরু, মুমুক্ষু ব্যক্তিবৃন্দ জন্ম, মৃত্যু এবং ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দুঃখ বিনাশার্থ ধ্যানদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বরেণ্য (বরণীয়) ভর্গাখ্য পুরুষকে দর্শন করিবে।"

পুনশ্চ সেই ভর্গ কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—সেই আদিত্যরূপ ভর্গই ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক এবং

আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে। অতোঽনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব তথাপি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি প্রাণিবুদ্ধিপ্রেরকো হৃদয়বর্ত্তী ভর্গঃ স এব চিন্তনীয়ঃ। অয়ন্তু বিশেষঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিভর্গেণ সহাদ্বৈতেন একীভূতশ্চিন্তনীয়ঃ ইতি।

পুনঃ কিম্ভূতং ভর্গং বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুদুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ।
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ।
ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥"

পুনঃ কিম্ভূতোঽসৌ ভর্গঃ—ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভূর্লোকান্তরীক্ষলোকস্বর্গলোকস্বরূপোঽপি স এবাদিত্যাত্মকো ভর্গ ইত্যর্থঃ। তথাচ ভবিষ্যপুরাণম্।

স্বর্লোক স্বরূপ। যথা, ভবিষ্যপুরাণে বাসুদেব কহিয়াছেন, "সূর্য্য প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ; তিনি জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, তাঁহা অপেক্ষা নিত্য-শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহই নাই। তাঁহা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাঁহাতেই এই জগৎ লীন হইবে। ক্রুট্যাদি-লক্ষণযুক্ত কাল সকল, গ্রহ সকল, নক্ষত্র সকল, যোগ সকল, রাশি সকল, করণ সকল, দ্বাদশাদিত্য, বসু সকল, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু সকল, অনল, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শম্ভু, ভুর্লোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্লোক এবং দিক্ সকল সাক্ষাৎ দিবাকর স্বরূপ।"

ত্রৈলোক্য যে, এই আদিত্যান্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষের পরিণাম, তৎপ্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, "তপোজ্ঞান-সমুদ্ভব দীপ্তিমান্ হিরণ্ময় সূর্য্যমণ্ডল, এক হইয়াও দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তিনি অদিতি গর্ভে জন্ম লাভ করিয়া দ্বাদশ আদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যাঁহার

বাসুদেব উবাচ,—

"প্রত্যক্ষদেবতা সূর্য্যো জগচ্চক্ষুর্দ্দিবাকরঃ।
তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী।
তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ।
ক্রুট্যাদিলক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ সাক্ষাদ্দিবাকরঃ॥
গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোঽনলঃ।
শক্রঃ প্রজাপতিঃ শর্ব্বো ভূর্ভুবঃস্বর্দ্দিশস্তথা॥"

ত্রৈলোক্যমিদমাদিত্যদেবতায়া এব বিবর্ত্তত ইতি প্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"হৈরণ্যং মণ্ডলং দীপ্তং তপোজ্ঞানসমুদ্ভবম্।
একং দ্বাদশধা ভিন্নমদিতিস্তমজীজনৎ।

জরায়ু হইতে সুমেরু ও অন্যান্য পর্ব্বত সকল, শোণিত হইতে সপ্ত সমুদ্র, ধমনি হইতে নদী সকল উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহার কপালদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবী নামে আখ্যাত হইয়া থাকে এবং কপালমধ্যস্থ শূন্যাংশ আকাশ নামে খ্যাত হয়, এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষ হইতে এই ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ-সলিল-পরিব্যাপ্ত অণ্ডকটাহ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ ভূরাদিলোক এবং অপর ভাগ স্বর্গাদি লোক; এই উভয়ের মধ্যস্থলে শিশুরূপে যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল উৎপন্ন হয় তিনিই মার্ত্তণ্ড ও সবিতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

অতএব এই চরাচরাত্মক নিখিল পদার্থই ভর্গ স্বরূপ; অর্থাৎ কোন পদার্থই ভর্গ হইতে পৃথগ্ভূত নহে। ব্যাহৃতিত্রয়-সংযুক্ত গায়ত্রী দ্বারা ভর্গেরই মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

জপ-গায়ত্রী-ব্যাখ্যা।

সাধক জপ করিবার সময় গায়ত্রীর অর্থ এইরূপ ধ্যান করিবেন যথা,—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে তেজোময় ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনে

যস্যোন্বাহুস্থিতো মেরু-রুধিরাৎ সপ্ত সিন্ধবঃ।
পর্ব্বতাশ্চ জরায়ুত্থা নদ্যো ধমনিসম্ভবাঃ।
দ্যৌশ্চাপি পৃথিবী চৈব কপালে দ্বে ব্যবস্থিতে।
মধ্যোহন্তরীক্ষমভবত্ত্রৈলোক্যস্যৈব সম্ভবঃ।
এতে হ্যণ্ডকপালে দ্বে অপাং মধ্যে ব্যবস্থিতে।
একং ধাত্রী সমভবদ্বিতীয়ং নন্দনং বনম্।
তন্মধ্যাদ্ভূবঃ শিশুর্জাতো মার্ত্তণ্ডঃ সবিতা তু সঃ॥"

ইত্থং চরাচরাত্মকত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপম্। ততো ভর্গাৎ পৃথগ্ভূতং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতীতি। ভর্গমাহাত্ম্যমেব ব্যাহৃতিত্রয়সমেতগায়ত্র্যা প্রতিপাদিতম্॥ ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্।

পুনঃপুন প্রেরণ করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিলোকান্তর্ভূত থাকিয়া পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ প্রকাশ করিতেছেন এবং যিনি অন্তরাত্মা স্বরূপ হইয়া সমুদায় জীবের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ) নিবারণের নিমিত্ত সেই ত্রিলোকীভূত, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হৃন্মধ্যস্থ উপাস্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞানে আমরা তাঁহার উপাসনা করি।

গায়ত্রীজপ বিধি।

সাধক কুশাসনে আসীন হইয়া, কুশের উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক হস্তে কুশ-পবিত্র ধারণ করিয়া, পূর্ব্বমুখ বা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অক্ষমালা গ্রহণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে *।

প্রাতঃকালে উত্তান করে অর্থাৎ হস্ত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তির্য্যক্ করে অর্থাৎ হস্ত বক্র করিয়া এবং সায়ংকালে অধোমুখ হস্তে অর্থাৎ হস্ত উবুড় করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। শৌনক কহিয়াছেন,—মধ্যাহ্নে সমকর হইয়া জপ করা কর্ত্তব্য †। সংখ্যাবিহীন জপ করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে সুতরাং জপের সংখ্যা রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে শঙ্খ কহিয়াছেন,—সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, রুদ্রাক্ষ,

---

* "কুশশয্যাসমাসীনঃ কুশোত্তরীয়বান্ কুশপবিত্রপাণিঃ প্রাঙ্মুখঃ সূর্য্যাভিমুখো বা অক্ষমালামাদায় দেবতাধ্যায়ী জপং কুর্য্যাৎ।"

হলায়ুধধৃত শঙ্খসূত্রম্।

† "কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ তথা (করৌ)॥
মধ্যে তির্য্যক্‌করৌ কৃত্বা (প্রোক্তৌ) জপ এব উদাহৃতঃ॥
মধ্যে সমকরাভ্যামিতি শৌনক পাঠঃ।"

আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত স্মৃতিবচনম্।

পদ্মাক্ষ বা পুত্রঞ্জীব (জিয়াপুত্রিকা) দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা কুশগ্রন্থি দ্বারা, কিংবা করমালা দ্বারা, জপ করা কর্ত্তব্য *। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, এবং পুত্রঞ্জীব দ্বারা বিনির্ম্মিত অক্ষমালা যথাক্রমে উত্তরোত্তর প্রশস্ত। অক্ষমালা অর্থাৎ জপমালার অভাবে কুশগ্রন্থি অথবা অঙ্গুলি-পর্ব্ব দ্বারা জপ করা কর্ত্তব্য ণ।

করমালাদি কথন।

অঙ্গুলি-পর্ব্বসমূহের নাম করমালা। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের মূল, মধ্য ও অগ্র-পর্ব্বক্রমে সমুদায়ে দ্বাদশটি পর্ব্ব আছে। তন্মধ্যে মধ্যমার মূল এবং মধ্য এই দুই পর্ব্ব মেরু শব্দে কথিত হইয়া থাকে। জপকালে ঐ দুই পর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার মূল; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র; অনামিকার অগ্র; মধ্যমার অগ্র; তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল এই দশ পর্ব্বে জপ করা কর্ত্তব্য ‡। আটবার

* স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-রুদ্রাক্ষ-পদ্মাক্ষ-পুত্রঞ্জীবকানামন্যতমেনাক্ষমালিকাং কুর্য্যাৎ কুশগ্রন্থিনির্ম্মিতং বা হস্তোপর্বৈর্ব্বা গণয়েৎ। হস্তোপর্বৈরঙ্গুলি-পর্ব্বভির্ব্বা ইত্যর্থঃ। হলায়ুধধৃত শঙ্খসূত্রম্।

"স্ফটিকেন্দ্রাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রঞ্জীবসমুদ্ভবৈঃ।
অক্ষমলা তু কর্ত্তব্যা প্রশস্তা স্যাদুত্তরোত্তরা।
ক্রোট্যাদ্যা তু ভবেদ্বৃদ্ধিরনন্তা চাত্র সংখ্যয়া।
অভাবে চাক্ষমালানাং কুশগ্রন্থ্যাথ পাণিনা॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমাচৈকপর্ব্বিকা।
অনামামধ্যমারভ্য জপ এব উদাহৃতঃ॥" শঙ্খঃ।

"মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এনং মেরুং বিজানীয়াদ্বিতং ব্রহ্মণা স্বয়ম্।" মদনপারিজাতঃ।

জপ করিতে হইলে আদ্যন্ত পর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে *। অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগকৃত জপ, মেরুলঙ্ঘিত জপ ও সংখ্যাবিহীন জপ, নিষ্ফল হয়; অতএব উক্ত প্রকার জপ করা কর্ত্তব্য নহে †। পরন্তু সকল প্রকার মালাতেই মেরুলঙ্ঘন না করিয়া অনুলোম ও বিলোমে জপ করিবে। করমালাতে কেবল অনুলোমেই জপ করিতে হইবে। ইহাতে মেরুলঙ্ঘন দোষ হয় না ‡।

জপের সময় অঙ্গুলি সকল পরস্পর এরূপ সংলগ্ন থাকা আবশ্যক যে, যেন, তন্মধ্যে ছিদ্র না থাকে §। অধিকসংখ্য জপ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত অক্ষমালা দ্বারা জপ করাই কর্ত্তব্য; নচেৎ বাম হস্তে সংখ্যা রাখা কর্ত্তব্য। অক্ষত (তণ্ডুল, ছোলা, বুট ও কলায়) দ্বারা, হস্ত-পর্ব্ব দ্বারা, পুষ্প দ্বারা, দূর্ব্বা দ্বারা, বা মৃত্তিকা দ্বারা জপের সংখ্যা রাখিবে না ‖।

---

* "অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥"
সনৎকুমারসংহিতা।

† "অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতম্।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"
মদনপারিজাতঃ।

‡ "অনুলোমবিলোমেন সর্ব্বমালাসু সংজপেৎ।
কেবলেনানুলোমেন করমালাসু সংজপেৎ॥" জপরহস্যম্।

§ "অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥"
সনৎকুমারসংহিতা।

‖ "নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন পুষ্পৈর্ন চ চন্দনৈঃ।
ন দূর্ব্বাভির্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং তু কারয়েৎ॥" আগমতত্ত্বম্।

জপকালে অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত বেষ্টনের যে রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সংখ্যা নির্ণয়ই তাহার তাৎপর্য্য; অর্থাৎ দশ দশ বার জপ করিয়া এক একটি বেষ্টন দিলেই উহা দ্বারা সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। তদ্ভিন্ন উহা আচ্ছাদন স্বরূপও হইয়া থাকে, যেহেতু আচ্ছাদন ব্যতিরেকে জপ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

জপভেদ কথন।

জপ ত্রিবিধ,—বাচিক, উপাংশু এবং মানস। এই ত্রিবিধ জপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং উপাংশু জপ অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। উদাত্তাদি স্বর সংযোগে স্পষ্টাক্ষরে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে ব্যক্ত অর্থাৎ বাচিক জপ কহে; জিহ্বৌষ্ঠমাত্র পরিচালিত স্বয়ংশ্রবণ-যোগ্য কিঞ্চিৎ-শব্দ বিশিষ্ট জপকে উপাংশু জপ কহে; এবং জিহ্বৌষ্ঠ চালন না করিয়া মন্ত্রের অর্থমাত্র চিন্তা করাকে মানস জপ কহে। বাচিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করা কর্ত্তব্য নহে, বিশেষত গায়ত্রী জপ উচ্চৈঃস্বরে করা অতীব নিষিদ্ধ *।

---

* "ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ।
ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ।
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥"
আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত নরসিংহপুরাণম্।

গায়ত্রীপাঠের নিয়ম।

প্রথমে ওঙ্কার, তৎপরে মহাব্যাহৃতিত্রয়, তৎপরে গায়ত্রী এবং তৎপরে পুনশ্চ ওঙ্কার সংযুক্ত করিয়া গায়ত্রী পাঠ সমাপন করা কর্ত্তব্য *।

তেন স্বরাদিযুক্ত-ব্যক্ত-বর্ণোচ্চারণবান্ বাচিকঃ। স্বয়ংগ্রহণ-যোগ্য-কিঞ্চিচ্ছব্দবান্ উপাংশুঃ। জিহ্বৌষ্ঠচালনমন্তরেণ বর্ণার্থসন্ধানাত্মকো মানসঃ। বাচিকেঽপি উচ্চৈর্জপনিষেধমাহ,—

"নোচ্চৈর্জপং বুধঃ কুর্য্যাৎ সাবিত্র্যাস্তু বিশেষতঃ॥" শঙ্খঃ।

অন্যচ্চ "জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ।
কিঞ্চিৎ-শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥"

অন্যচ্চ "উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ॥"

* "অত্র চ ওঙ্কাররহিত-ব্রহ্মোচ্চারণে প্রত্যবায়দর্শনাৎ আদাবন্তে চ ওঙ্কারপ্রয়োগঃ।" ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্।

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
ক্ষরত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥" মনুঃ।

"ওঙ্কারঃ পূর্ব্বমুচ্চার্য্যঃ ভূর্ভুবঃস্বস্তথৈব চ।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপ্য এব উদাহৃতঃ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্।
ততোঽধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥"
কূর্ম্মপুরাণম্।

"ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্।"
মনুবৃহদ্বিষ্ণু।

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটিকে মহাব্যাহৃতি কহে *।

প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ মধ্যাহ্নেও দণ্ডায়মান হইয়া যথাশক্তি এবং সায়াহ্নে উপবিষ্ট হইয়া নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা বিধেয় †।

গায়ত্রীমাহাত্ম্য।

গায়ত্রী মোক্ষপথের সেতু স্বরূপ, ষোড়শাক্ষর গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতেই পরিমুক্ত হইতে পারা যায়। এই গায়ত্রী দ্বারা, রাজত্ব, যক্ষত্ব, বিদ্যাধরত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, দেবত্ব ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কাম্য ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে কথিত আছে, দশ (১০) বার গায়ত্রী জপ দ্বারা অহোরাত্রকৃত লঘুপাপ বিনষ্ট হয়। ঐরূপ শত (১০০) বার গায়ত্রী জপ দ্বারা তদপেক্ষা গুরুপাপ, সহস্র (১০০০) বার গায়ত্রী জপ দ্বারা উপপাতক, এবং লক্ষ (১০০০০০) বার গায়ত্রী জপ দ্বারা মহাপাতক অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণস্তেয়,

---

* "পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃস্বঃ সনাতনাঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাসুরনিবর্হণাঃ॥"

কূর্ম্মপুরাণম্।

† "[illegible]াৎ পূর্ব্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ।
আসীতোড়ূদ্গমাচ্চান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বত্রিকং জপন্॥"

ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

"পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রণবব্যাহৃতিসাবিত্রীরূপং ত্রিকং জপন্ আ-উদয়াৎ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তং তিষ্ঠেদুত্থিতো ভবেদিত্যর্থঃ। এবং মধ্যমামপি সন্ধ্যাং যথাশক্তি ত্রিকং জপংস্তিষ্ঠেৎ। পশ্চিমান্ত আ-উড়ূদ্গমাৎ নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্তং জপন্নাসীত উপবিষ্টঃ স্যাৎ।"

আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

গুর্ব্বঙ্গনাগমন প্রভৃতি পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় *।

"সর্ব্বাত্মনা হি যা দেবী সর্ব্বভূতানি সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষসেতুর্ব্বৈ মোক্ষস্থানমক্ষুত্তমম্॥" ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

"ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্ম গায়ত্রী সশিরাস্তথা।
সকৃদাবর্ত্তয়েদ্‌যস্ত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"সব্যাহৃতিকসপ্রণবা জপ্তব্যা শিরসা সহ।
প্রাণায়ামে তথা ব্যস্তা বাচ্যা ব্যাহৃতয়ঃ পৃথক্।
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ।
দশকৃত্বঃ প্রজপ্তা সা রাত্র্যাহ্না যৎ কৃতং লঘু।
তৎ পাপং প্রণুদত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শতজপ্তা তু সা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা।
সহস্রজপ্তা সা দেবী উপপাতকনাশিনী।
লক্ষজপ্যেন চ তথা মহাপাতকনাশিনী।
কোটিজপ্যেন রাজেন্দ্র যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ।
যক্ষবিদ্যাধরত্বং বা গন্ধর্ব্বত্বমথাপি বা।
দেবত্বমথবা রাজ্যং ভূলোকে হতকণ্টকম্॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

"সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তে সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ।
শতজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।
সহস্রজপ্তা তু তথা পাতকেভ্যঃ প্রমোচনী।
দশসাহস্রজপ্যেন সর্ব্বকিল্বিষনাশিনী।
লক্ষজপ্তা তু সা দেবী মহাপাতকনাশিনী।
সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
সুরাপশ্চ বিশুদ্ধ্যন্তি লক্ষজাপান্ন সংশয়ঃ॥"

শঙ্খঃ।

সন্ধ্যাদির নিষিদ্ধ দিনকথন।

অশৌচমধ্যে সন্ধ্যা (বৈদিক), পঞ্চমহাযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ) এবং বৈধস্নানাদি স্মৃতিসম্মত নিত্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য *।

এস্থলে সংশয় নিরাসার্থ কথিত হইতেছে ;—"তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং" অর্থাৎ "অশৌচ মধ্যে ঐ সকল পরিত্যাগ করিবে" এই কথা বলাতেই অশৌচান্তে যে ঐ সকল আবার করিতে হইবে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, তবে আবার "দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া" এই কথা বলিবার আবশ্যক কি? এবিষয়ে স্মার্ত্তমহোদয়গণ এই মীমাংসা করিয়া থাকেন যে, অশৌচ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে করণীয় কোন নিত্যকার্য্য কারণ বশত পতিত হইলে, তাহা অশৌচান্তে করিতে হইবে।

সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে বিশেষ এই, সংক্রান্তিতে, পক্ষের অন্তে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে, দ্বাদশীতে এবং শ্রাদ্ধ করিলে সায়ংসন্ধ্যা করা নিষিদ্ধ। যেহেতু ব্যাস কহিয়াছেন যে, উক্ত কএক দিন সায়ংসন্ধ্যা করিলে পিতৃহত্যা তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয় †।

ইতি ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণে তৃতীয় স্তবক সমাপ্ত।

---

* "সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া।" জাবালিঃ।

"তন্মধ্যে অশৌচমধ্যে। হাপয়েৎ ত্যজেৎ। নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম বৈধস্নানাদি।" শুদ্ধিতত্ত্বম্।

† "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥"
কর্ম্মোপদেশিন্যাং ব্যাসঃ।

চতুর্থ স্তবক।

সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

ঋগ্বেদি-আশ্বলায়নশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাবিহিত উপবেশন (৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন) পূর্ব্বক আচমন (২২ পৃষ্ঠা দেখুন) করিয়া নিম্নলিখিত মান্ত্রিক স্নানমন্ত্র ছয়টি পাঠ পূর্ব্বক শিরোমার্জ্জন করিতে হইবে।

মার্জ্জন।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ, শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ২॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ৪॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী-দ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। ৬॥

এই মার্জ্জনের (মান্ত্রিক স্নানের) পর প্রাণায়াম করিতে হইবে।

প্রাণায়াম।

(৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রাণায়াম করিবার পূর্ব্বে ওঙ্কার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশির ইহাদের প্রত্যেকের ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ স্মরণ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ-কারস্য ব্রহ্ম-ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সর্ব্বকর্ম্মা-প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-

ভৃগু-ভরদ্বাজ-বশিষ্ঠ-গোতম-কাশ্যপাঙ্গিরসঃ ঋষয়ঃ, প্রজাপত্য-গ্নিবায়্বাদিত্য-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ, (অগ্নিবায়্বাদিত্য-বৃহস্পতি-বরুণেন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ) গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ (গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি), প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রী-শিরসঃ প্রজাপতিঋর্ষি-ব্রহ্মবায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

এইরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে।

পূরক।

পূরক করিবার সময় নাভিমণ্ডলে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান,—হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

কুম্ভক করিবার সময় হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়বাহনম্।
হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

রেচক।

রেচক করিবার সময় ললাটদেশে রুদ্রের ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান,—শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধেন্দু(বি)ভূষিতম্।
ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং বৃষাসনম্।
ললাটে চিন্তয়েৎ দেবমেবং ভুজগভূষণম্।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

প্রাণায়ামের পর আচমন করিতে হইবে।

আচমন।

হস্তে জল লইয়া ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে হইবে। (২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন ভেদে আচমনমন্ত্রের প্রভেদ আছে। তদ্যথা,—

প্রাতঃকালের আচমন।

ঋষ্যাদি,— সূর্য্যশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিকউপনিষদৃষিঃ (যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদৃষিঃ); সূর্য্যমন্যুমন্যুপতিরাত্রয়ো দেবতাঃ; সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্তস্যর্চঃ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্র্যেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতবিরাট্ ছন্দঃ; মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু (রাত্রিস্তদবলুম্পতু) যৎ-

কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ (ইদমহং মামমৃতযোনৌ) সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নকালের আচমন।

ঋষ্যাদি,—আপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ ঋষিরাপো দেবতা, অষ্টীচ্ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়ংকালের আচমন।

ঋষ্যাদি,—অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিরগ্নি-মন্যুমন্যুপত্যহানি দেবতাঃ; অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্ত ঋচশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর-পাদাভ্যামুপেত বিরাট্‌ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মনুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু (অহস্তদবলুম্পতু) যৎ-কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ (ইদমহং মামমৃতযোনৌ) সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

আচমনের পর পুনর্ম্মার্জ্জন করিতে হইবে।

পুনর্ম্মার্জ্জন।

প্রথমত প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয়যুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া পরে আপোহিষ্ঠাদি নয়টি মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক যথোক্ত

মন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিতে হইবে। (৬২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ঋষ্যাদি,—আপো হি ষ্ঠেতি নবর্চস্য সূক্তস্যাম্বরীষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা, গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে।১। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ।২। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ।৩। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।৪। ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্ আপো য়াচামি ভেষজম্।৫। অপ্সু মে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশং ভুবম্।৬। আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে।৭। ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্।৮। আপোঽদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজ বর্চ্চসা।৯।

পুনর্ম্মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে।

অঘমর্ষণ জপ।

অগ্রে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে। (৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঋষ্যাদি,—ঋতঞ্চেতি ঋক্ত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষিঃ, ভাববৃত্তো দেবতা, অনুষ্টুপ্ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎ-

সরোহজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ।

অঘমর্ষণ জপের পর সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিতে হইবে।

উদকাঞ্জলিদান।

একবার আচমন করিয়া ওঙ্কার, মহাব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রাতঃ সায়ংকালে অঞ্জলিত্রয় এবং মধ্যাহ্নে 'আ কৃষ্ণেন' এই মন্ত্র দ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। (৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

প্রাতঃ সায়ংকালের উদকাঞ্জলি।

ঋষ্যাদি,—ওঁ-কারস্য ব্রহ্মাঋষিরগ্নির্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ; মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠি-প্রজাপতিঃ ঋষিঃ; প্রজাপতির্দেবতা, বৃহতীচ্ছন্দঃ; গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ; সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

মধ্যাহ্নের উদকাঞ্জলি।

ঋষ্যাদি,—আ কৃষ্ণেন ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ, সূর্য্যজলাঞ্জলি দানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন (হিরণ্যয়েন) সবিতা রথেনা দেবোযাতি ভুবনানি পশ্যন্।

উদকাঞ্জলি দানের পর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে।

সূর্য্যোপস্থান।

যথোক্ত বিধানানুসারে প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। (৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন ভেদে সূর্য্যোপস্থানের প্রভেদ আছে। তদ্যথা,—

প্রাতঃ সূর্য্যোপস্থান।

মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—চিত্রং দেবানামিতি ষড়্চস্য সূক্তস্য কুৎস ঋষিঃ, সূর্য্যোদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যা-গ্নেরাপ্রাঃ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ।১। সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ যত্রা নরো দেবয়ন্তো (যো) যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং ।২। ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতদ্গা অনুমাদ্যাসঃ নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠম্ স্থুঃ পরি দ্যাবা-পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ। ৩। তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যাৎ কর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার যদেদযুক্তা হরিতঃ সস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ। ৪। তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি। ৫। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতানিরবদ্যাৎ তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ৬।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থান।

মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—উদু ত্যমিতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য কাণ্বপ্রস্কন্ন ঋষিঃ; সূর্য্যো দেবতা; আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী, অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ্ছন্দঃ; সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। ১। অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ সূরায় বিশ্বচক্ষসে। ২। অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনা৺ অনু ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা।৩। তরণির্বিশ্বদর্শিতা জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমাভাসি রোচনং। ৪। প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে। ৫। যেনা পাবক চক্ষুষা ভুরণ্যন্তং জনা৺ অনু ত্বং বরুণ পশ্যসি। ৬। বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য। ৭। সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ। ৮। অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ। ৯। উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্। ১০। উদ্যন্নদ্য মিত্র মহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়। ১১। শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি।১২। উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোঽহং দ্বিষতে রধং। ১৩।

সায়ং সূর্য্যোপস্থান।

মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—মোষু বরুণেতি পঞ্চর্চস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বরুণো দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ মোষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ১। যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি (ধৃতি) র্ন ধ্মাতোঽদ্রিব মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ২। ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগম শুচে মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ৩। অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং

তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ।৪। যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ। ৫।

সূর্য্যোপস্থানের পর গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হইবে।

গায়ত্রী-উপাসনা।

প্রথমে অঙ্গন্যাস, তৎপরে ধ্যান, তৎপরে আবাহন, তৎপরে জপ, তৎপরে উপস্থান, তৎপরে দিক্ প্রভৃতি প্রণাম, তৎপরে গায়ত্রী বিসর্জ্জন।

অঙ্গন্যাস।

প্রণবাদিকে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ (বাহুমূল) ও নেত্র এই সকল স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। প্রয়োগ যথা,—

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ তৎ সবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা, ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ বষট্, ধীমহি কবচায় হুং, ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান।

ধ্যান সম্বন্ধে মতামত দৃষ্ট হইয়া থাকে, এক মতে ত্রিকালেই এক প্রকার, অন্য মতে ত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার ধ্যান কথিত হইয়াছে। তদ্‌যথা,—

প্রথম মতোক্ত ধ্যান।

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে,—ঋগ্‌যজুঃসামত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধো দিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং (ব্রহ্মশিরস্কামগ্নিশিখাং) বিষ্ণুহৃদয়াং সূর্য্যমণ্ডলস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং

শুক্লবর্ণাং শুক্লাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্রাভাং (স্রবচ্চন্দ্রসহস্রাভাং) সর্ব্বদেবময়ীং (সর্ব্ববেদময়ীং) ধ্যায়েৎ।

দ্বিতীয় মতোক্ত ধ্যান।

প্রাতঃকালে—হংসোপরি পদ্মাসনস্থাং চতুর্মুখীং রক্তবর্ণাং ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নে—শুক্লাং চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তাং গরুড়ারূঢ়াং শুক্লাম্বরধরাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নে—নীলোৎপলদল-প্রভাং ত্রিশূলডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতাং বৃষারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং মহেশ্বরসদৃশরূপাং গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ *।

---

* কোন কোন পণ্ডিত দ্বিতীয় মতোক্ত ধ্যানের উপরি দোষারোপ করিয়া তৃতীয় মতোক্ত ধ্যানই গ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও সায়াহ্নে সরস্বতী এইরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গায়ত্রী রক্তবর্ণা, সাবিত্রী শুভ্রবর্ণা ও সরস্বতী কৃষ্ণবর্ণা, এরূপ প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ফলত পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও সায়াহ্নে সরস্বতী, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু এক গায়ত্রী গুণভেদে নামত্রয় ধারণ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে দেখা যায় গায়ত্রীস্থলে সাবিত্রী শব্দ বা সরস্বতী শব্দ প্রয়োগ এবং সাবিত্রীস্থলে গায়ত্রী শব্দ বা সরস্বতী শব্দ প্রয়োগ ও সরস্বতীস্থলে গায়ত্রী শব্দ বা সাবিত্রী শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, সুতরাং তিন ধ্যানেই গায়ত্রী শব্দ আছে বলিয়া দোষ হইতেছে না। এস্থলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে মধ্যাহ্নে গায়ত্রী যদি শুক্লবর্ণা হইলেন তাহা হইলে কিরূপে বিষ্ণুর সদৃশ রূপা হইতে পারেন। বিষ্ণু ত শ্যামবর্ণই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এবং এই গায়ত্রী যদি সায়ংকালে নীলোৎপলদলশ্যামা হইলেন, তাহা হইলে কিরূপে মহেশ্বরসদৃশরূপা হইতে পারেন। মহেশ্বর ত শুক্লবর্ণই প্রসিদ্ধ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, বিষ্ণুর যেরূপ নীলবর্ণ মূর্ত্তি আছে, সেইরূপ

মতান্তরে।

প্রাতঃকালে—বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্ম্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নে—যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং ত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং

তপ্তকাঞ্চনবর্ণও মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিকে শ্বেতবর্ণ বলা অসঙ্গত হয় না। তন্ত্রসারাদিধৃত বিষ্ণুর ধ্যান যথা,—

"উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্ত হেমাবদাতং।
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্॥" ইত্যাদি।

এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, বিষ্ণু তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ।

অসুরেরা যখন গায়ত্রীকে হরণ করিয়া হলাহলকুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন এই গায়ত্রী নীলবর্ণা হইয়া নীল সরস্বতী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। তৎকালে শিবও নীল সরস্বতীর ন্যায় নীলবর্ণ হইয়া সদ্যোজাত মহাকাল নাম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পতি হয়েন। সুতরাং মহেশ্বর ও মহেশ্বরশক্তি গায়ত্রীকে নীলবর্ণ বলা অসঙ্গত হয় নাই।

তৃতীয় মন্ত্রোক্ত ধ্যানে প্রাতঃকালে ব্রহ্মশক্তির, মধ্যাহ্নে রুদ্রশক্তির এবং সায়াহ্নে বিষ্ণুশক্তির ধ্যান বর্ণিত হওয়াতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, শিবকে পালনকর্ত্তা এবং বিষ্ণুকে সংহারকর্ত্তা স্বরূপ গ্রহণ করা হইতেছে। ব্রহ্মা রজোমূর্ত্তি, বিষ্ণু সত্ত্বমূর্ত্তি, শিব তমোমূর্ত্তি একথা সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার হয়, একথাও কেহই অস্বীকার করেন না। তৃতীয় ধ্যানে তমোগুণ-প্রধান মহেশ্বর দ্বারা পালন এবং সত্ত্বগুণ-প্রধান বিষ্ণু দ্বারা সংহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষত প্রাণায়াম স্থলে বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা এবং শিবকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিয়া আবার এস্থলে কিরূপে শিবকে পালনকর্ত্তা এবং বিষ্ণুকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বিলক্ষণ পূর্ব্বাপর বিরোধ হইতেছে।

ত্রিশূলখড়্গখট্বাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

সায়ংকালে—বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

আবাহন।

আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ॥ *

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ।

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা॥

আবাহনের পর জপ করিতে হইবে।

গায়ত্রী জপ।

(১১৩-পৃষ্ঠা হইতে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন)।

যথাবিহিত ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অর্থ চিন্তা করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋর্ষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্বেতোবর্ণঃ অগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রো-

---

* পাঠান্তরম্—"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥"

ললাটং পৃথিবী কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রং অশেষ পাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রতিসন্ধ্যাতে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করাই কর্ত্তব্য অসমর্থপক্ষে ২৮ বার তাহাতেও অশক্ত হইলে ১৮ বার ন্যূনকল্পে ১০ বার গায়ত্রী জপ করা বিধেয়। গায়ত্রী জপের পর গায়ত্রী উপস্থান করিতে হইবে।

গায়ত্রী-উপস্থান।

ঋষ্যাদি,—জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষিঃ, জাতবেদাগ্নির্দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

ঋষ্যাদি,—তচ্ছংযোরিত্যস্য শংযুঃ ঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা, শর্ক্করী চ্ছন্দঃ। নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ, বিশ্বেদেবা দেবতা, জগতীচ্ছন্দঃ, শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। ওঁ নমো ব্রহ্মণে অস্ত্বগ্নয়ে।

গায়ত্রী উপস্থানের পর দিক্ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতে হইবে।

দিগাদি প্রণাম।

ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগীশেভ্যোনমঃ। ও সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ও সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।

দিক্ প্রভৃতি প্রণামের পর গায়ত্রী-বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন।

ওঁ উত্তরে (মে) শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখম্।

গায়ত্রী বিসর্জ্জনের পর ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু তর্পণাধিকারীর পক্ষে অগ্রে তর্পণ করা বিধেয় পরে ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। (ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ পরস্তবকে দেখুন)

সূর্য্যার্ঘ্য দান।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতেবিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।

প্রণাম মন্ত্র।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

ইতি ঋগ্বেদি আশ্বলায়ন শাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদি—কাণ্বশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাবিহিত উপবেশন (৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন) পূর্ব্বক আচমন (২২ পৃষ্ঠা দেখুন) করিয়া নিম্নলিখিত স্নানমন্ত্র ছয়টি পাঠ পূর্ব্বক শিরোমার্জ্জন করিতে হইবে।

মার্জ্জন।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ২॥

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা নঃ ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ৪॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী-দ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। ৬॥

মার্জ্জনের (মান্ত্রিক স্নানের) পর প্রাণায়াম করিতে হইবে।

প্রাণায়াম।

(৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

পূরক।

পূরক করিবার সময় নাভিমণ্ডলে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোয়দাৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

ধ্যান,—নাভৌ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্বক্ত্রং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্॥

কুম্ভক।

কুম্ভক করিবার সময় হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

ধ্যান,—হৃদি বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্।

রেচক।

রেচক করিবার সময় ললাটদেশে রুদ্রের ধ্যান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

ধ্যান,—ললাটে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশ-দোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্।

এই পূরক কুম্ভক রেচকের নাম একটি প্রাণায়াম, এইরূপ তিনটি প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। প্রাণায়ামের পর আচমন করিতে হইবে।

আচমন।

হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নের যথানির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে হইবে। (২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রাতঃকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়ংকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

আচমনের পর পুনর্মার্জ্জন করিতে হইবে।

পুনর্মার্জ্জন।

মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিতে হইবে। (৬২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঋষ্যাদি,—সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে।১। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ।২। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ।৩।

ঋষ্যাদি,—কোকিলোরাজপুত্রঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো-দেবতা আপো মার্জ্জনে সৌত্রামণ্যামবভৃথে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ *

পুনর্মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে।

---

* কেহ কেহ "দ্রুপদাদিব" এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া তিন বার মার্জ্জন করিয়া থাকেন। "দ্রুপদা" মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিবার বিধি আছে সত্য, কিন্তু তাহা কাম্য। যথা,

"দ্রুপাস্তু ত্রিরাবর্ত্ত্য তথা চৈবাঘমর্ষণম্।
সোপাংশু শ্রবণো বাপি স্নাতা হ্যাপো হ্যঘাপহাঃ॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অঘমর্ষণ জপ।

অগ্রে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে। (৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঋষ্যাদি,—অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ।

অঘমর্ষণ জপের পর আচমন করিতে হইবে।

আচমন।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক যথাবিহিত আচমন করিতে হইবে। (২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মন্ত্র,—ও অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্।

আচমনের পর সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে।

উদকাঞ্জলিদান।

গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রাতঃ সায়ংকালে তিন বার এবং মধ্যাহ্নে এক বার জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। (৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

উদকাঞ্জলি দানের পর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে।

সূর্য্যোপস্থান।

মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। (৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

অথ যজুর্ব্বেদি-মাধ্যন্দিনশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাবিহিত উপবেশন (৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন) পূর্ব্বক আচমন (২২ পৃষ্ঠা দেখুন) করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক আচমন করিতে হইবে।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।

আচমনের পর প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন ভেদে সন্ধ্যার ধ্যান দ্বারা আবাহন করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ধ্যান।

প্রাতঃকালে—প্রাতঃসন্ধ্যাং গায়ত্রীং কুমারীং রক্তাঙ্গীং রক্তবাসসং ত্রিনেত্রাং বরদাঙ্কুশাক্ষমালাকমণ্ডলুধরাং হংসারূঢ়াং ঋগ্বেদসহিতাং ব্রহ্মদৈবত্যাং ভূর্লোক ব্যবস্থিতাং আদিত্যপথগামিনীং গায়ত্রীমাবাহয়িষ্যে।

মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্নসন্ধ্যাং সাবিত্রীং যুবতীং শ্বেতাঙ্গীং শ্বেতবাসসং ত্রিনেত্রাং পাশাঙ্কুশত্রিশূলডমরুহস্তাং বৃষারূঢ়াং যজুর্ব্বেদসহিতাং রুদ্রদৈবত্যাং ভুবর্লোক ব্যবস্থিতাং আদিত্যপথগামিনীং সাবিত্রীমাবাহয়িষ্যে।

সায়াহ্নে—সায়ংসন্ধ্যাং সরস্বতীং বৃদ্ধাং কৃষ্ণাঙ্গীং কৃষ্ণবাসসং ত্রিনেত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তাং গরুড়ারূঢ়াং সামবেদসহিতাং বিষ্ণুদৈবত্যাং স্বর্লোক ব্যবস্থিতাং আদিত্যপথগামিনীং সরস্বতীমাবাহয়িষ্যে।

ধ্যানের পর অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। তদ্যথা,—

অঙ্গন্যাস।

ওঁ ভূঃ (পাদদ্বয়ে)। ওঁ ভুবঃ (জানুদ্বয়ে)। ওঁ স্বঃ (কটীদ্বয়ে)। ওঁ মহঃ (নাভিতে)। ওঁ জনঃ (হৃদয়ে)। ওঁ তপঃ (কণ্ঠে)। ওঁ সত্যং (ভ্রূমধ্যে)। ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ কবচায় হুং। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাসের পর 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে তিন বার জলধারা দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে।

প্রাণায়াম।

(৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ওঙ্কারের ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক প্রণবযুক্ত সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশিরোদ্বারা ক্রমান্বয়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—ওঁকারস্য ব্রহ্মর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥

এই পূরক কুম্ভক রেচকের নাম একটি প্রাণায়াম, এইরূপ তিনটি প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। তিনটি প্রাণায়াম করণে অশক্ত হইলে একটি দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হইবে। প্রাণায়ামের পর আচমন করিতে হইবে।

আচমন।

হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নের যথানির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে হইবে। (২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রাতঃকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥

মধ্যাহ্নকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্ ॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥

সায়ংকালের আচমন।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥

আচমনের পর মার্জ্জন করিতে হইবে।

মার্জ্জন।

(৬২ পৃষ্ঠা দেখুন)

প্রথমত আপো হি ষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা এক এক বার মার্জ্জন করিয়া 'দ্রুপদা' মন্ত্র দ্বারা তিন বার মার্জ্জন করিতে হইবে। *

---

* "তত্র আপো হি ষ্ঠেত্যাদি প্রত্যেকং তিসৃভির্মার্জ্জনম্। *** ততো মার্জ্জনানন্তরং দ্রুপদা মন্ত্রং অঘমর্ষণমন্ত্রঞ্চ প্রত্যেকং ত্রিরাবর্ত্ত্য"—ইত্যাদি।
ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্।

মন্ত্র,—ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২ ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ৪ ॥

মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে।

আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা মার্জ্জনের তিন প্রকার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

"ঋগন্তে মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
আপো হি ষ্ঠেত্যৃচা কার্য্যং মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ॥
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি পদে পদে।
তৃচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাদৃষীণাং মতমীদৃশম্॥"

ইতি নারায়ণোপাধ্যায়াঃ।

তাৎপর্য্য,—প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি প্রত্যেক মন্ত্রের অন্তে, কিংবা প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক পদের অন্তে, অথবা প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ের অন্তে, মার্জ্জন করা যাইতে পারে। নিম্নে পাদান্তে মার্জ্জনের প্রয়োগ লিখিত হইতেছে। যথা,—

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ। ওঁ তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। ওঁ মহে রণায় চক্ষসে। ১॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ। ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ। ওঁ উশতীরিব মাতরঃ। ২॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বঃ। ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ। ৩॥

এইরূপে পাদান্তে মার্জ্জনের পর দ্রুপদা মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন বার মার্জ্জন করিতে হইবে।

অঘমর্ষণ জপ।

অগ্রে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে। (৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন)।

ঋষ্যাদি,—অঘমর্ষণসূক্তস্যাঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

অঘমর্ষণ জপের পর আচমন করিতে হইবে।

আচমন।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক যথাবিহিত আচমন করিতে হইবে। (২২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

মন্ত্র,—ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কার আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং স্বাহা॥

আচমনের পর সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে।

উদকাঞ্জলিদান।

প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয়যুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে তিন বার এবং মধ্যাহ্নে এক বার জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। (৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

উদকাঞ্জলি দানের পর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে।

সূর্য্যোপস্থান।

মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। (৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

ঋষ্যাদি,—উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কন্নঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

ঋষ্যাদি,—উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্নঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥

ঋষ্যাদি,—চিত্রং দেবেতি মন্ত্রস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং
সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

ঋষ্যাদি,— তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রস্য দধ্যঙঙাথর্ব্বণঋষিঃ পুরউষ্ণিকৃছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

সূর্য্যোপস্থানের পর গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হইবে।

গায়ত্রী-উপাসনা।

প্রথমে আবাহন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে অঙ্গন্যাস, জপ ও গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তদ্যথা,—

আবাহন। *

অগ্রে ঋষি ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—তেজোঽসীত্যস্য দেবা ঋষয়ো গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শুক্রং দৈবতং গায়ত্র্যাবাহনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পাদ্যপদসি নহি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো † মা প্রাপৎ॥

প্রাতঃকালের আবাহন মন্ত্র।

(মন্ত্র,—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

মধ্যাহ্নকালের আবাহন মন্ত্র।

মন্ত্র,—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে রুদ্রবাদিনি।
সাবিত্রী চ্ছন্দসাং মাতারুদ্রযোনি নমোঽস্তু তে॥

সায়ংকালের আবাহন মন্ত্র।

মন্ত্র,—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে বিষ্ণুবাদিনি।
সরস্বতী চ্ছন্দসাং মাতর্বিষ্ণুযোনি নমোঽস্তু তে॥)

আবাহনের পর অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।

অঙ্গন্যাস।

প্রণবাদিকে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ (বাহুমূল) ও নেত্র এই সকল স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। প্রয়োগ যথা,—

---

* যজুর্ব্বেদীদিগের একমাত্র "তেজোঽসি" মন্ত্র দ্বারাই আবাহন করা শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু চিরপ্রচলিত শিষ্টাচার থাকাতে "আয়াহি বরদে দেবি" এই মন্ত্রও লিখিত হইল।

† "গায়ত্র্যস্যেকপদীত্যস্য পরোরজস ইত্যন্তরং অসাবদো মা প্রাপদিতি শেষঃ।" বাচস্পতিমিশ্র-কৃত দ্বৈতনির্ণয়ঃ।

ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ স্বঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ কবচায় হুং। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাস তিন বার করা কর্ত্তব্য *। তৎপরে আবাহন করিতে হইবে।

গায়ত্রী জপ।

(১১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন)

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

প্রতিসন্ধ্যাতে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করাই কর্ত্তব্য, অসমর্থ-পক্ষে ২৮ বার, তাহাতেও অশক্ত হইলে ১৮ বার গায়ত্রী জপ করা বিধেয়।

গায়ত্রী জপের পর গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন।

মন্ত্র,—ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥

গায়ত্রী বিসর্জ্জনের পর নিম্নলিখিত ১৪টি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।১। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ।২। ওঁ বরুণায় নমঃ।৩। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।৪। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।৫। ওঁ অনন্তায় নমঃ।৬। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।৭। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ।৮। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ।৯। ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।১০। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।১১। ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ।১২। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ।১৩। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।১৪॥

---

* ১৪১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

ইহার পর ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥১॥

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ ॥২॥

ইহার পর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু তর্পণাধিকারীর পক্ষে অগ্রে তর্পণ করা বিধেয়, পরে ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ পরস্তবকে দেখুন)

সূর্য্যার্ঘ্য দান।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥
এষোঽর্ঘ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।*

প্রণাম মন্ত্র।

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে।
জগৎপ্রসূতি স্থিতি-নাশ-হেতবে ॥
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে।
বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

ইতি যজুর্ব্বেদি-মাধ্যন্দিনশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত। †

---

* ১৪৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

† এই সন্ধ্যাটি ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিত-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্ব্বভৌম মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।

সামবেদি-কুথুমিশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাবিহিত উপবেশন (৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন) পূর্ব্বক আচমন (২২ পৃষ্ঠা দেখুন) করিয়া নিম্নলিখিত স্নানমন্ত্র ছয়টি পাঠ পূর্ব্বক শিরোমার্জ্জন করিতে হইবে।

মার্জ্জন।

(৬২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া ঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ া মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥২॥ াপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় সে ॥ ৩ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। তীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় ন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী- ত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ দ্রোদর্ণবাদধিসংবৎসরোহজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য ষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ থিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৬ ॥

মার্জ্জনের (মান্ত্রিক স্নানের) পর প্রাণায়াম করিতে হইবে।

প্রাণায়াম।

(৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।)

মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে প্রণব, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী, এবং গায়ত্রী শিরের ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতি স্মরণ পূর্ব্বক প্রণবযুক্ত সপ্তব্যাহৃতি ও সশিরস্ক গায়ত্রীদ্বারা ক্রমান্বয়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ঋষ্যাদি,—ওঁ-কারস্য ব্রহ্মর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি ঋষি-

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়ংকালের আচমন।

ঋষ্যাদি,—অগ্নিশ্চেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

আচমনের পর মার্জ্জন করিতে হইবে।

পুনর্ম্মার্জ্জন। *

(৬২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

জলোপরি গায়ত্রী জপ করিয়া ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিতে হইবে।

---

* কোন কোন প্রয়োগ পুস্তকে প্রথমত প্রণব দ্বারা, তৎপরে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা এবং তৎপরে গায়ত্রী দ্বারা মার্জ্জন করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা মার্জ্জন করিবার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা,—
"মার্জ্জনমাহ ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

শিরসা মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ।
প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা।
অব্দৈবত্যং ত্র্যচঞ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্॥

ওঙ্কারো ভূরাদি ব্যাহৃতিত্রয়ং তৃতীয়া চ গায়ত্রী চতুর্থমাপোহিষ্ঠা ইতি ঋক্‌ত্রয়মিতি মার্জ্জনক্রিয়াকরণমিত্যর্থঃ।" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।
আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা মার্জ্জনের তিন প্রকার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

ঋষ্যাদি,—সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন-ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২ ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম্ বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥

মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে।

অঘমর্ষণ জপ।

(৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন।)

অগ্রে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অঘমর্ষণ জপ করিতে হইবে।

"ঋগন্তে মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
আপোহিষ্ঠেত্যৃচা কার্য্যং মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ ॥
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেন্মূর্দ্ধি পদে পদে।
ত্র্যৃচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাদৃষীণাং মতমীদৃশম্ ॥"
ইতি নারায়ণোপাধ্যায়াঃ।

তাৎপর্য্য,—প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি প্রত্যেক মন্ত্রের অন্তে, কিংবা প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক পাদের অন্তে, অথবা প্রণবযুক্ত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ের অন্তে, মার্জ্জন করা যাইতে পারে। নিম্নে পাদান্তে মার্জ্জনের প্রয়োগ লিখিত হইতেছে। যথা,—

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ। ওঁ তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। ওঁ মহে রণায় চক্ষসে। ১ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ। ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ। ওঁ উশতীরিব মাতরঃ। ২ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বঃ। ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ। ৩ ॥

ঋষ্যাদি,—অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

অঘমর্ষণ জপের পর সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে

উদকাঞ্জলিদান।

(৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন।)

প্রণব ও ব্যাহৃতিত্রয়যুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে তিন বার এবং মধ্যাহ্নে এক বার জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে।

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

উদকাঞ্জলিদানের পর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে।

সূর্য্যোপস্থান।

(৭৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—(উদুত্যমিত্যস্য) প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্‌॥

ঋষ্যাদি,—(চিত্রমিত্যস্য) কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষম্
সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

সূর্য্যোপস্থানের পর নিম্নলিখিত ১১টি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ নমো ব্রহ্মণে।১। ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ।২। ওঁ নম আচার্য্যেভ্যঃ।৩। ওঁ নম ঋষিভ্যঃ।৪। ওঁ নমো দেবেভ্যঃ।৫। ওঁ নমো বেদেভ্যঃ।৬। ওঁ নমো বায়বে।৭। ওঁ নমো মৃত্যবে।৮। ওঁ নমো বিষ্ণবে।৯। ওঁ নমো বৈশ্রবণায়।১০। ওঁ নম উপজায়।১১।

ইহার পর গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু তর্পণাধিকারীর পক্ষে অগ্রে তর্পণ করা বিধেয়, পরে গায়ত্রী উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

(তর্পণ পঞ্চম স্তবকে দেখুন)

গায়ত্রী-উপাসনা।

প্রথমে আবাহন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে অঙ্গন্যাস, ধ্যান, জপ, ও গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তদ্যথা,—

আবাহন।

অগ্রে ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

আবাহনের পর অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।

অঙ্গন্যাস। *

প্রণবাদিকে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, সর্ব্বগাত্র, ও করদ্বয় এই সকল স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। প্রয়োগ যথা,—

(হৃদয়ে) ওঁ। (মস্তকে) ভূঃ। (শিখাতে) ভু। (সর্ব্বগাত্রে) বঃ। (করতলদ্বয়ে) স্বঃ।

এইরূপ অঙ্গন্যাস তিনবার করা কর্ত্তব্য। অঙ্গন্যাসের পর প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন ভেদে সন্ধ্যার ধ্যান করিতে হইবে।

* "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে শঙ্খ যাজ্ঞবল্ক্যৌ—
প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ অঙ্গানি হৃদয়াদয়ঃ।
ত্রিরাবৃত্য ততঃ পশ্চাদার্ষ্যং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
বিনিয়োগস্তথা রূপং ধ্যাতব্যং ক্রমশস্তু বৈ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যক্ষর পঞ্চকং হৃদয়-শিরঃ-শিখা-সর্ব্বগাত্র-করদ্বয়েষু ন্যসেৎ। এবমপরবারদ্বয়ম্॥" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

অঙ্গন্যাস সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

(হৃদয়ে) ওঁ ভূঃ। (মস্তকে) ওঁ ভুবঃ। (শিখাতে) ওঁ স্বঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। (করতলদ্বয়ে) ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

অপর কোন কোন প্রয়োগপুস্তকে অগ্রে ঋষ্যাদি ন্যাস পরে অঙ্গন্যাসের প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্যথা,—

ঋষ্যাদিন্যাস,—(মস্তকে) বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ॥

অঙ্গন্যাস,—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ভূঃ শিরসে স্বাহা। ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। স্বঃ কবচায় হুং। ভূর্ভুবঃস্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট॥

ধ্যান। *

প্রাতঃকালে—কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।

[illegible]

মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষস্থাং পীতবাসসীম্। †

যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।

সায়াহ্নে—সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্।

ধ্যানের পর জপ করিতে হইবে।

গায়ত্রীজপ।

(১১৩ পৃষ্ঠা হইতে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন।)

গায়ত্রী,—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

---

* ধ্যান সম্বন্ধে নানা রূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকার নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা,—

প্রাতঃকালে,—গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা চতুর্ম্মুখী দ্বিভুজা অক্ষ-সূত্রকমণ্ডলুকরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥

মধ্যাহ্নে,—সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শ্যাম (কৃষ্ণ) বর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা (হস্তা) গরুড়াসনমারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যুবতী যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥

সায়াহ্নে,—সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল-ডমরুকরা অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা ত্রিনেত্রা বৃষাসনমারূঢ়া রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা বৃদ্ধা সাম-বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥

† কোন কোন প্রয়োগ পুস্তকে 'পীতবাসসাং' পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপর কোন কোন পণ্ডিত কহেন 'পীতবাসসীং' ও 'পীতবাসসাং' এই উভয় পদই ব্যাকরণ দুষ্ট; তাঁহাদের মতে 'পীতবাসসং' হইবে।

প্রতিসন্ধ্যাতে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করাই কর্ত্তব্য, অসমর্থ-পক্ষে ২৮ বার, তাহাতেও অশক্ত হইলে ১৮ বার গায়ত্রী জপ করা বিধেয়।

গায়ত্রী জপের পর গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

গায়ত্রীবিসর্জ্জন।

মন্ত্র,—ওঁ মহেশ্বরবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

গায়ত্রী বিসর্জ্জনের পর 'অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্য-শুক্রৌ প্রীয়েতাম্।' এই বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।

ইহার পর আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

আত্মরক্ষা।

ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে সুদর্শন চক্রের ন্যায় চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—(জাতবেদসে ইত্যস্য) কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি (পরিষদতু) দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

আত্মরক্ষার পর বিরূপাক্ষ জপ করিতে হইবে।

বিরূপাক্ষজপ।

ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যথোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি,—(ঋতমিত্যস্য) কালাগ্নি রুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥

বিরূপাক্ষ জপের পর নিম্নলিখিত মন্ত্র চারিটি পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।১। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।২। ওঁ বরুণায় নমঃ।৩। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।৪। *

ইহার পর ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। †

(ব্রহ্মযজ্ঞ পঞ্চম স্তবকে দেখুন।)

সূর্য্যার্ঘ্যদান।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।‡

প্রণাম-মন্ত্র।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

ইতি সামবেদি-কুথুমিশাখীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

---

* কোন কোন প্রয়োগ পুস্তকে 'ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ।' এই মন্ত্রটি অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রমাণ গ্রন্থে উক্ত মন্ত্রটি নাই। যথা,—

"বৃষ্টায়াং গতায়াং। ব্রহ্মবিষ্ণুবরুণরুদ্রেভ্যঃ প্রত্যেকমঞ্জলিং দদ্যাদিতি পিতৃদয়িতা।" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

† অনেকে সূর্য্যার্ঘ্যের পর সন্ধ্যাঙ্গ ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু নিম্নলিখিত পাঠ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠের পর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পাঠদ্বয় যথা,—

"সন্ধ্যাং কৃত্বা তু দত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যেদ্দিবাকরম্। সন্ধ্যানন্তরমর্ঘ্যদানম্। ব্রহ্মযজ্ঞতর্পণয়োরকরণে তয়োঃ করণে তু সামগানাং ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং অন্যেষাং তর্পণানন্তরম্।" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

"ততো মধ্যাহ্নসন্ধ্যানন্তরং ব্রহ্মযজ্ঞং কুর্য্যাৎ। * * * ততো সূর্য্যার্ঘ্যদানম্। ব্রহ্মযজ্ঞাভাবে তু সন্ধ্যানন্তরমেব সূর্য্যার্ঘ্যম্।" ইতি আহ্নিকাচারপ্রয়োগতত্ত্বম্।

‡ ১৪৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

পঞ্চম স্তবক।

পঞ্চযজ্ঞ।

গৃহস্থগণ পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। চুল্লি (উনান), পেষণী (শিল-লোড়া), উপস্কর (সূর্প সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি গৃহোপকরণ), কণ্ডনী (যাহাদ্বারা ধান্যাদি নিস্তুষীকৃত বা নির্ম্মলীকৃত হয় অর্থাৎ উদূখল-মুষল বা ঢেঁকী), এবং উদকুম্ভ (জলকলস) এই পাঁচ প্রকার গৃহোপকরণের নাম পঞ্চসূনা। ইহারা আপন আপন কার্য্যে বিনিযোজিত হইলে তদ্দারা যে জীবহিংসা হইয়া থাকে, গৃহস্থকে সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব গৃহস্থ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন *।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞের নাম পঞ্চমহাযজ্ঞ †। অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, ভূতবলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ ‡।

---

* "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥" মনুঃ।

† "ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দেবযজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে ১৬ অধ্যায়ঃ।

‡ "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥" মনুঃ।

যে গৃহস্থ প্রতিদিন শক্তি অনুসারে এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি গৃহে বসতি করিয়াও পঞ্চসূনা জনিত পাপে লিপ্ত হয়েন না *। যে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ এই পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন সেই মূঢ় তির্য্যক্ (পক্ষ্যাদি) যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে †। ব্যাস কহিয়াছেন, প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এমন কি আপৎকালেও মূল পত্র উদক বা শাক দ্বারাও পঞ্চযজ্ঞ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ, যে গৃহস্থ মোহনিবন্ধন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, ধর্ম্মত তাহার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই ‡।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

মনু কহেন, অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ §। অমরসিংহ লিখিয়াছেন, পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ ‖। বৃহস্পতি কহেন, আধ্যাত্মিকী বিদ্যা জপের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ ¶। যাজ্ঞবল্ক্য কহেন,

---

* "পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈ র্নলিপ্যতে॥" মনুঃ।

† "অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি॥"
শঙ্খ লিখিতৌ।

‡ "অহরহঃ পঞ্চযজ্ঞানির্ব্বাপয়েদাপদি মূলপত্রোদকশাকেভ্যঃ॥"
ব্যাসঃ।

"পঞ্চ যজ্ঞাংশ্চ যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্ম্মতঃ।" ব্যাসঃ।

§ ১৬৪ পৃষ্ঠার '‡' চিহ্নিত টিপ্পনী দেখুন।

‖ "পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকৈঃ॥" অমরঃ।

¶ "ব্রহ্মযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥"
বৃহস্পতিঃ।

পঞ্চম স্তবক।

পঞ্চযজ্ঞ

গৃহস্থগণ পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। চুল্লি (উনান), পেষণী (শিল-লোড়া), উপস্কর (সূর্প সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি গৃহোপকরণ), কণ্ডনী (যাহাদ্বারা ধান্যাদি নিস্তুষীকৃত বা নির্ম্মলীকৃত হয় অর্থাৎ উদূখল-মুষল বা ঢেঁকী), এবং উদকুম্ভ (জলকলস) এই পাঁচ প্রকার গৃহোপকরণের নাম পঞ্চসূনা। ইহারা আপন আপন কার্য্যে বিনিযোজিত হইলে তদ্দ্বারা যে জীবহিংসা হইয়া থাকে, গৃহস্থকে সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব গৃহস্থ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন *।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞের নাম পঞ্চমহাযজ্ঞ †। অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, ভূতবলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ ‡।

---

* "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্॥" মনুঃ।

† "ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দেবযজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে ১৬ অধ্যায়ঃ।

‡ "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥" মনুঃ।

যে গৃহস্থ প্রতিদিন শক্তি অনুসারে এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি গৃহে বসতি করিয়াও পঞ্চসূনা জনিত পাপে লিপ্ত হয়েন না *। যে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ এই পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন সেই মূঢ় তির্য্যক্ (পক্ষ্যাদি) যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে †। ব্যাস কহিয়াছেন, প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এমন কি আপৎকালেও মূল পত্র উদক বা শাক দ্বারাও পঞ্চযজ্ঞ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ, যে গৃহস্থ মোহনিবন্ধন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, ধর্ম্মত তাহার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই ‡।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

মনু কহেন, অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ §। অমরসিংহ লিখিয়াছেন, পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ ‖। বৃহস্পতি কহেন, আধ্যাত্মিকী বিদ্যা জপের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ ¶। যাজ্ঞবল্ক্য কহেন,

---

"পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈ র্নলিপ্যতে॥" মনুঃ।

"অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্ যোনিং স গচ্ছতি॥"
শঙ্খ লিখিতৌ।

"অহরহঃ পঞ্চযজ্ঞান্নির্ব্বাপয়েদাপদি মূলপত্রোদকশাকেভ্যঃ॥"
ব্যাসঃ।

"পঞ্চ যজ্ঞাংশ্চ যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্ম্মতঃ।" ব্যাসঃ।

§ ১৬৪ পৃষ্ঠার '‡' চিহ্নিত টিপ্পনী দেখুন।

‖ "পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকৈঃ॥" অমরঃ।

¶ "ব্রহ্মযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥"
বৃহস্পতিঃ।

অধ্যাত্মিকী বিদ্যা জপ ও যথাশক্তি বেদার্থবিশিষ্ট পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ *। রামার্চ্চন চন্দ্রিকাতেও উক্ত হইয়াছে যে, বেদ অভ্যাস বা বৈদিক মন্ত্র জপ অথবা পুরাণ পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ †। এবং দক্ষ কহেন যে, ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং ইহা ব্রাহ্মণগণের পরম তপস্যা স্বরূপ। এই বেদাভ্যাস পাঁচ প্রকার যথা, বেদস্বীকার (শ্রবণ) অর্থাৎ গুরুর নিকট বেদগ্রহণ, বিচার (মনন) অর্থাৎ অনুকূল বিচার দ্বারা মীমাংসা বা তত্ত্বনির্ণয়, অভ্যাস (নিদিধ্যাসন) অর্থাৎ পুনঃপুনঃ স্মরণ, জপ অর্থাৎ বেদমন্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ, এবং শিষ্যগণকে বিদ্যাদান অর্থাৎ অধ্যাপনা ‡।

বেদপাঠের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যম কহিয়াছেন যে, শূদ্রকেই যে বৃষল বলে এমত নহে; কারণ বৃষ শব্দের অর্থ বেদ এবং অলং শব্দে রহিত। যে ব্রাহ্মণ 'বৃষ-অলং' অর্থাৎ বেদরহিত, তাহাকেই বৃষল বলা যায়। অতএব দ্বিজগণ বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্তির ভয়ে ভীত হইয়া যত্নপূর্ব্বক বেদপাঠ

---

* "বেদার্থবৎ পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥"
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† "ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা॥"
রামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

‡ "বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয় ষড়ঙ্গসহিতস্তু যঃ॥
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোহভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা॥"
দক্ষঃ

করিবেন। যদি সমস্ত বেদ পাঠ করিতে সমর্থ না হয়েন তাহা হইলে অন্তত তাহার একদেশ মাত্রও পাঠ করা কর্ত্তব্য *। ব্যাস কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদার্থাঽনুসন্ধানে নিরত থাকিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও বেদ পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইহা কহিয়াছেন যে, অর্থবোধ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র চতুর্ব্বেদ পাঠ করা অপেক্ষা অর্থযুক্ত অল্পমাত্র বেদ পাঠ করাও প্রশস্ত †।

ব্রহ্মযজ্ঞকরণ-কাল নিরূপণ।

নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, সন্ধ্যাকার্য্য সমাপনান্তে অর্ঘ্যদান করিয়া সূর্য্যদর্শন করিবে। এস্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'এই যে সন্ধ্যার পর অর্ঘ্যদান ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ উভয়ের অকরণ পক্ষে; উভয়ের করণ পক্ষে সামবেদীদিগের ব্রহ্মযজ্ঞের পর অর্ঘ্যদান; সামবেদী ভিন্ন অন্যের পক্ষে তর্পণের পর অর্ঘ্যদান।' ‡

---

* "ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তে নালং স বৈ বৃষল উচ্যতে।
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে॥" যমঃ।

† "অধীত্য যৎ কিঞ্চিদপি বেদার্থাধিগমে রতঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিদ্দ্বিজঃ।" ব্যাসঃ।
"সমুচিতং স্তোকমপি শ্রুতাধীতং বিশিষ্যতে।
চতুর্ণামপি বেদানাং কেবলাধ্যয়নাদ্দ্বিজাৎ॥" ব্যাসঃ।

‡ "নারসিংহে। অর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমাৎ। অশক্ত-এককালে তু মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ। সন্ধ্যাং কৃত্বা তু দত্ত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যেদ্দিবাকরম্। ইতি সন্ধ্যানন্তরমর্ঘ্যদানম্ ব্রহ্মযজ্ঞতর্পণয়োরকরণে তয়োঃ করণে তু সামগানাং ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং অন্যেষাং তর্পণানন্তরম্। তথা চ

বৃহস্পতি কহিয়াছেন 'জপযজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত আধ্যাত্মিকী বিদ্যা জপ করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে প্রণব জপ করিবে। তৎপরে তর্পণ করিবে।' এস্থলে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ" ইহা সামবেদী ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষে; 'জপযজ্ঞের (ব্রহ্মযজ্ঞের) অনন্তর দেবতাপূজা করিবে।' এই যে হারীত বচন আছে ইহাই সামবেদীদিগের পক্ষে বিহিত *।

(এস্থলে অনন্তর শব্দে অব্যবহিত অনন্তর না বুঝিয়া ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য, সূর্য্যার্ঘ্যের পর দেবতাপূজা এই রূপ বুঝিতে হইবে।)

ব্রহ্মযজ্ঞবিশেষে কালবিশেষ নির্ণয়।

বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে, তর্পণের পূর্ব্বে ব্রহ্মযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, অথবা প্রাতরাহুতির পর, কিংবা বৈশ্ব-দেবাবসানে করা বিধেয়; কিন্তু তাহা কোন কারণ বশত

ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং নরসিংহপুরাণম্। ততোঽর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাত্তিলপুষ্পসমন্বিতম্। উত্থাপ্য মূর্দ্ধপর্য্যন্তমবেক্ষ্য ভাস্করং তথা। তর্পণানন্তরং বিষ্ণুপুরাণম্। আচম্য চ ততোদদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্। নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ততোগৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুরপূজনম্। জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদীনাং নিবেদনৈঃ।"

আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

* "বৃহস্পতিঃ। ব্রহ্মযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ। জপ্ত্বাথ প্রণবং বাপি ততস্তর্পণমাচরেৎ। সন্ধ্যোপাসনানন্তরং ব্রহ্মপুরাণম্। কৃত্বা প্রদক্ষিণং সূর্য্যং নমস্কৃত্যোপবিশ্য চ। স্বাধ্যায়ং প্রাঙ্মুখঃ কৃত্বা তর্পয়েদ্দেবতা-মৃষীন্। ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং তর্পণং সামগেতরপরং। অতএব কুর্ব্বীত দেবতা-পূজাং জপযজ্ঞাদনন্তরমিতি হারীতবচনং সামগস্য মধ্যাহ্নপূজাপরম্। জপ-যজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ।"

আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

অন্য সময়ে করিতে পারিবে না। এস্থলে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তর্পণের পূর্ব্বে যে ব্রহ্মযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহা নিত্য; প্রাতরাহুতির পর যে ব্রহ্মযজ্ঞ উক্ত হইয়াছে তাহা অধ্যাপনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ; এবং বৈশ্বদেবাবসানে যে ব্রহ্মযজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বামদেব্য গানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং তাহা কেবল সামবেদীদিগের পক্ষেই বিহিত *।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, তর্পণের পর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া শুচিদেশে ব্রহ্মযজ্ঞ বিধান করিবে। এই আপস্তম্ব বচন দ্বারা স্থলে ব্রহ্মযজ্ঞের ব্যবস্থা হওয়াতে, সাধারণত তর্পণের পর ব্রহ্মযজ্ঞ বিহিত, সুতরাং এই যে সামবেদী ভিন্ন অন্যেরও তর্পণের পর ব্রহ্মযজ্ঞ বিহিত হইতেছে, এতদ্বিষয়ে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, উক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ অধ্যয়নরূপ; যেহেতু যোগিযাজ্ঞবল্ক্যও কহিয়াছেন যে, পূর্ব্বাস্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া দর্ভপাণি হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞের নিমিত্ত যথাশক্তি স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) করিবে। অতএব দ্বিতীয় ভাগে (দ্বিতীয় যামার্দ্ধে)

---

* "বৃহস্পতিকাত্যায়নৌ। স চার্ব্বাকৃতর্পণাৎ কার্য্যঃ পশ্চাদ্বা প্রাতরাহুতেঃ। বৈশ্বদেবাবসানে বা নান্যত্রেতি নিমিত্তকাৎ। স ব্রহ্মযজ্ঞঃ তর্পণাদর্ব্বাগিতিনিত্যরূপউক্তঃ। পশ্চাদ্বা প্রাতরাহুতেরিত্যস্যাধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞইতি স্বোক্তেনৈকবাক্যতা। তথাচ দক্ষঃ। দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে। বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ। তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধেতি। বৈশ্বদেবাবসানে (বা) বামদেব্যগানরূপী সামগানাং ব্রহ্মযজ্ঞঃ। নান্যত্রেতি নিমিত্তকাদিতি উক্তপ্রাতর্বৈশ্বদেবরূপনিমিত্তকাদন্যত্র নিমিত্তে ন কার্য্যঃ।" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

যে ব্রহ্মযজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, তাহা অধ্যয়ন-অধ্যাপনরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ বুঝিতে হইবে *।

ব্রহ্মযজ্ঞ প্রয়োগ।

হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া পদ্মাসনে (৬৬ পৃষ্ঠার টিপ্‌পনী দেখুন) উপবেশন পূর্ব্বক উপবীতী হইয়া বাম হস্তে কুশ ধারণ করিয়া তদুপরি অধোমুখ-দক্ষিণহস্ত স্থাপন পূর্ব্বক অগ্রে গায়ত্রী পাঠ করিতে হইবে।

গায়ত্রী পাঠের ক্রম।

প্রথমত পাদ পাদ ক্রমে, তৎপরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ক্রমে, তৎপরে সমস্ত ক্রমে পাঠ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্। ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

গায়ত্রী পাঠের পর চতুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিতে হইবে।

ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ও মন্ত্রচতুষ্টয়।

প্রত্যেক মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে প্রত্যেকের স্ব স্ব বেদোক্ত ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ করিতে হইবে †। ঋষ্যাদি ও মন্ত্রচতুষ্টয় ঋগ্বেদাদি ক্রমে লিখিত হইলেও ঋষিচ্ছন্দ আদি স্মরণ পূর্ব্বক অগ্রে স্ব স্ব বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পরে অন্য মন্ত্রত্রয় পাঠ করিতে হইবে।

---

* "অথ স ধৃতবাসা উদকান্তং কৃত্বা প্রয়তঃ শুচৌ দেশে বিধীয়তে। ইত্যাপস্তম্বেন সামান্যতঃ স্থলএব ব্রহ্মযজ্ঞবিধানাৎ সামগেতরৈরপি তর্পণানন্তরং বেদাধ্যয়নরূপোব্রহ্মযজ্ঞঃ কার্য্যইত্যর্থঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। দর্ভেষু দর্ভপাণিঃ স্যাৎ প্রাঙ্মুখস্তু কৃতাঞ্জলিঃ। স্বাধ্যায়ঞ্চ যথাশক্তি ব্রহ্মযজ্ঞার্থমাচরেৎ।" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

† ঋষি দৈবত চ্ছন্দাংসি প্রণবং ব্রহ্মযজ্ঞকে। মন্ত্রাদৌ নোচ্চরেৎ শ্রাদ্ধে যাগকালেঽপি চৈব হি। আশ্বলায়ন স্মৃতির এই বচন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ শ্রাদ্ধ

যজুর্ব্বেদীয় ঋষ্যাদি,—ঋগ্বেদাদি সর্ব্বস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ॥

সামবেদীয় ঋষ্যাদি,—মধুচ্ছন্দ ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

১। ঋগ্বেদ-মন্ত্র,—অগ্নিমীড়ে (অগ্নিমীলে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥

যজুর্ব্বেদীয় ঋষ্যাদি,—যজুর্ব্বেদাদি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠীঋষিঃ শাখাবৎসগাবো দেবতা (যজুষ্ট্বা চ্ছন্দোনাস্তি) শাখাচ্ছেদনসময় বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

সামবেদীয় ঋষ্যাদি,—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।

২। যজুর্ব্বেদ-মন্ত্র,—ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

যজুর্ব্বেদীয় ঋষ্যাদি,—সামবেদাদি মন্ত্রস্য গোতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।

সামবেদীয় ঋষ্যাদি,—গোতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।

৩। সামবেদ-মন্ত্র,—অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি।

যজুর্ব্বেদীয় ঋষ্যাদি,—অথর্ব্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙঙাথর্ব্বণ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

প্রভৃতিতে মন্ত্রের আদিতে যে ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতি স্মরণ ও প্রণব উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জপরূপ ব্রহ্মযজ্ঞে নহে; স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নাদি রূপ ব্রহ্মযজ্ঞে বুঝিতে হইবে।

সামবেদীয় ঋষ্যাদি,—পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।

৪। অথর্ব্ববেদ-মন্ত্র,—শন্নোদেবী রভীষ্টয়ে * আপোভবন্তু † পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥

পিতৃযজ্ঞ।

মনু একস্থানে কহিয়াছেন তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ ‡, এবং অন্য একস্থানে কহিয়াছেন স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের, হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, অন্নদ্বারা মনুষ্য-গণের, এবং বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতগণের অর্চ্চনা করিবেক §। এস্থলে শ্রাদ্ধের নাম পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হইতেছে। রামার্চ্চন-চন্দ্রিকাতে উক্ত আছে যে, বিপ্রকে অন্নদান, বলিকার্য্য, পিতৃলোককে অন্নদান (শ্রাদ্ধ), ও তর্পণ এই চারি প্রকারের নাম পিতৃযজ্ঞ ‖। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন যে, নিত্য শ্রাদ্ধ করণে অসমর্থ হইলে পিতৃবলি ও তর্পণ এই উভয় দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হইবে। বলি করণেও অশক্ত হইলে তর্পণ মাত্র দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হইবে। পঞ্চযজ্ঞ করণে অসমর্থ

---

* 'রভিষ্টয়ে', 'রভিষ্টয়' ও 'রভীষ্টয়' এইরূপ পদও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† সামবেদীয় শিষ্টাচার সম্মত পাঠ "শন্নোভবন্তু"।

‡ "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্॥" মনুঃ।

§ "স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা॥" মনুঃ।

‖ "পৈত্রোবিপ্রান্ন দানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্ন প্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধা॥'
রামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

হইলে ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য *।

তর্পণ প্রকরণ।

স্নাতক দ্বিজ শুচি হইয়া প্রত্যহ যথাক্রমে দেবগণের, ঋষিগণের ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে †। নিত্য, নৈমিত্তিক, ও কাম্য ভেদে স্নান তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, তর্পণ তাহার অঙ্গ স্বরূপ হওয়াতে স্নানাঙ্গ তর্পণও, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ভেদে তিন প্রকার ‡। মনুবচন প্রমাণে স্মার্ত্ত কহিয়াছেন যে, স্নানাঙ্গতর্পণ হইতেই পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত প্রধান-তর্পণের সিদ্ধি হইবে; যেহেতু প্রধান-তর্পণ, স্নানাঙ্গ-তর্পণ-প্রকৃতি বিশিষ্ট §। যে মূঢ়বুদ্ধি নাস্তিক্যভাবাপন্ন হইয়া তর্পণ না করে, জলার্থী পিতৃপুরুষগণ তাহার দেহ নিস্রাব (রুধির) পান করিয়া থাকেন ‖।

---

* "নিত্য শ্রাদ্ধ করণাসমর্থে পিতৃবলিতর্পণাভ্যাং পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধিঃ। বলি করণাসমর্থে তর্পণ মাত্রাদপি। পঞ্চযজ্ঞ করণাসমর্থে তু ব্রহ্মযজ্ঞ-তর্পণ-রূপ পিতৃযজ্ঞয়োরনুষ্ঠানমাবশ্যকম্।" আহ্নিকাচারপ্রয়োগতত্ত্বম্।

† "তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥" শাতাতপঃ।

‡ "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নান মুচ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতম্॥" .. ব্রহ্মপুরাণম্।

§ "এবঞ্চ স্নানাঙ্গ তর্পণাদেব পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গতত্বেন প্রধানতর্পণস্যাপি প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধিঃ। তদাহ মনুঃ—যদেব তর্পয়েদদ্ভিঃ পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ। তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়া ফলম্॥ প্রধানতর্পণস্য স্নানাঙ্গতর্পণ-প্রকৃতিত্বাৎ।" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

‖ "নাস্তিক্যভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহ নিস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥"
নিস্রাবং রুধিরম্। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

তর্পণাধিকারী নিরূপণ।

কল্কি পুরাণে কথিত আছে যে, দর্শস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ এবং তিলতর্পণ জীবৎপিতৃক ব্যক্তি করিবে না *। উক্ত তিল-তর্পণ শব্দে পিতৃতর্পণ বুঝিতে হইবে যথা, ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে যে, যবোদক দ্বারা, দেবতর্পণ এবং তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিতে হইবে †। পুনশ্চ স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি কৃষ্ণতিল দ্বারা তর্পণ করিবে না ‡। এস্থলেও কৃষ্ণতিলতর্পণ শব্দে পিতৃতর্পণ বুঝিতে হইবে যথা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, শুক্লতিল দ্বারা দেবতর্পণ, শবল (কর্ব্বুর বা বিচিত্র বর্ণ) তিল দ্বারা মনুষ্যতর্পণ, এবং কৃষ্ণবর্ণ তিল দ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে §। অতএব উপরি উক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তির কেবল পিতৃতর্পণ মাত্র নিষিদ্ধ। জীবৎপিতৃকের যে, কেবল পিতৃতর্পণ মাত্র নিষেধ, তাহার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার দ্বৈতনির্ণয় নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, জীবৎপিতৃকগণের যমতর্পণ পর্য্যন্ত অধিকার, যেহেতু

---

* "দর্শস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তর্পণমাচরেৎ।
ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃত্বাঘমাপ্নুয়াৎ॥"
কল্কিপুরাণম্।

† "যবাদ্ভিস্তর্পয়েদ্দেবান্ সতিলাদ্ভিঃ পিতৄংস্তথা॥"
আহ্নিকাচারধৃত ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

‡ "ন জীবৎপিতৃকঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈস্তর্পণমাচরেৎ॥" স্মৃতিঃ।

§ "শুক্লৈস্তু তর্পয়েদ্দেবান্মনুষ্যান্ শবলৈস্তিলৈঃ।
পিতৄংস্তু তর্পয়েৎ কৃষ্ণৈস্তর্পয়ন্ সর্ব্বদা দ্বিজঃ॥"
হলায়ুধধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যমতর্পণোপলক্ষে কাত্যায়ন-বচনে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এই পর্য্যন্ত (যমতর্পণ পর্য্যন্ত) জীবৎপিতৃকের, তদিতর অর্থাৎ প্রমৃত (মৃত) পিতৃকের অন্য সকল অর্থাৎ স্ব পিত্রাদির *। অতএব এই স্থির হইতেছে যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তির দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, এবং দিব্যপিতৃকতর্পণ (যমতর্পণ) পর্য্যন্ত অধিকার আছে; যমতর্পণে দেবত্ব ও পিতৃত্ব উভয় সত্তা থাকিলেও দেবত্ব স্বীকারে জীবৎপিকের যমতর্পণে অধিকার হইয়াছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মযজ্ঞ জপ করিয়া তর্পণ করিবেক; ইহাতে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মীমাংসা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মযজ্ঞের অনন্তর তর্পণ ইহা ছন্দোগেতর অর্থাৎ সামবেদী ভিন্ন অন্যের। সামবেদিগণ সূর্য্যোপস্থানের পর অর্থাৎ বৈশ্রবণায় চোপজায় ইহার পর তর্পণ করিবে †।

স্নাতক ব্যক্তি আদ্রবাসা হইলে নাভিমাত্র জলে স্থিত হইয়া এবং শুষ্কবাসা হইলে তীরস্থ হইয়া তর্পণ করিবে ‡। গঙ্গাদি তীর্থ স্থলে, আদ্রাবাসা ও জলস্থ হইয়া তর্পণ করা কর্ত্তব্য; এমত স্থলে যদি শুষ্কবাসা হইয়া তর্পণ করিতে হয়,

---

* "তর্পণন্তু জীবৎপিতৃকাণাং কাতীয়কল্পবতা যমতর্পণান্তং কার্য্যম্। যমতর্পণ মভিধায়, জীবৎপিতৃকোহপ্যেতাননান্যাং শ্চেতরঃ। ইতি কাত্যায়ন-বচনাৎ। অন্যান্ স্ব পিত্রাদীন্ ইতরঃ প্রমৃতপিতৃক ইত্যর্থঃ॥"

দ্বৈতনির্ণয়ঃ।

† "ব্রহ্মযজ্ঞ প্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ।
জপ্ত্বাথ প্রণবং বাপি ততস্তর্পণমাচরেৎ॥" বৃহস্পতিঃ।

"এতচ্চ ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং ছন্দোগেতরপরং তেষান্তু বৈশ্রবণায় চোপজায় ইত্যন্তং স্থর্য্যোপস্থানানন্তরম্॥" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

‡ "স্নাতশ্চার্দ্রচাসা দেবর্ষিপিতৃতর্পণমম্ভঃস্থএব কুর্য্যাৎ। পরিবর্ত্তিত-বাসাশ্চেত্তীরমুত্তীর্য্যেতি।" বিষ্ণুঃ।

তবে একপাদ স্থলে ও একপাদ জলে স্থাপন পূর্ব্বক তর্পণ করা কর্ত্তব্য *। তর্পণ করিবার সময়ে বাম হস্ত, দক্ষিণ হস্তের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য †। স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র ঔড়ুম্বরপাত্র (যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র), এবং খড়্গপাত্র (গণ্ডারের নাসিকাস্থিত শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্র) পিতৃ-তর্পণে প্রশস্ত ‡। দেবতর্পণ যবোদক এবং পিতৃতর্পণ তিলোদক দ্বারা কর্ত্তব্য §। রবি ও শুক্রবারে, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথিতে, অমাবস্যাদি শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ দিনে, জন্মদিনে এবং সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ নিষিদ্ধ ¶। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তিতে, গ্রহণ-স্নানাঙ্গতর্পণে, উপাকর্ম্মে, উৎসর্গে, যুগাদিতে (বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া, কার্ত্তিকী শুক্লনবমী, ভাদ্র-

* "অত্রাপি তীর্থে বিশেষমাহ মৎস্যপুরাণম্। তিলোদকাঞ্জলির্দ্দেয়ো জলস্থৈস্তীর্থবাসিভিঃ। সদা নৈকেন হস্তেন গৃহে শ্রাদ্ধং সনিষ্যতে। অত্র জলস্থৈরিত্যনেন স্থলস্থানামপি জলস্থত্বং নিয়ম্যতে। ততশ্চ। অন্তরুদকে আচান্তোঽন্তরেব পূতোভবতি বহিরুদকে আচান্তো বহিরেব পূতঃ স্যাত্ত-স্মাদন্তরেকং বহিরেকঞ্চ পাদং কৃত্বা আচামেৎ সর্ব্বত্র শুদ্ধোভবতি। ইতি পৈঠীনসি বচনাজ্জলস্থৈক চরণ কৃতাচমনেনোভয় কর্ম্মার্হত্বাত্তর্পণ কালে তীর্থজলৈক চরণেন ভবিতব্যং অন্যত্র ত্বনিয়মঃ।" আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

† 'দর্ভপাণিস্তু বিধিনা হস্তাভ্যাং তর্পয়েত্ততঃ॥" পদ্মপুরাণম্।

‡ "সৌবর্ণেন তু পাত্রেণ তাম্র রৌপ্যময়েন বা।
ঔড়ুম্বরেণ খড়্গেন পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥" মরীচিঃ।

§ "যবাদ্ভিস্তর্পয়েদ্দেবান্ সতিলাদ্ভিঃ পিতৃংস্তথা।"
ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

¶ "রবিশুক্র দিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধ বাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিল তর্পণম্॥" স্মৃতিঃ।
"সপ্তম্যাং নিশি সংক্রান্ত্যাং রবিশুক্র দিনে তথা।
শ্রাদ্ধ জন্ম দিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্॥" মৎস্যপুরাণম্।

কৃষ্ণাত্রয়োদশী, ও মাঘীপূর্ণিমাতে), এবং মৃতবাসরে শুক্রাদি নিষিদ্ধবারেও তিলতর্পণ করিলে তাহাতে দোষ হয় না *। গঙ্গাদিতীর্থে, প্রেতপক্ষে (ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষে), এবং অমাবস্যাদি তিথিতে নিষিদ্ধ দিবসেও তিলতর্পণ করা যাইতে পারে †। বিশেষত জাহ্নবীতে সর্ব্বদাই তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। গঙ্গাতে কালাকালের কোনও নিয়ম নাই ‡। স্মার্ত্তের অভিপ্রায়মতে গঙ্গাদিতীর্থে তিলরহিত তর্পণ করা কর্ত্তব্য নয় §।

---

* "অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।
শুক্র সূর্য্যাদি বারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে।
তীর্থে তিথি বিশেষে চ কার্য্যং প্রেতে চ সর্ব্বদা॥" স্মৃতিঃ।

† "তীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রিতম্॥"
ইতি মদনপারিজাত বিদ্যাকর বাজপেয়িধৃত মরীচিবচনম্।

‡ "বিশেষতস্তু জাহ্নব্যাং সর্ব্বদা তর্পয়েৎ পিতৄন্।
ন কাল নিয়মস্তত্র ক্রিয়তে সর্ব্বকর্ম্মসু॥" বৌধায়নঃ।

§ "ত্রিষু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব্বএবতে।
তর্প্যমাণাঃ পরাং তৃপ্তিং যান্তি গঙ্গাজলৈঃ শুভৈঃ॥" মহাভারতম্।
"যে নরা দুঃখিতা সম্যক্ সর্ব্বে তে সুকুশৈস্তিলৈঃ।
তর্পিতা জাহ্নবীতোয়ৈ র্নরেণ বিধিনা সকৃৎ।
প্রয়ান্তি স্বর্গলোকন্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥" ভবিষ্যপুরাণম্।

উপরি উক্ত বচনদ্বয় অবলম্বনে তীর্থচিন্তামণিতে লিখিত আছে যে, কেবল গঙ্গাজল ও সতিলগঙ্গাজল এই দুই প্রকার জলেই তর্পণ করিতে পারা যায়। কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য "তীর্থমাত্রেপি কর্ত্তব্যং সতিলেনৈব তর্পণম্। যোঽন্যথা তর্পয়েন্মূঢ়ঃ স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভবেৎ॥" স্কন্দপুরাণের এই বচন প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে তীর্থ মাত্রেই তিলতর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তিনি গঙ্গাজলে তিলরহিত তর্পণের প্রতিও বিশেষ কোন দোষারোপ করেন নাই।

রৌপ্য, সুবর্ণ, তাম্র, তিল, দর্ভ, বা মন্ত্র ব্যতিরেকে পিতৃ-তর্পণ করা কর্ত্তব্য নয় *। তিলের অভাবে সুবর্ণ বা রজত স্পৃষ্ট জল দ্বারা তর্পণ করা কর্ত্তব্য; তদভাবে দর্ভ-(কুশাদি) স্পৃষ্ট বা কেবল মন্ত্র পাঠ দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে †।

অনুদ্ধৃত জলে তর্পণ করিতে হইলে বামহস্তের রোমরহিত প্রদেশে বা বস্ত্রাচ্ছাদিত বামবাহুতে তিল এবং বামহস্ততলে তর্পণপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক মুদ্রা (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সংযোগ) রহিত দক্ষিণহস্ত দ্বারা তিল প্রদান পূর্ব্বক তর্পণ করা কর্ত্তব্য ‡। স্নানশাটীর বা রোমযুক্ত প্রদেশে তিল স্থাপন করিয়া তর্পণ করা নিষিদ্ধ §। উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে তর্পণ-জলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইবে; তৎকালে বামহস্তাদিতে তিল স্থাপনের আবশ্যক হয় না ‖।

---

* "বিনা রূপ্য সুবর্ণেন বিনা তাম্রময়েণ বা।
বিনা মন্ত্রৈশ্চ দর্ভৈশ্চ পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতে ॥" মরীচিঃ।
"বিনারূপ্য সুবর্ণেন বিনা তাম্র তিলৈস্তথা।
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতে ॥" শঙ্খঃ

† "তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণ রজতান্বিতম্।
তদভাবে নিষিঞ্চেত্তু দর্ভৈর্মন্ত্রেণ চাপ্যথ ॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

‡ "জলতর্পণে রোমরহিতপ্রদেশে বামবাহোর্বস্ত্রাচ্ছাদিতে বা তিলান্ সংস্থাপ্য মুদ্রারহিতদক্ষিণহস্ততর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্যতরেণ তিলান্ গৃহীত্বা বাম-হস্ততলে স্থাপয়িত্বা তর্পয়েৎ।" মদনপারিজাতঃ।

§ "বামহস্তে তিলান্ ক্ষিপ্ত্বা জলমধ্যে তু তর্পয়েৎ।
স্নানশাট্যাঞ্চলে পাত্রে রোমকূপে ন কুত্রচিৎ ॥" স্মৃত্যর্থসারঃ।

‖ "যদ্ভ্যাদ্ধৃতং প্রসিঞ্চেত্তু তিলান্ সংমিশ্রয়েজ্জলে।
অতোঽন্যথা তু সব্যেন তিলাগ্রাহ্যাবিচক্ষণৈঃ ॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

স্থলে তর্পণ করিতে হইলে পূর্ব্বাগ্রকুশের অগ্রভাগে দেবতর্পণ, উত্তরাগ্রকুশের মধ্যদেশে মনুষ্যতর্পণ, এবং দক্ষিণাগ্রকুশের মূল বা অগ্রদেশে পিতৃতর্পণ করা কর্ত্তব্য। ঋষিতর্পণ দেবতর্পণ তুল্য *। পাত্র দ্বারাই হউক, বা হস্ত দ্বারাই হউক, জল গ্রহণ করিয়া কোন পবিত্র পাত্রান্তরে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে ক্ষেপণ করাও কর্ত্তব্য, তথাপি কুশবর্জ্জিত ভূমিতে ক্ষেপণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নয় †। ইষ্টকরচিত স্থানে, অনুৎসৃষ্ট জলাশয়ের জলে, বৃষ্টিজলসম্পর্কীয় জলে ও শূদ্রানীত জলে তর্পণ করা কর্ত্তব্য নয় ‡।

দেবতর্পণ পূর্ব্বাস্য, মনুষ্যতর্পণ উত্তরাস্য (সামবেদীয় পশ্চিমাস্য), পিতৃতর্পণ দক্ষিণাস্য, এবং ঋষিতর্পণ দেব-

---

* "প্রাগগ্রেষু সুরাংস্তৃপ্যেন্মনুষ্যাংশ্চৈব মধ্যতঃ।
পিতৄংশ্চ দক্ষিণাগ্রেষু দদ্যাদিতি জলাঞ্জলীন্॥"

অগ্নিপুরাণম্।

† "পাত্রাদ্বা জলমাদায় শুচৌ পাত্রান্তরে ক্ষিপেৎ।
জলেপূর্ণেঽথবা গর্ত্তে ন স্থলে তু বিবর্হিষি॥"

হারীতঃ।

‡ "নেষ্টকারচিতে পিতৄংস্তর্পয়েৎ।" শঙ্খলিখিতৌ।

"যন্ন সর্ব্বায় চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্য নিপানজম্।
তদ্বর্জ্জং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি॥"

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।

"মেঘে বর্ষতি যঃ কুর্য্যাত্তর্পণং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
পিতৄণাং নরকে ঘোরে গতিস্তস্য ভবেদ্ধ্রুবা॥"

বায়ুপুরাণম্।

"শূদ্রোদকৈর্নকুর্ব্বীত তথা মেঘাদি নিঃসৃতৈঃ॥"

বায়ুপুরাণম্।

তর্পণবৎ অর্থাৎ পূর্ব্বাস্য হইয়া করা কর্ত্তব্য *। দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ উপবীতী, মনুষ্যতর্পণ নিবীতী, এবং পিতৃতর্পণ প্রাচীনাবীতী হইয়া করা কর্ত্তব্য। দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ দেবতীর্থ, মনুষ্যতর্পণ প্রজাপতিতীর্থ (কায়তীর্থ), এবং পিতৃতর্পণ পিতৃতীর্থ দ্বারা করা বিধেয় †।

---

* "পরাশরভাষ্যে। সনকাদি দিব্যমনুষ্যাণাং তর্পণাদিকং সামগেন প্রত্যঙ্মুখেন তদিতরেণোদঙ্মুখেন কর্ত্তব্যম্। তথাচ পরিশিষ্টপ্রকাশধৃতং সামবেদীয়ষট্‌ত্রিংশদ্‌ব্রাহ্মণম্। মনুষ্যাণামেষা দিক্ যা প্রতীচীতি। তথাচ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে। প্রাচীন্দেবা অভজন্ত দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীমসুরাঃ অপরেষামুদীচীং মনুষ্যা ইতি ॥"

আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

† "কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ।
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রানৃষীংস্তথা ॥" পদ্মপুরাণম্।

"সব্যং জানুং তথা স্থাপ্য পাণিভ্যাং দক্ষিণামুখঃ।
তল্লিঙ্গৈস্তর্পয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বান্ পিতৃগণাংস্তথা ॥
মাতামহাংস্তু সততং শ্রদ্ধয়া তর্পয়েদ্‌বুধঃ।
প্রাচীনাবীতীত্যুদকং প্রসিঞ্চেদ্বৈ তিলান্বিতম্ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"ব্রহ্মাদ্যান্ উপবীতী তু দেবতীর্থেন তর্পয়েৎ।
নিবীতী কায়তীর্থেন মনুষ্যান্ সনকাদিকান্ ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"প্রাজাপত্যেন তীর্থেন মনুষ্যাংস্তর্পয়েৎ পৃথক্।"

বিষ্ণুপুরাণম্।

"পিতৄণাং পিতৃতীর্থেন জলং সিঞ্চেদ্যথাবিধি ॥"

শাতাতপঃ।

দক্ষিণকক্ষাশ্রিত বামস্কন্ধোপরিস্থিত যজ্ঞসূত্রকে উপবীত, বামকক্ষাশ্রিত দক্ষিণস্কন্ধোপরিস্থিত যজ্ঞসূত্রকে প্রাচীনাবীত, এবং কণ্ঠদেশে বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রকে নিবীত কহে। যথা,—

দেবতর্পণে এক এক অঞ্জলি, সনকাদি মনুষ্যতর্পণে দুই দুই অঞ্জলি, পিতৃপুরুষগণকে তিন তিন অঞ্জলি, এবং স্ত্রীলোকদিগকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করা কর্ত্তব্য *। ইহার মধ্যে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, এই তিন জনের তিন তিন অঞ্জলি এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই তিনজনের এক এক অঞ্জলি নিত্য, তিন তিন অঞ্জলি কাম্য †। ফলত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী সাকল্যে এই দ্বাদশজনের তর্পণ নিত্য।

"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যেন প্রাচীনাবীতী নিবীতী কণ্ঠমজ্জনে॥" মনুঃ।

"দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বনং ভবত্যেব যজ্ঞোপবীতী ভবতি। সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি সব্যংকক্ষমন্ববলম্বনং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি॥" গোভিলঃ।

* দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠামূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ। একত্রীকৃত তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীমূলের নাম পিতৃতীর্থ।

দেবাদিতীর্থান্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠ-মূলান্যগ্রং করস্য তু।
প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ॥"

"একৈকমঞ্জলিং দেবা দ্বৌদ্বৌ তু সনকাদয়ঃ।
অর্হন্তি পিতরস্ত্রীংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়স্ত্বেকৈকমঞ্জলিম্॥"
গোভিলস্মৃতসংহিতা।

"মাতৃ মুখ্যাশ্চ যাস্ত্রিস্রস্তাসাংদদ্যাত্রিরঞ্জলিম্॥"
আচারমাধবীয়ে প্রচেতাঃ।

বিষ্ণুপুরাণে পিতাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয়জনের নিত্যত্ব ; তদ্ভিন্ন অন্যের কাম্যত্ব কথিত হইয়াছে *।

উপরে যে দ্বাদশ জন উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে জীবিত, প্রব্রজিত অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মাক্রান্ত এবং পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া তর্পণ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে যাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপরের এক পুরুষকে গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ পিতামহ বা প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে বৃদ্ধপ্রপিতামহ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অপর সমস্ত স্থলেও এইরূপ হইবে †।

যে মতে স্নান করা যায়, স্নানাঙ্গতর্পণও সেই মতে করা কর্ত্তব্য ‡। অতএব পদ্মপুরাণোক্ত স্নান কথিত হওয়াতে এক্ষণে পদ্মপুরাণীয় তর্পণপ্রয়োগ লিখিত হইতেছে।

---

* "পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্॥
মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণতীর্থেন কাম্যঞ্চান্যৎ শৃণুষ মে॥
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথা নৃপ।
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে॥
ইদঞ্চাপি জপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া নৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদি তর্পণম্॥
বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ১১ অধ্যায়ঃ।

"† পিতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহান্তানামপীতি। ততোমাত্রাদীনাং ষণ্ণাং তর্পণম্। দ্বাদশানাং মধ্যে যোজীবতি তং বিহায় বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিং গৃহীত্বা পূরয়েৎ। এবং প্রব্রজিতে পতিতে চ।" ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

‡ "তদঙ্গমিতরৎ সমভিব্যাহার প্রকরণাভ্যাম্॥"
ইতি কাত্যায়নসূত্রম্।

পদ্মপুরাণীয় তর্পণপ্রয়োগ।

প্রথমত দেবতর্পণ করিতে হইবে *।

দেবতর্পণ।

পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত ব্রহ্মাদি দেবগণকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্ †।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

দেবতর্পণের পর মনুষ্যতর্পণ করিতে হইবে।

মনুষ্যতর্পণ।

সামবেদী ভিন্ন অন্যে উত্তরাস্য (সামবেদিগণ পশ্চিমাস্য) ও নিবীতী হইয়া প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক সনকাদির তর্পণ করিবেন। যথা ;—

ওঁ সনকস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সনন্দস্তৃপ্যতাম্। ওঁ সনাতনস্তৃপ্যতাম্। ওঁ কপিলস্তৃপ্যতাম্। ওঁ আসুরিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বোঢ়ুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পঞ্চশিখস্তৃপ্যতাম্ ‡।

* "ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিম্॥"
পদ্মপুরাণম্।

† ঋগ্বেদিগণ "তৃপ্যতাং" স্থলে "তৃপ্যতু" পদ উল্লেখ করিবেন। যথা, ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু॥

‡ ঋগ্বেদীয় প্রয়োগপুস্তকে সনকাদির প্রত্যেককে তর্পণ করিবার বিধি নাই।

কেহ কেহ প্রত্যেককে না দিয়া নিম্নলিখিত সমস্তক্রমে পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া থাকেন। যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

মনুষ্যতর্পণের পর ঋষিতর্পণ করিতে হইবে।

ঋষিতর্পণ।

পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক মরীচি প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইবে *। তদ্যথা ;—

মন্ত্র,—ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাম্। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্ †।

ঋষিতর্পণের পর দিব্যপিতৃকগণের তর্পণ করিতে হইবে।

দিব্যপিতৃক তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি তিলোদক প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিস্বাত্তাদির তর্পণ করিতে হইবে ‡।

* "মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ।
দেবান্ সর্ব্বানৃষীন্ সর্ব্বাং স্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ।" পদ্মপুরাণম্।

† ঋগ্বেদি প্রয়োগপুস্তকে ঋষিতর্পণও মনুষ্যতর্পণের ন্যায় উত্তরাস্য ও নিবীতী হইয়া প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে। যথা, ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু। ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু। অপর সমস্তও এইরূপ হইবে।

‡ "অপসব্যং ততঃ কৃত্বা সব্যং জানু চ ভূতলে।
অগ্নিস্বাত্তাংস্তথা সৌম্যান্ হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপান্।
সুকালিনো বর্হিষদ আজ্যপাংস্তর্পয়েত্ততঃ॥" পদ্মপুরাণম্।

তিলবর্জ্জিত সাধারণ জলে তর্পণ করিতে হইলে "এতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা," তিলযুক্ত হইলে "এতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা," তিলবর্জ্জিত গঙ্গাজলে তর্পণ করিলে "এতদ্গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা," তিলযুক্ত হইলে "এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" এইরূপ বাক্য রচনা করিতে হইবে। নিম্নে সতিলগঙ্গোদক দ্বারা তর্পণ করিবার বাক্য লিখিত হইতেছে। তদ্যথা ;—

ওঁ অগ্নিস্বাত্তাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালিনস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা *।

অগ্নিস্বাত্তাদি-তর্পণের পর যমতর্পণ করিতে হইবে †।

যমতর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত ১৪টি মন্ত্র পাঠ

---

* ঋগ্বেদিগণ "তৃপ্যন্তাম্" স্থলে "তৃপ্যন্তু" পদ উল্লেখ করিবেন। যথা, ওঁ অগ্নিস্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু। অপর সমস্ত ইত্যাকার বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ পিতৃধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া অগ্নিস্বাত্তাদিরও তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু 'কব্যবালং নলং সোমং যমমর্য্যমনন্তথা। অগ্নিস্বাত্তান্ সোমপাংশ্চ বর্হিষদঃ সকৃৎসকৃৎ॥' ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বিশেষ বচন থাকাতে দিব্যপিতৃকগণের এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

প্রাচীনমতে "ওঁ অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

† রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যমতর্পণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই।

পূর্ব্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি তিলোদক প্রদান করিতে হইবে। তদ্যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ অন্তকায় নমঃ। ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। ওঁ কালায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ। ওঁ ঔড়ুম্বরায় নমঃ। ওঁ দধ্নায় নমঃ। ওঁ নীলায় নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ। ওঁ বৃকোদরায় নমঃ। ওঁ চিত্রায় নমঃ। ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ॥

কেহ কেহ প্রত্যেককে জলাঞ্জলি না দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্র,—ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

যমতর্পণের পর আবাহন করিতে হইবে।

আবাহন।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া যজুর্ব্বেদিগণ ভিন্ন অন্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্ব স্ব আবাহন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিতৃগণকে আবাহন করিবেন। যজুর্ব্বেদিগণ ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক "উশন্তস্ত্বা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্রে তিল বিকীর্ণ করিয়া পরে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক আবাহন-মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণকে আবাহন করিবেন।

ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় আবাহন।

মন্ত্র,—ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্॥

যজুর্ব্বেদীয় আবাহন।

ঋষ্যাদি,—শঙ্খ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র,—ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীম হ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥

ঋষ্যাদি,—শঙ্খ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

আবাহন মন্ত্র,—ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিস্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে ঽবন্ত্বস্মান্॥

আবাহনের পর পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে।

পিতৃতর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ; এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ছয়জন পুরুষের এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে উহাদের স্ত্রীগণের অর্থাৎ মাতা, পিতামহী, ও প্রপিতামহী; এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়জন স্ত্রীলোকের তর্পণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই তিনজন ভিন্ন অন্য সকলকেই তিন তিন অঞ্জলি এবং উক্ত তিনজনকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। মাতামহ্যাদির তিন অঞ্জলি কাম্য।

ঋগ্বেদীয়-বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহ।—অমুকগোত্রং পিতামহং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্রং প্রপিতামহং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

মাতামহ।—অমুকগোত্রং মাতামহং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্রং প্রমাতামহং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্রং বৃদ্ধপ্রমাতামহং অমুকদেব-শর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

মাতা।—অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহী।—অমুকগোত্রাং পিতামহীং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রাং প্রপিতামহীং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

মাতামহী।—অমুকগোত্রাং মাতামহীং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রাং প্রমাতামহীং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রাং বৃদ্ধপ্রমাতামহীং অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

যজুর্ব্বেদীয় বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিল-গঙ্গোদকং স্বধা।

পিতামহ।—অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতামহ।—অমুকগোত্র মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্র প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মং-স্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতা।—অমুকগোত্রে মাতরমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈতত্তে সতিল-গঙ্গোদকং স্বধা।

পিতামহী।—অমুকগোত্রে পিতামহি অমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রে প্রপিতামহি অমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতামহী।—অমুকগোত্রে মাতামহি অমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রে প্রমাতামহি অমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

সামবেদীয় বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

পিতামহ।—অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

মাতামহ।—অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

মাতা।—অমুকগোত্রা মাতা অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

পিতামহী।—অমুকগোত্রা পিতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রা প্রপিতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

মাতামহী।—অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রা প্রমাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

নিত্য তর্পণ সমাপন করিয়া সমর্থ হইলে কাম্যতর্পণ করা কর্ত্তব্য।

কাম্যতর্পণ।

পিতৃতর্পণের ন্যায় প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া নৈকট্যক্রমে পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, দুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরু, গুরুপত্নী, বান্ধব, এবং মিত্রাদিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করা বিধেয়।

ইহার পর (কাম্যতর্পণে অশক্তের পক্ষে পিতৃতর্পণের পর) দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

ইহার পর অগ্নিদগ্ধার তর্পণ করিতে হইবে *।

অগ্নিদগ্ধা-তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল ভূমিতে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

অগ্নিদগ্ধাতর্পণের পর বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক।

তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা স্নানশাটী শোধনানন্তর উত্তমরূপ ধৌত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক সেই বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জলদ্বারা স্বগোত্রীয় অপুত্রক ব্যক্তির তর্পণ করা কর্ত্তব্য। বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক স্থলে ক্ষেপণ করা বিধেয় †।

মন্ত্র,—ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

---

* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অগ্নিদগ্ধার তর্পণ ধরেন নাই।

† "নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্ব্বং স্নানবস্ত্রন্তু তর্পণাৎ।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবৈর্মহর্ষিভিঃ॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

"স্নানশাট্যাস্তু দাতব্যা মৃদাস্ত্রিস্ত্রো বিশুদ্ধয়ে॥" বশিষ্ঠঃ।

"বস্ত্রনিষ্পীড়িতং তোয়ং স্নাতস্যোচ্ছিষ্টভাগিনঃ।
ভাগধেয়ং শ্রুতিঃ প্রাহ তস্মান্নিষ্পীড়য়েৎ স্থলে॥"
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রণাম।

মন্ত্র,—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
পিতৃচরণেভ্যো নমঃ॥

উপরি উক্ত বিধিমত তর্পণকরণে অশক্ত হইলে সংক্ষেপ তর্পণ করা কর্ত্তব্য *। তদ্‌যথা,—

সংক্ষেপ তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু॥

ইতি পদ্মপুরাণীয় তর্পণপ্রয়োগ সমাপ্ত।

* "অশক্তৌ শস্তঃ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যত্বিতিক্রমাৎ।
অঞ্জলি ত্রিতয়ং দদ্যাদেতৎ সংক্ষেপ তর্পণম্॥"
ইতি আহ্নিকাচারতত্ত্বম্।

কোন কোন প্রয়োগপুস্তকে সংক্ষেপ তর্পণের আর একটি মন্ত্র অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্‌যথা,—

"আব্রহ্ম ভুবনালোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"
ইতি কাশীখণ্ডম্।

কোন কোন প্রয়োগপুস্তকে "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত তর্পণপ্রয়োগ।

পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র-ত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি পাঠ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি এবং তৃতীয় মন্ত্রটি পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাম্। ওঁ ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্। ওঁ প্রজা-পতিস্তৃপ্যতাম্॥

ইহার পর যমতর্পণ করিতে হইবে।

যমতর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

যমতর্পণের পর আবাহন করিতে হইবে।

আবাহন।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া ঋগ্বেদি ও সামবেদিগণ "আগচ্ছন্তু" এই মন্ত্র দ্বারা এবং যজুর্ব্বেদিগণ "উশন্তস্ত্বা" ও "আয়ান্তু নঃ" এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা আবাহন করিবেন।

ঋগ্বেদীয় ও সামবেদীয় আবাহন।

মন্ত্র,—ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্॥

যজুর্ব্বেদীয় আবাহন।

মন্ত্র,—ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীম হ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥

মন্ত্র,—ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিস্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে ঽবন্ত্বস্মান্ ॥

আবাহনের পর পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে।

পিতৃতর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ; এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ছয়জন পুরুষের এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে উহাদের স্ত্রীগণের অর্থাৎ মাতা, পিতামহী, ও প্রপিতামহী; এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়জন স্ত্রীলোকের তর্পণ করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই তিনজন ভিন্ন অন্য সকলকেই তিন তিন অঞ্জলি এবং উক্ত তিনজনকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে। মাতামহী প্রভৃতির তিন অঞ্জলি কাম্য। বিষ্ণুপুরাণমতে পিতা হইতে বৃদ্ধপ্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয়জনের মাত্র নিত্য, তদ্ভিন্ন অন্য সকলের কাম্য *।

তিলবর্জ্জিত সাধারণ জলে তর্পণ করিতে হইলে "উদকং"; গঙ্গাজলে হইলে "গঙ্গোদকং"; এবং তিলযুক্ত সাধারণ জলে তর্পণ করিতে হইলে "সতিলোদকং", গঙ্গাজলে হইলে "সতিলগঙ্গোদকং" বলিতে হইবে। নিম্নে গঙ্গাজলে তিল-তর্পণের বাক্য লিখিত হইল। তদ্যথা —

ঋগ্বেদীয়-বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্রং পিতরম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহ।—অমুকগোত্রং পিতামহম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

---

* ১৮২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্রং প্রপিতামহম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

মাতামহ।—অমুকগোত্রং মাতামহম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্রং প্রমাতামহম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্রং বৃদ্ধপ্রমাতামহম্ অমুকদেব-শর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

মাতা।—অমুকগোত্রাং মাতরম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

পিতামহী।—অমুকগোত্রাং পিতামহীম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রাং প্রপিতামহীম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

মাতামহী।—অমুকগোত্রাং মাতামহীম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রাং প্রমাতামহীম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রাং বৃদ্ধপ্রমাতামহীম্ অমুকদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

যজুর্ব্বেদীয় বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিল-গঙ্গোদকং স্বধা।

পিতামহ।—অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈ-তত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতামহ।—অমুকগোত্র মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্রপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মংস্তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতা।—অমুকগোত্রে মাতরমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

পিতামহী।—অমুকগোত্রে পিতামহি অমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রে প্রপিতামহি অমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

মাতামহী।—অমুকগোত্রে মাতামহি অমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রে প্রমাতামহি অমুকীদেবিতৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা।

সামবেদীয় বাক্য।

পিতা।—অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

পিতামহ।—অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

প্রপিতামহ।—অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

মাতামহ।—অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

প্রমাতামহ।—অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ।—অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

মাতা।—অমুকগোত্রা মাতা অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

পিতামহী।—অমুকগোত্রা পিতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

প্রপিতামহী।—অমুকগোত্রা প্রপিতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

মাতামহী।—অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

প্রমাতামহী।—অমুকগোত্রা প্রমাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী।—অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকীদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

নিত্য তর্পণ সমাপন করিয়া সমর্থ হইলে কাম্যতর্পণ করা কর্ত্তব্য।

কাম্যতর্পণ।

পিতৃতর্পণের ন্যায় প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া নৈকট্যক্রমে বিমাতা, পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, দুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরু, গুরুপত্নী,

বান্ধব, এবং মিত্রাদিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করা বিধেয়।

ইহার পর (কাম্যতর্পণে অশক্ত হইলে পিতৃতর্পণের পর) পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাঃ (কিন্নরাঃ)।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ॥
জলেচরা ভূমিলয়া বায়্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়ান্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ॥

তৎপরে দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

মন্ত্র,—ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

ইহার পর অগ্নিদগ্ধাদির তর্পণ করিতে হইবে।

অগ্নিদগ্ধাদি-তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল ভূমিতে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

অগ্নিদগ্ধাদিতর্পণের পর বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক প্রদান করা কর্ত্তব্য *।

---

* শ্রাদ্ধদিবসে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশী তিথিতে, এবং সংক্রান্তিতে বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়। যথা,—

"সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
বস্ত্রং ন পীড়য়েত্তত্র ন চ ক্ষারেণ যোজয়েৎ॥"

ষট্ত্রিংশন্মতনিগমঃ।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক।

জল হইতে উত্থিত হইয়া তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা স্নানশাটী শোধনানন্তর উত্তমরূপ ধৌত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক সেই বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকদ্বারা স্বগোত্রীয় অপুত্রক ব্যক্তির তর্পণ করা কর্ত্তব্য। বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক, স্থলেই ক্ষেপণ করা বিধেয় *।

মন্ত্র,—ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্ ॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

প্রণাম।

মন্ত্র,—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥
পিতৃচরণেভ্যো নমঃ ॥

উপরি উক্ত বিধিমত তর্পণকরণে অশক্ত হইলে সংক্ষেপ তর্পণ করা কর্ত্তব্য †। তদ্যথা,—

সংক্ষেপ তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয় তর্পণপ্রয়োগ সমাপ্ত।

* "স্নানশাট্যাস্তু দাতব্যা মৃদাস্তিস্রো বিশুদ্ধয়ে ॥" বশিষ্ঠঃ।
"বস্ত্রনিষ্পীড়িতং তোয়ং স্নাতস্যোচ্ছিষ্টভাগিনঃ।
ভাগধেয়ং শ্রুতিঃ প্রাহ তস্মান্নিষ্পীড়য়েৎ স্থলে ॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† ১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

ঋগ্বেদি-আশ্বলায়নশাখীয় পঞ্চযজ্ঞাঙ্গ তর্পণপ্রয়োগ।

পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি অক্ষতোদক প্রদান পূর্ব্বক প্রজাপতি প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইবে *। তদ্যথা,—

ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু। ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু। ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বেদাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ঋষয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ সর্ব্বচ্ছন্দাংসি তৃপ্যন্তু। ওঁ ওঙ্কারস্তৃপ্যতু। ওঁ বষট্‌কারস্তৃপ্যতু। ওঁ ব্যাহৃতয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ সাবিত্রী তৃপ্যতু। ওঁ যজ্ঞাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ দ্যাবাপৃথিবী তৃপ্যতাম্। ওঁ অন্তরীক্ষং তৃপ্যতু। ওঁ অহোরাত্রাণি তৃপ্যন্তু। ওঁ সংখ্যাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সিদ্ধাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সমুদ্রাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ নদ্যস্তৃপ্যন্তু। ওঁ গিরয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ ক্ষেত্রৌষধি-বনস্পতি-গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তৃপ্যন্তু। ওঁ নাগাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বয়াংসি তৃপ্যন্তু। ওঁ গাবস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সাধ্যাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বিপ্রাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ যক্ষাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ রক্ষাংসি তৃপ্যন্তু। ওঁ ভূতানি তৃপ্যন্তু। ওঁ এবমন্যানি তৃপ্যন্তু।

---

* অথ সাক্ষতাভিরদ্ভিঃ প্রাঙ্মুখ উপবীতী দেবতীর্থেন ব্যাহৃতিভির্ব্যস্ত-সমস্তাভির্ব্রহ্মাদীন্ দেবান্ সকৃৎ সকৃৎ তর্পয়িত্বাথোদঙ্মুখঃ নিবীতী সযবাভিরদ্ভিঃ প্রাজাপত্যেন তীর্থেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদীন্ ঋষীংস্তাভিঃ ব্যাহৃতিভির্দ্বি র্দ্বিস্তর্পয়িত্বাথ দক্ষিণাভিমুখঃ প্রাচীনাবীতী পিতৃতীর্থেন সতিলাভিরদ্ভিঃ ব্যাহৃতিভিরেব সোমঃ পিতৃমান্ যমো অঙ্গিরস্বানগ্নিস্বাত্তাঃ কব্যবাহন ইত্যাদীংস্ত্রীংস্ত্রীংস্তর্পয়েৎ। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টম্।

† দেবতাস্তর্পয়ন্তি প্রজাপতির্ব্রহ্মা দেবা বেদাঃ ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যোঙ্কারো বষট্‌কারো ব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রী যজ্ঞা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষমহোরাত্রাণি সংখ্যাঃ সিদ্ধাঃ সমুদ্রা নদ্যো গিরয়ঃ ক্ষেত্রৌষধি-বনস্পতি-গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগা বয়াংসি গাবঃ সাধ্যা বিপ্রা যক্ষাঃ রক্ষাংসি ভূতান্যেবমন্যানি।” আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রম্।

উত্তরাস্য ও নিবীতী হইয়া প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা দুই দুই অঞ্জলি যবোদক প্রদানপূর্ব্বক শতার্চ্চিন প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইবে *। তদ্যথা,—

ওঁ শতার্চ্চিনস্তৃপ্যন্তু। ওঁ মাধ্যমাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ গৃৎসমদস্তৃপ্যতু। ওঁ বিশ্বামিত্রস্তৃপ্যতু। ওঁ বামদেবস্তৃপ্যতু। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু। ওঁ ভরদ্বাজস্তৃপ্যতু। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রগাথাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ পাবমান্যস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ক্ষুদ্রসূক্তাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ মহাসূক্তাস্তৃপ্যন্তু।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি তিলোদক প্রদান পূর্ব্বক সুমন্ত প্রভৃতির তর্পণ করিতে হইবে †।

ওঁ সুমন্ত--জৈমিনি--বৈশম্পায়ন--পৈল--সূত্রভাষ্য--ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ জানন্তি-বাহবি-গার্গ্য-গৌতম-শাকল্য-বাভ্রব্য-মাণ্ডব্য-মাণ্ডকেয়াস্তৃপ্যন্তু। ওঁ গার্গী-বাচক্নবী তৃপ্যতাম্। ওঁ বড়বা প্রাচীথেয়ী তৃপ্যতাম্। ওঁ সুলভামৈত্রেয়ী তৃপ্যতাম্। ওঁ কহোলং তর্পয়ামি। ওঁ কৌষীতকং তর্পয়ামি। ওঁ মহাকৌষীতকং তর্পয়ামি। ওঁ পৈঙ্গ্যং তর্পয়ামি। ওঁ মহাপৈঙ্গ্যং

---

* "অথ ঋষয়ঃ শতার্চ্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যঃ ক্ষুদ্রসূক্তা মহাসূক্তা ইতি।"

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রম্।

† "সুমন্ত জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল সূত্রভাষ্য ভারত মহাভারত ধর্ম্মাচার্য্যাঃ। জানন্তি বাহবি গার্গ্য গৌতম শাকল্য বাভ্রব্য মাণ্ডব্য মাণ্ডকেয়া গার্গী বাচক্নবী বড়বা প্রাচীথেয়ী সুলভা মৈত্রেয়ী কহোলং কৌষীতকং মহাকৌষীতকং পৈঙ্গ্যং মহাপৈঙ্গ্যং সুযজ্ঞং শাঙ্খায়নমৈতরেয়ং মহৈতরেয়ং শাকলং বাস্কলং সুজাতবক্ত্রমৌদবাহিং মহৌদবাহিং সৌজামিং শৌনকমাশ্বলায়নং যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু।" আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রম্।

তর্পয়ামি। ওঁ সুযজ্ঞং তর্পয়ামি। ওঁ শাঙ্খায়নং তর্পয়ামি। ওঁ ঐতরেয়ং তর্পয়ামি। ওঁ মহৈতরেয়ং তর্পয়ামি। ওঁ শাকলং তর্পয়ামি। ওঁ বাস্কলং তর্পয়ামি। ওঁ সুজাতবক্ত্রং তর্পয়ামি। ওঁ ঔদবাহিং তর্পয়ামি। ওঁ মহৌদবাহিং তর্পয়ামি। ওঁ সৌজামিং তর্পয়ামি। ওঁ শৌনকং তর্পয়ামি। ওঁ আশ্বলায়নং তর্পয়ামি। ওঁ যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু ॥

ইহার পর পদ্ম বা বিষ্ণুপুরাণীয় তর্পণোক্ত বিধি অনুসারে দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা ক্রমান্বয়ে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ; মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী; বিমাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি তিলোদক প্রদান করিয়া মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, ইঁহাদের প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে; তৎপরে নৈকট্যক্রমে পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, দুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃষসা, মাতৃষসা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরু, গুরুপত্নী বান্ধব, মিত্র প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করা কর্ত্তব্য *।

ঋগ্বেদি-আশ্বলায়নশাখীয় পঞ্চযজ্ঞাঙ্গ তর্পণপ্রয়োগ সমাপ্ত।

---

* "পিত্রাদয়স্ত্রয়শ্চাদৌ তিস্রো মাত্রাদয়স্ততঃ।
সপত্নীজননী মাতামহাদয়স্ত্রয়স্তথা ॥
মাতামহ্যাদয়স্তিস্রঃ স্ত্রীপুত্রভ্রাতরস্তথা।
পিতৃব্যো মাতুলশ্চৈব দুহিতা ভগিনী তথা ॥
দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ পিতুর্ম্মাতুশ্চ বৈ স্বসা।
শ্বশুরৌ গুরুপত্নী চ মিত্রঞ্চৈবেতি কেচন ॥
পুত্রাদয়ঃ সপত্নীকাস্ত্রিয়শ্চৈব হি কেবলাঃ।
উক্ত্বা পিত্রাদিসম্বন্ধং নাম গোত্রং স্বধা নমঃ।
বহ্বৃচস্তৃৎক্রমেণৈব তর্পয়ামিতি তর্পয়েৎ ॥"
ইতি আশ্বলায়নসংহিতা।

পিতৃদয়িতাধৃত গোভিলোক্ত সামবেদীয় তর্পণপ্রয়োগ।

জলস্থ, পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া কুশপত্রত্রয়ের অগ্রভাগযুক্ত দেবতীর্থদ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবতর্পণ করিতে হইবে। তদ্যথা ;—

ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ। ওঁ নম আচার্য্যেভ্যঃ। ওঁ নম ঋষিভ্যঃ। ওঁ নমো দেবেভ্যঃ। ওঁ ওঁ নমো বেদেভ্যঃ। ওঁ নমো বায়বে। ওঁ নমো মৃত্যবে। ওঁ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়চ। ওঁ অগ্নিস্তৃপ্যতু। ও প্রজাপতিস্তৃপ্যতু। ওঁ বিশ্বেদেবাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ওঙ্কারস্তৃপ্যতু। ওঁ বষট্কারস্তৃপ্যতু। ওঁ মহাব্যাহৃতয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ সাবিত্রী তৃপ্যতু। ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু। ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ঋষয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ পিতরস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ছন্দাংসি তৃপ্যন্তু। ওঁ আচার্য্যাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ যজ্ঞাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ অধ্যয়নং তৃপ্যতু। ওঁ দ্যাবাপৃথিব্যৌ তৃপ্যতাম্। ওঁ অহোরাত্রাণি তৃপ্যন্তু। ওঁ অন্তরীক্ষং তৃপ্যতু। ওঁ সমুদ্রাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ নদ্যস্তৃপ্যন্তু। ওঁ গিরয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ ওষধয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ বনস্পতয়স্তৃপ্যন্তু। ওঁ নাগাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বনানি তৃপ্যন্তু। ওঁ বৃক্ষাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সর্পাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ গাবস্তৃপ্যন্তু। ওঁ আদিত্যাস্তৃপ্যন্তু। ও রুদ্রাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বসবস্তৃপ্যন্তু। ওঁ ভূতানি তৃপ্যন্তু। ওঁ সিদ্ধাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সাধ্যাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ নক্ষত্রাণি তৃপ্যন্তু। ওঁ গ্রহাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ পিশাচাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ যক্ষাস্তৃপ্যন্তু। ওঁ রক্ষাংসি তৃপ্যন্তু। ওঁ অপ্সরসস্তৃপ্যন্তু। তেভ্যোঃ নমঃ।

ইচ্ছা হইলে আদিত্যাদি সকলের প্রত্যেকের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। তদ্যথা,—

ওঁ ইন্দ্রস্তৃপ্যতু। ওঁ ধাতা তৃপ্যতু। ওঁ ভগস্তৃপ্যতু। ওঁ পূষা তৃপ্যতু। ওঁ মিত্রস্তৃপ্যতু। ওঁ বরুণস্তৃপ্যতু। ওঁ অর্য্যমা

তৃপ্যতু। ওঁ অংশুস্তৃপ্যতু। ওঁ বিবস্বাং স্তৃপ্যতু। ওঁ ত্বষ্টা তৃপ্যতু। ও সবিতা তৃপ্যতু। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু। তেভ্যোঃ নমঃ।

তৎপরে রুদ্রগণের তর্পণ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ অজৈকপাদস্তৃপ্যতু। ওঁ অহিব্রধ্নস্তৃপ্যতু। ওঁ বৈবস্বতস্তৃপ্যতু। ওঁ বহুবস্তৃপ্যতু। ওঁ বহুপস্তৃপ্যতু। ওঁ ত্র্যম্বকস্তৃপ্যতু। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু। ওঁ সুরেশ্বরস্তৃপ্যতু। ওঁ সাবিত্রস্তৃপ্যতু। ওঁ জয়ন্তস্তৃপ্যতু। ওঁ পিনাকীচাপরাজিতস্তৃপ্যতু। তেভ্যো নমঃ। ওঁ ধ্রুবস্তৃপ্যতু। ওঁ ধরস্তৃপ্যতু। ওঁ সোমস্তৃপ্যতু। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু। ওঁ অনিলস্তৃপ্যতু। ওঁ অনলস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রত্যূষস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রভাষ(স)স্তৃপ্যতু। তেভ্যোঃ নমঃ।

পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক গোতমাদি ঋষিতর্পণ করিতে হইবে। যথা,—

ওঁ গোতমস্তৃপ্যতু। ওঁ ভরদ্বাজস্তৃপ্যতু। ওঁ বিশ্বামিত্রস্তৃপ্যতু। ওঁ জমদগ্নিস্তৃপ্যতু। ওঁ সারুন্ধতীকো-বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু। ওঁ কাশ্যপস্তৃপ্যতু। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু। তেভ্যো নমঃ। ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু। ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু। ওঁ নারদস্তৃপ্যতু। তেভ্যো নমঃ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া কুশমূলাঞ্জলি দ্বারা নারায়ণাদির তর্পণ করিতে হইবে।

ওঁ নারায়ণস্তৃপ্যতু। ওঁ ব্যাসস্তৃপ্যতু। ওঁ ভাগুরিস্তৃপ্যতু। ওঁ গোতমী তৃপ্যতু। ওঁ মৌকুলীস্তৃপ্যতু। ওঁ ভগবানৌপমন্যবস্তৃপ্যতু। ওঁ কারাটী তৃপ্যতু। ওঁ মশকাগাগ্যস্তৃপ্যতু। ওঁ ঋষিগণস্তৃপ্যতু। ওঁ শালিহোত্রস্তৃপ্যতু। ওঁ কুথুমিস্তৃপ্যতু। ওঁ জৈমিনিস্তৃপ্যতু। ওঁ আচার্য্যাস্তৃপ্যন্ত। ওঁ ষটী তৃপ্যতু। ওঁ ভাগুরিস্তৃপ্যতু। ওঁ কাকননস্তৃপ্যতু। ওঁ ভাগ্যোরকস্তৃপ্যতু।

ওঁ বৃষানকস্তৃপ্যতু। ওঁ রুরুকস্তৃপ্যতু। ওঁ সমবাহুস্তৃপ্যতু। ওঁ বক্ষশিরাস্তৃপ্যতু। ওঁ কুহূস্তৃপ্যতু। ওঁ দশৈতে প্রাচীন-কর্ত্তারস্তৃপ্যন্তু। ওঁ কব্যবালস্তৃপ্যতু। ওঁ নলস্তৃপ্যতু। ওঁ সোমস্তৃপ্যতু। ওঁ যমস্তৃপ্যতু। ওঁ অর্য্যমা তৃপ্যতু। ওঁ অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু। ওঁ সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু। ওঁ বর্হিষদঃপিতর-স্তৃপ্যন্তু। তেভ্যো নমঃ।

তৎপরে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেককে তিলমিশ্রিত তিন তিন অঞ্জলি জলদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

মন্ত্র,—ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ অন্তকায় নমঃ। ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। ওঁ কালায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ। ওঁ ঔড়ুম্বরায় নমঃ। ওঁ দধ্নায় নমঃ। ওঁ নীলায় নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ। ওঁ বৃকোদরায় নমঃ। ওঁ চিত্রায় নমঃ। ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ॥

তৎপরে পদ্ম বা বিষ্ণুপুরাণীয় তর্পণোক্ত বিধি অনুসারে পিতৃতর্পণ করিতে হইবে।

পিতৃতর্পণ সমাপন করিয়া পশ্চিমাস্য ও নিবীতী হইয়া কুশ-মধ্যযুক্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূলদ্বারা প্রত্যেককে দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক মনুষ্যতর্পণ করিতে হইবে। তদ্যথা,—

ওঁ সনকস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ সনন্দস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ সনাতনস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ কপিলস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ আসুরিস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ বোঢ়ুস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত। ওঁ পঞ্চশিখস্তৃপ্যতু তস্মৈতদুদকং হন্ত।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিতে হইবে।

মন্ত্র,—ওঁ দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ॥

জলেচরা ভূমিলয়া বায্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়াস্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ॥
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

ইহার পর অগ্নিদগ্ধাদির তর্পণ করিতে হইবে।

অগ্নিদগ্ধাদি-তর্পণ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল ভূমিতে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র,—ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

অগ্নিদগ্ধাদিতর্পণের পর বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক প্রদান করা কর্ত্তব্য *।

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক।

জল হইতে উত্থিত হইয়া তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা স্নানশাটী শোধনানন্তর উত্তমরূপ ধৌত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক সেই বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকদ্বারা স্বগোত্রীয় অপুত্রক ব্যক্তির তর্পণ করা কর্ত্তব্য। বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক, স্থলেই ক্ষেপণ করা বিধেয়।

মন্ত্র,—ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

প্রণাম।

মন্ত্র,—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
পিতৃচরণেভ্যো নমঃ॥

পিতৃদয়িতাধৃত গোভিলোক্ত সামবেদীয় তর্পণপ্রয়োগ সমাপ্ত।
ইতি ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণে পঞ্চম স্তবক সমাপ্ত।